

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ।

দ্বিতীয় ভাগ ।

শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত কর্তৃক

প্রণীত ।

পঞ্চম বার মুদ্রিত ।

কলিকাতা

নুতন সংস্কৃত যন্ত্র ।

সংবৎ ১৯৩০ ।

বিজ্ঞাপন ।



“বাল্য বস্তুব সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার” বিষয়ক পুস্তক সমাপ্ত হইল। অতএব, স্বদেশীয় লোকের নিকট বিলীত ভাবে নিবেদন, তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক এই পুস্তক সমিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিবেন, এবং ইহাতে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হইবেন। যিনি যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করিবেন, তিনি যেন তাহা লোকদিগকে, বিশেষতঃ বালকদিগকে, শিক্ষা দিতে যত্ন করেন। যে সকল মহাশয় কোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা তাঁহদের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য। যখন বালকদিগের বিজ্ঞাধারনের ভার তাঁহাদের উপর সমর্পিত রহিয়াছে, তখন তাঁহারা আপনারা যথোচিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সদাচারী করিবার চেষ্টা করিলে, এতদেশীয় লোকের সুখমোভাঙ্গা সাধনের পথ অনেক পরিষ্কার করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইবার সম্ভেদ নাই।

যেমন, আপনার, আপন পরিবারের ও আপনার সাধারণ সকলের জ্ঞান, ধর্ম, ও সুখ সচ্ছন্দতা রক্ষিত চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত, সেইরূপ, রাজারও

প্রজাদিগের বিজ্ঞাত্যাসের তার গ্রহণ করা সর্বতোভাবে কৰ্তব্য। অতঃপর সহিত যে বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, সে বিষয়ে সকলেই আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু অন্যের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে যাহাতে গ্রাহ-বিরুদ্ধ ব্যবহার না হয়, বাজনিয়ম দ্বারা তাহার উপায় করা বিধেয়। কারণ এক ব্যক্তির কুব্যবহার দ্বারা অতঃপর অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার প্রতিবিধান করা বাজনিয়মের প্রধান উদ্দেশ্য। শারীরিক নিয়ম না জানিলে শরীর ভগ্ন হইয়া সামাজিক-কার্য-সাধনে অশক্তি হইতে হয়, এবং এক জন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তদ্বারা নানা প্রকারে প্রতিবাসীদিগেরও পীড়া হইবার সম্ভাবনা; অতএব, যাহাতে প্রত্যেক প্রজা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতে পারে, তাহার উপায় করা কৰ্তব্য। যাহার রিপু সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি আবৃত্ত না থাকে, তাঁহা কর্তৃক সংসারের অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব প্রজাদিগের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি প্রবল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় সংযত করিবার নিমিত্তে, প্রজাদিগকে রীতিমত ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়া ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার সুবিধা করা আবশ্যিক। শিল্পবিজ্ঞা, রসায়নবিজ্ঞা, লোক-যাত্রাবিধান প্রভৃতি যে সকল বিজ্ঞা শিক্ষা করিলে উত্তমোত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসমাজের হুঃখ-মোচন ও সুখ-সচ্ছন্দতা-সাধন করিতে পারা যায়,

তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্তব্য। এই সমস্ত সম্বন্ধীয় শিক্ষার উপায় করিয়া না দিলে, রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজার স্বাধীন হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারেন না। যদি দুর্ভিক্ষদমনার্থে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখা রাজার পক্ষে কর্তব্য হয়, তবে সাহায্যে প্রজাদিগের দুশ্চরিত্রি দমন ও সংপ্রতি বর্জন হয়, তাহার উপায় করা কেন না কর্তব্য হইবে? প্রজাদিগের শাণীনিক-সুস্থতা-সম্পাদনার্থে, নগর পরিষ্কার, নির্মূল-জন-প্রাপ্তির সুবিধা, জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ বস্তু দূরীকরণ প্রভৃতির বিধান কর যদি রাজার উচিত হয়, তবে যাহাতে প্রজারা স্বাধীন ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়া পরিকৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং অত্যাশ্র শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন কার্যতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করা রাজনিয়মের উদ্দেশ্য কেন না হয়? অতএব প্রজাদিগকে পূর্বোক্ত সমুদায় বিদ্যা শিক্ষায় প্ররত্ত করা ও তাহার উপায় করিয়া দেওয়া রাজার কর্তব্য কর্ম। তাহার দ্বারা অলঙ্কার শিক্ষা কক্ষ আর না কক্ষ, সে তাহাদের স্বৈচ্ছাধীন, রাজনিয়ম দ্বারা সে বিষয়ে তাহাদিগকে প্ররত্ত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। যদি ভারতবর্ষের রাজপুরুষেরা এই সমস্ত পরম মঙ্গলদায়ক অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়া অপর সাধারণ সকল লোককে পূর্বোক্ত প্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে একান্ত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমাদের সৌভাগ্যের সীমা কি! যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, ভৌতিক, শারী-

রিক, ও মানসিক নিয়ম অবগত হওয়া যায়, রাজ-সংক্রান্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যাপনা সংস্থাপন করা, এবং তাহাতে সর্বসাধারণে তাহা শিক্ষা করিতে ও শিক্ষা কবিতা তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে প্ররত হয়, তাহার উপায় করা রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

অধিক-কাল-ব্যাপী অতিরিক্ত পণ্যের দাবি বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্ররতি ক্ষুধা পায় না। এবং জ্ঞান ও ধর্মালোচনার্থে অবকাশ পাওয়া যায় না। অতএব, যে সকল সাম্প্রদায়িক রীতি প্রচলিত থাকিতে, লোকে বহু কাল ব্যাপীয়া কায় ক্রেশ করিতে বাধ্য হয়, এবং বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্ররতি পরিচালনার্থে অবকাশ কাল পায় না, রাজনিয়ম দ্বারা তাহাব পরিবর্তন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

এক্ষণে যে প্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহাতে নিরুচ্চ প্ররতি সমুদায়ই প্রবল হইতে পারে। মনোপার্জন ও বিষয় বুদ্ধির যে প্রকার রীতি বুলবতী আছে, তাহাতে লোকের অর্জনস্পৃহা রতি দিন দিন সতেজ হইয়া উঠিতেছে। বংশ-মর্যাদা ও ক্রটিম উপাদি থাকিতে, অভিমান ও অহঙ্কার বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইতেছে। বুদ্ধ-ব্রতদায় ও বুদ্ধ কার্য দ্বারা জিহ্মসাধিত প্রতিবিধিৎসা প্রবল হইতেছে। মদিরা পান ও অন্ত্যাত্ম মাদক মেদনের প্রথা প্রবল হইয়া লোকের চিত্ত-ভূমিত্ত ধর্মাত্মের সকল সম্মলে নির্মল করিতেছে।

শিক্ষাওক ও দীক্ষাওকরা সহস্র প্রকারেই উপদেশ
করেন, যত দিন ঐ সমস্ত দৃষিত রীতি প্রচলিত থাকিবে,
তত দিন তাঁহাদের উপদেশ সমাক্ষেপে সফল হইবার
সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপদেশ প্রদান ব্যতীত
উপায়ও নাই। মনুষ্যের প্রকৃতি, বাহ্য বস্তুর সহিত
তাঁহার সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধানুযায়ী অনুষ্ঠানের উপরে
যে তাঁহার সর্বপ্রকার মঙ্গল নির্ভর করে, এই সমস্ত
বিষয় উপদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। এই সমস্ত
বিষয়ে উপদিষ্ট হইলে, লোকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক
নিয়ম ও আপনার সুখ সচ্ছন্দতার যথার্থ পথ অবগত
হইবে, এবং অবগত হইয়া তদনুযায়ী সাম্প্রদায়িক নিয়ম
সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইবে।

ব্রাহ্মগণ যে ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই
পুস্তক অধ্যয়ন ও পুনঃপুনঃ পর্যালোচনা করা তাঁহা-
দের অবশ্য কর্তব্য। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার
প্রিয় কার্য সাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম। যে সমস্ত কার্য
আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ
পর্যন্ত পণ করিয়াও তাহা সাধন করা কর্তব্য। কিন্তু
কোন কোন কার্য তাঁহার প্রীতিকর তাহা না জানিলে,
তৎসাধনে প্ররত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপতি যে
সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন
করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্যই তাঁহার প্রিয় কার্য; এবং
তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূর্বক তৎসমুদায় সম্পাদন
করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম। এ পর্যন্ত কতপ্রকার

নিয়ম ব্যবহারিত হইয়াছে এবং কি রূপেই বা সে সকল
নিয়ম শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে
যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল। অতএব, এ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের
ধর্ম-শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই গ্রন্থোক্ত অতি-
প্রায় সকল অবলম্বনপূর্বক তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে
ও অত্র লোকদিগকে তৎসমুদায়ের উপদেশ প্রদান
করিতে যত্ববান থাকা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই উচিত।

এ গ্রন্থে যে সমস্ত সর্বশুভদায়ক বিষয়ের বিবরণ
করা গেল, যখন বিদ্যালয় সমুদায় সেই সকল বিষয়
অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হইবে, যখন ধর্মোপদেশকেরা
পরমেশ্বরের সেই সমস্ত প্রিয় কার্যকে তাঁহার উপাসনার
অঙ্গ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাংসারিক
ব্যবহার ও বিষয়-চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন নৈসর্গিক নিয়মানু-
সারে সম্পন্ন হইয়া বিষয়-কার্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান
একীভূত হইয়া থাকিবে; তখন মনুষ্যমানুষের গৌরব
এক্ষণে পাইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইতে
শাকিবে।

শ্রীঅক্ষকুমার দত্ত ।

কলিকাতা।

সংস্কৃতঃ ১৭৭৪। ১। মাঘ।

মূচীপত্র।

ঋণ-বিসংকল্প-নিষেধ-সংকল্পন করিলে যত্নবোধের	
কর্তৃত্বের হয় তাহার বিচার
সামাজিক নিষেধ
প্রাকৃতিক-নিয়ম-স্বাভাবিক দণ্ড-বিধানের	
বিবরণ
নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত	
কার্য
প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-	
জনক কি না তাহার বিচার
বিদ্যা ও ধর্মের পরস্পর সহজবিচার
উপসংহার
সুরাপান
সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসাবিগোচর	
ব্যবস্থা

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ।

—o—o—o—
ষষ্ঠ অধ্যায় ।
—

ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত
ছুখে হয় তাহার বিচার ।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের
বিষয় বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে মনুষ্যের ধর্ম-বিষয়ক
নিয়ম লঙ্ঘনের ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাই-
তেছে। প্রধান প্রধান নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম-প্রয়োজক
পণ্ডিতদিগের পরস্পর মত-ভেদের বিষয় আলোচনা
করিয়া দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। একাল
পর্যন্ত ধর্ম্যধর্ম ও কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণার্থে কতই তর্ক
বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, কত মতামতই বা প্রকাশিত
হইয়াছে এবং দেশ-ভেদে ও কাল-ভেদে কত শত
ধর্ম-শাস্ত্রই বা কল্পিত হইয়াছে। যৌথ হয়, শাস্ত্র-
প্রকাশকদিগের পরস্পর জ্ঞানের তারতম্য ও প্রকৃতির
ইতর বিশেষই এইরূপ মত-ভেদের প্রধান কারণ।

ধর্ম-বিশয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

প্রথমে সকলজাতির মনুষ্যেরাই যোরতর অজ্ঞান-
 তিমিরে আবদ্ধ ছিলেন, এবং তন্নিমিত্তে এই সূর্যকোশল-
 সম্পন্ন পিতৃমন্ত্রকঃ ঐশ্বর্য-যন্ত্রের মর্শ্বোদ্ভেদ করিতে সমর্থ
 না হইয়া এই মন্ত্রকে কতকগুলি অসম্বন্ধ বস্তু-রাশি
 মাত্র বোধ করিতে-। যে বস্তুর অসামান্য প্রভাব ও
 বিশেষ উপকারিতা-গুণ দৃষ্টি করিতেন, তাহা-ই
 দেবত্ব ও স্বপ্রধানত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহারা গন্ধা,
 সরস্বতী, সিন্ধু প্রভৃতি রহৎ রহৎ নদী; মেঘ, বায়ু,
 সমুদ্র প্রভৃতি বিস্তৃত পদার্থ; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র,
 অগ্নি প্রভৃতি তেজস্বী বস্তু; ইত্যাদি যে যে পদার্থের
 সমধিক শক্তি, প্রভাব, তেজঃ ও হিতকারিতা-গুণ স্পষ্ট
 রূপে দৃষ্টি করিতেন, শক্তি, প্রভাব ও মঙ্গলের অদ্বি-
 তীয় আকর স্বরূপ পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভে অসমর্থতা
 প্রযুক্ত মোই সেই বস্তুরই অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।
 প্রথমে সর্ব দেশেই এইরূপ ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছিল।
 পরে লোকের বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ মার্জিত ও বর্দ্ধিত হইতে
 লাগিল, সেইরূপ উৎকৃষ্টতর ধর্ম ক্রমে ক্রমে প্রচলিত
 হইয়া আসিল। তত্ত্ব প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি
 ধর্মোৎপত্তির মূল কারণ, তাহা সকল কালে সকল
 ব্যক্তিতেই থাকে; যথোচিত বুদ্ধি-পরিপাক না হইলে,
 সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরে নির্যোজিত হয় না। ১০

ধর্ম-প্রয়োজক পণ্ডিতদিগের প্রকৃতির ইতর বিশেষ
 পরস্পর মত-ভেদের দ্বিতীয় কারণ। যাহার জিহাংসা,
 আশ্চর্য্য ও সাধনানতা বৃত্তি অভাবতঃ প্রবল, এবং

উপচিকীর্ষা ও শ্রায়পরতা রুতি স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তিনি উপাস্ত্র দেবতার ভীষণ স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া লোকদিগকে অতিশয় সতর চিত্তে উপাসনা করিবার বিধি দিতে পারেন, কিন্তু উপাস্ত্র ও উপাসকের দয়া ও শ্রায়পরতা গুণ বিষয়ে তাঁহার সম্যক দৃষ্টি থাকা সম্ভাবিত বোধ হয় না। এমন ব্যক্তিই ইচ্ছদেবতার তুষ্টার্থে বলিদান দিবার উপদেশ দিতে পারেন, এবং কহিতে পারেন, বিবিধ উপচারে উপাস্ত্র দেবের অর্চনা করিলেই, তিনি সমুদায় দোষ মার্জনা করেন, ও সকল অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। তন্ত্র-শাস্ত্র-প্রকাশকদিগের কাম, জিহাংসা ও বুভুক্ষা রুতি অতিশয় প্রবল ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহার ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ও শ্রায়পরতা রুতি তেজস্বিনী থাকে, ও নিরুফ প্ররুতি সমুদায় তাহাদের বশবর্তিনী হয়, তাঁহার প্রণীত ধর্ম-শাস্ত্র অবশ্যই অগ্রপ্রকার হইয়া থাকে।

পরমেশ্বর আমাদিগের মানসিক প্রকৃতির সহিত বাস্তব সমুদায়ের যেরূপ সংস্ক বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, আমাদিগের কোন মনোরুতি নিরর্থক নৃফ্ট হয় নাই। সমুদয় মনোরুতির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া, এবং বুদ্ধিরুতি ও ধর্মপ্ররুতির প্রাধাত্য স্বীকার করিয়া, তদনুযায়ী ব্যবহার করিলে, সুখী ও স্বচ্ছন্দ থাকা যায়, আর তাহার অগ্রপ্রাচরণ করিলে, অশেষবিধ বিষম ক্রেশে পতিত হইতে হয়। যে স্থলে অন্যান্য মনোরুতির সহিত

বুদ্ধিরূপিত্তি ও ধর্মপ্ররুতির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে শোষোক্ত প্রধাং রুতিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য। বুদ্ধিরূপিত্তি ও ধর্মপ্ররুতির অমৃতময় উপদেশ অবলম্বন করিয়। তদনুযায়ী আচরণ করিলে, অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হয়, এবং অশেঙ্ক প্রকার সাংসারিক উপকারও উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বিপরীত ব্যবহার করিলে, সেই সমস্ত বিশুদ্ধ স্রুখে বঞ্চিত হইয়া আন্তরিক যাতনা ও সাংসারিক ক্লেশ সততই ভোগ করিতে হয়।

বুদ্ধিরূপিত্তি ও ধর্মপ্ররুতির আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার পর ক্ষণেই মনে মনে পরম পরিতোষ জন্মে। যখন আমাদের কোন মনোরূপিত্তি অজ্ঞাত রুতির সহিত সম-
 দ্বীভূত থাকিয়া স্বকীয় বিষয় ভোগে চরিতার্থ হয়, তখন তাহা অশেষ স্রুখের উৎস স্বরূপ হইয়া অনর্গল আনন্দ-নীর নির্গত করিতে থাকে। অপত্যস্নেহ, আসদ্-
 লিপ্সা, অর্জনস্পৃহা, লোকানুরাগপ্রিয়তা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্ররুতি সমুদায় ধর্মপ্ররুতির বশবর্তী থাকিয়া চরিতার্থ হইলে স্রুখসাগরে মগ্ন হইতে হয়। তেজস্বিনী উপঢিকীর্ষারূপিত্তিকে পরিতৃপ্ত করিয়া, অর্থাৎ সুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়প্রদান, এবং জাত-স্বরূপ স্বদেশীয় লোকের দুঃখমোচন ও সুখসম্পাদন করিয়া, দয়াবানু দাতার উদার চিত্ত আনন্দামৃতরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে। অশেষ-গুণাশ্রয়, অত্যাশ্চর্য্য স্বরূপ, পরাৎ-পর পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা পর্যালোচনা পূর্ব্বক

ভক্তিরূপিত চরিতার্থ করিয়া, পরমেশ্বর-পরায়ণ ভক্তিমান ব্যক্তি পরম পরিশুদ্ধ অনির্বচনীয় আনন্দ অমুভব করিয়া থাকেন। বুদ্ধিরূপিত চালনাতেই বা কত সুখের উৎপত্তি হয়! জগতের স্বাভাবিক-শোভা-দর্শন, স্মৃধুর-সঙ্গীত-শ্রবণ, ও কাব্যামৃত-রসাস্বাদন করিয়া অন্তঃকরণ কেমন প্রফুল্ল হয়! মেধাবী বুদ্ধিমান ব্যক্তির জ্ঞান-রত্নের অক্ষয় তাম্রের স্বরূপ বিবিধ বিজ্ঞান অনুশীলনে প্রস্তুত হইয়া কি সুবিমল সুখই সম্ভোগ করেন! সে সুখ অস্ত্রের অমুভব করিবার সামর্থ্য নাই। সকল-মঙ্গলান্বিত পরমেশ্বর আমাদিগের মনোরূপিত-চালনার পুরস্কার স্বরূপ উক্তরূপ প্রচুর সুখ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; আমরা আপনাদিগের নিকট প্ররূপিত সমুদায়কে বুদ্ধিরূপিত ও ধর্ম প্ররূপিত সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া চালনা করিলেই তাহা লাভ করিতে পারি, নতুবা তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়। এপ্রকার প্রণীত সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া স্যামান্য ক্ষতির বিষয় নহে। উহা আমাদের বঞ্চিত চিত্ত-চালনার জ্ঞান নিমিত্তক দণ্ড স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। যদি ধর্মবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্যান্য-প্রকার অনিষ্ট ঘটনা না হইত, তথাপি ধর্মোৎপাত্তি বিশুদ্ধ সুখের অপ্রাপ্তিকেই তাহার সমুচিত শাস্তি বলিয়া অঙ্গীকার করা উচিত হইত। কিন্তু এ প্রকার সুখ ভোগে বঞ্চিত হওয়া যে দাক্ষণ দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। চিররোগী ব্যক্তি যেমন শারীরিক-স্বাস্থ্য-জনিত অপূর্ণ সুখের আদ্যগ্রহে মগ্ন নহে, সেই-

৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল ।

প্রকার, ধর্মরূপ নির্মল নীরে চিত্তকে ধোঁত করিয়া ধর্মাত্মা ব্যক্তি যে রূপ অনির্বাচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, ইতর ব্যক্তি সেরূপ কখনই পারে না। কারণ তাহার অশুচি চিত্ত অধর্মরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া চির জীবন অস্বস্ত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যেরা আপনাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের যথার্থ তত্ত্ব অঙ্গত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তাহা পালন করিলে কি পর্যন্ত সুখোৎপত্তি হইতে পারে, ও লঙ্ঘন করিলেই বা কত দুখে বঞ্চিত হইতে হয় তাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন নাই। তাহা সম্যক রূপে জ্ঞাত হইতে হইলে, আপন প্রকৃতি, বাহ্য বিষয়ের স্বভাব, ঐ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, এবং পরমেশ্বরের সন্তিত আমাদের যে রূপ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, এই সমস্ত শিক্ষা করা আবশ্যিক। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি ও দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে, আমাদের মনোরক্তি সমুদায় ক্ষুণ্ণ সহকারে অপ্রতিহত ভাবে স্ব স্ব বিষয় ভোগে সচেষ্ট হইতে সমর্থ হয় না, এবং আপনাদের চরিতার্থতা সাধনের যথেষ্ট স্থলও প্রাপ্ত হয় না। লোকের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, অথকার অজ্ঞানী মনুষ্যেরা, তাহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল বিবেচনা না করিয়া, তাঁহার অনির্দেশ্য বিড়ম্বনার কল মনে করে। এই দুর্ঘটনার কারণ ও তৎপ্রতীকারের উপায় নিরূপণ করিতে না পারিয়া, তাহাদের

বুদ্ধিরূপিত ক্ষুদ্র থাকে, পরমেশ্বরের অসীম করুণা বিষয়ে সর্লশয় জন্মিয়া ভক্তি-রুতির চরিতার্থতা সাধনের ব্যতিক্রম ঘটে, এবং বিশ্বাধিপের বিশ্ব-বাজ্যের শাসন-প্রণালীতে নানাপ্রকার অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা কল্পনা করিয়া ছায়-পরতা-রুতি অতৃপ্ত হইয়া থাকে। বাহ্যারা জগদীশ্বরের স্বকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর নিয়ম সমুদায় শিক্ষা না করিয়াছে, এবং তাহা পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিয়া তাহার প্রতিকূল স্বরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ও বাহ্যারা আপনাদিগের উপাস্ত দেবতাদিগকে বিকটাকার ও ক্রুদ্ধস্বভাব বলিয়া বিশ্বাস করে, পরমেশ্বরের অসীম করুণা বিষয়ে তাহাদিগের প্রত্যয় হওয়া কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিলে, এবং তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য করিলে, মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম রূপ গভীর উৎস হইতে যে কত মুখধারা নিঃসারিত হইতে পারে, তাহারা তাহার আভাসও পায় না। কিন্তু তাহাদিগের এ বোধ নাই বলিয়া, কদাপি ঐশিক নিয়মের অস্তিত্ব হইতে পারে না। জন্মান্তর ব্যক্তিদিগের দর্শন-শক্তি নাই বলিয়া, চক্ষুস্থান ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি-মুখ-সন্তোগের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

জগদীশ্বরের নিয়ম না জানিলে, তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য করা সম্ভব হয় না এ কথা বলা বাহুল্য। এই অখিল সংসার রূপ জন্ম-মৃত্যু প্রগাঢ় আশ্রয় আলোচনাই পরমেশ্বরের স্বরূপ ও নিয়ম বিষয়ক জ্ঞান লাভের অদ্বিতীয় উপায়। অতএব, তিনি যে সকল নিয়ম সংস্থাপন

৮ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাঁহার বিশ্ব-কার্যের পর্যালোচনা দ্বারা সে সমুদায় বিশিষ্ট রূপে শিক্ষা করা আবশ্যিক। যাহারা ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত থাকিয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পরম শুভকর নিয়ম সমুদায় অহরহঃ লঙ্ঘন করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের অন্তঃকরণ জগদীশ্বরের যথার্থ স্বরূপ পরি-কুটরূপে প্রকাশ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। প্রত্যুত, যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাপন্ন হইয়া তাঁহার নিয়ম পরিপালন পূর্বক দুঃখ-বর্জন ও সুখোপা-র্জন করেন, পরম-মঙ্গলার পরমেশ্বরের অপার মহাত্ম্য ও নির্মল স্বরূপে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রত্যয় জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। যৎ-পরিমাণে বিশ্বভ্রমার বিশ্ব-কার্য-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইবে, তৎপরিমাণে তাঁহাকে মহৎ ও পূর্ণ স্বরূপ বলিয়া সূক্ষ্মত প্রতীতি হইতে থাকিবে। এতদ্বৈশীয়া সর্বসাধারণ লোকে এখানকার প্রচলিত ধর্মামুসারে পরমেশ্বরকে অতি পরিচ্ছিন্ন ও অপূর্ণতাব স্থির করিয়া এইপ্রকার বিশ্বাস করেন, যে তিনি মনুষ্যের ন্যায় মূর্তিমান, ভুলোকের তার বিমোচনার্থে মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, অবতীর্ণ হইয়া কখন কখন পাশাসক্ত মনুষ্যের ন্যায় অসদাচরণে প্রবৃত্ত হন, জঘন্য দুষ্কর্ম করিয়া ও তাঁহার পূজা ও স্তুতি পাঠ করিলে তিনি ঐসন্ম হইয়া ক্ষমা করেন, ও তাঁহার আর্চনা না করিলে, কোপান্বিত হইয়া অশেষ ক্রোধ প্রদান করেন। ইত্যাকার নানা-

প্রকার অপবাদ দিয়া যে তাঁহারা পুরাৎপর পরমেশ্বরের নিষ্কলঙ্ক স্বরূপে দোষারোপ করেন, ইহাতে তাঁহাদের বিবেচনারই ত্রুটি স্বীকার করিতে হয় কিন্তু এক্ষণে বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা লোকের জ্ঞানোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। শীত বা কালবিলম্বে অজ্ঞান রূপ তামসী নিশার অবসান হইবার উপক্রম হইতেছে। জগদীশ্বরপ্রসাদে যৎপরিমাণে বিদ্যা-জ্যোতি বিকীর্ণ ও মানব-প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপিত হইবে, তৎপরিমাণে তাঁহার পুরাৎপর, পরিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক স্বরূপ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইবে, এবং তৎপরিমাণে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন নিবারিত হইয়া লোকের দুঃখ দ্বন্দ্ব ও সুখোন্নতি সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

অনেকে পরমেশ্বরের বিশিষ্টরূপ প্রসন্নতা লাভের প্রত্যাশায় সকল আশ্রমের সারভূত সংসারাজম পরি-
ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে যে পরমা পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে, হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, তাঁহার যত মনোরতি আছে, তাহার অধিকাংশ কেবল পৃথিবীর কার্য সাধনার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বুদ্ধি, কাম, অধ্যাত্মস্নেহ, প্রতিবিধিৎসা, নির্ঘিৎসা, অর্জনস্পৃহা, জুগোপিতা, সাবধানতা প্রভৃতি নিকট প্রকৃতি, এবং পরিমিত, আকারানুভাবকতা, কালানুভাবকতা, অরানু-

ভাবকতা, এবং সংখ্যা ও ভাষাশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধিরস্তির সহিত ভূমণ্ডলের অতিমৈকট্য অঞ্চল সম্বন্ধ রহিয়াছে । শরীর-রক্ষার্থে বুড়ুকা, জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে কাম, সন্তান প্রতিপালনার্থে অগত্যশ্বেহ, বিপদদ্বার ও প্রতিবন্ধক নিবারণার্থে প্রতিবিধিংসা, গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্র বরনাদির নিমিত্ত নির্ধিংসা, নিবাস নিরূপণার্থে বিবংসা, ভাবী দুর্ঘটনা নিবারণার্থে সাবধানতা ইত্যাকার সকল মনো-বৃত্তিই, ভুলোকের এক এক কার্য সাধনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই পৃথিবীতেই তাহাদের সম্যক্ উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে । অতএব, এই পৃথিবীতে তাহাদিগকে যথো-চিত চরিতার্থ করিবার চেষ্টা না পাইয়া অন্যথাচরণ করিলে, জগদীশ্বরের অনুমতির বিকলচরণ করা হয় । আমাদের আশা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা, শোভানুভাবকতা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি পর-লোকেও চরিতার্থ হইতে পারে, এবং কোন ভাবী অবস্থাতেও তাহাদের উপযোগিতা থাকিলে থাকিতে পারে । কিন্তু পরম-মঙ্গলকর পরমেশ্বর ইহলোকেও লোকের দুঃখ নিবারণার্থ ও ভূমণ্ডলকে বিমল সুখের আশ্রয় করিবার নিমিত্ত যে তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তদনুসারে এই অবনিমণ্ডলেও যে তাহাদের অত্যন্ত উপযোগিতা আছে, তাহার কোন সংশয় নাই । বৎ-পরিমাণে আমাদের মানব-প্রকৃতি ও বাহ্য-বস্তু-বিশৃঙ্খল জ্ঞানবুদ্ধি হইবে, তৎপরিমাণে পৃথিবীর সহিত আমা-দের মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য-বিষয়ক জ্ঞানেরও

আধিক্য হইতে থাকিবে, এবং তৎপরিমাণে আমরা পরাৎপর পরমেশ্বরের পরমোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধ স্বরূপ অবগত হইয়া আমাদের বুদ্ধিরূপ্তি ও ধর্মপ্ররূপ্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিতে থাকিব। ফলতঃ, যখন চক্ষুর সহিত জ্যোতির্বিষয়ক নিয়মের, এবং কর্ণের সহিত বায়ু বিষয়ক নিয়মের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তখন আমাদের বুদ্ধিরূপ্তি ও ধর্মপ্ররূপ্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুরূপ ঐক্য না থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না।

সমুদায় মনোরূপ্তিরই স্বভাব এই যে, সমধিক তেজস্বী হইয়া উৎসাহসহকারে চালিত হইলেই প্রচুর সুখ প্রদান করে; নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট হইলে সেরূপ সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না। অতএব, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা মনোরূপ্তিরও তেজোবাহুল্য এবং উৎসাহ সহকারে চালনা এই উভয়ই আমাদের সুখের কারণ। স্বরানুভাব-কতা-শক্তির স্বাভাবিক অস্পত্তা বশতঃ বাহার কিছুমাত্র স্বর-জ্ঞান ও রাগরাগিণী-বোধ নাই, তাহার সুখ-প্রাপ্তির এক প্রধান পথ বন্ধ রহিয়াছে। যে ভাগ্যবান ব্যক্তির বুদ্ধিরূপ্তি স্বভাবতঃ তেজস্বিনী থাকে ও বিনয়ানু-বীলন দ্বারা উত্তমরূপে মার্জিত হয়, তিনি তাহার উৎসাহিত চিত্তে পরিচালন করিয়া যেরূপ অসামান্য আনন্দ অনুভব করেন, নিশ্চেষ্ট মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তির তাদৃশ সুখের জ্ঞান এত্রে কদাচ সমর্থ হয় না। তাহার স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণে অসমর্থত বশতঃ শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া,

১২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল ।

তাহার প্রতিফল স্বরূপ অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি-চালনার অভ্যাস না থাকিতে, বিবিধপ্রকার বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়। সৃষ্টি-ক্রিয়ার আলোচনা করিয়া সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ নিরূপণ করাও মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। অতএব তাহার। বিদ্যামুখীলম-বিরহে আপনাদের বুদ্ধিকে অমার্জিত রাখে, এবং স্মরণ্য পরম স্মরণ বিধ-কৌশল প্রতীতি করিতে, এবং তদ্বারা বিশ্বাধিপের অতুৎকৃত আশ্চর্য্য মহিমার আলোচনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহাদিগকে অশেষ-বিধ বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিতে হয়। পরমেশ্বর-পরায়ণ বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা এই অধিল সংসার রূপ মহারাজ্যের এক এক পরম শুভকর সূচক নিয়ম অবগত হইয়া যে রূপ প্রগাঢ় প্রমোদ প্রাপ্ত হন, কুসংস্কারাবিহীন মূঢ় লোকের ভাগ্যে তাহা কখনই ঘটে না। তাহার। শাস্ত্র-বিশেষের প্রমাণানুসারে কাঙ্গনিক দেবতাদিগের কল্পিত চরিত্র অবগেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করে। তাহার। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ অখণ্ড অভ্রান্ত শাস্ত্রে অধিকারী হয় না, স্মরণ্য তাহার আলোচনার যে আশার আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহার আনন্দন মাত্রও প্রাপ্ত হয় না। পরমেশ্বর প্রদত্ত হইয়া তাহাদিগকে যে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কতক বৃত্তি এ অংশে বিকলে যায়।

যে সমস্ত পাপাবৃত্তি মর্য্যদা ধর্মপ্রবৃত্তির উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া অন্তর্ধাচরণ করে, তাহাদিগের

যে ধর্ম-প্রবৃত্তি চালনার ফল স্বরূপ পবিত্র স্রষ্টা-
 স্বাদনে অধিকার হয় না, ইহাও তাহাদের সামান্য
 শাস্তি নহে। সূচরিত্র সাধু ব্যক্তি আপনাকে নিষ্পাপ
 জানিয়া বেরূপ আত্ম-প্রসাদ ও শান্তি-সুখ লাভ করেন,
 পরমেশ্বর-পরায়ণ জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি জগদীশ্বরের বিচিত্র
 শক্তি, আশ্চর্য্য জ্ঞান ও অপার মহিমাভিপ্রায়ের আসো-
 দনার অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া বেরূপ অনির্বচনীয়
 আনন্দ অনুভব করেন, এবং পর-হিতার্থী দয়াশীল ব্যক্তি
 ক্ষুধীকে অন্ন দান, রোগীকে ঔষধ প্রদান, এবং অজা-
 নীকে জ্ঞান দান করিয়া বেরূপ প্রগাঢ় প্রমোদ প্রাপ্ত
 হন, তাহার আদ-গ্রহণের সামর্থ্য না থাকা কি সামান্য
 ভ্রুংখের বিষয়। যখন কোন নিরাশ্রয় অনাথ ব্যক্তি কৃত-
 জ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক সেই দয়াবান্
 দাতাকে একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করে, অথবা অতি-
 দীন পিতৃহীন বালক তাঁহার রূপ-বিন্দু লাভ করিয়া
 আপনার মলিন মুখের মধুর হাস্য দ্বারা মনের পরিতোষ
 প্রকাশ করে ও আনন্দান্ধা বিসর্জন পূর্ব্বক নগ্নন-সুগল
 সজল করিয়া তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকে, তখন
 তাঁহার অন্তঃকরণে কি অনুপম মনোরম সুখেরই উদয় হয় !
 যিনি চির-জীবন মধ্যে উক্তরূপ একটীও পুণ্যকর্ম্ম করি-
 য়াছেন, তাঁহার সুখ-সরোবর কখনও নিঃশেষে শুষ্ক হয়
 না। তিনি যখন তাহা স্মরণ করেন, তখনই তাঁহার হৃদয়-
 ক্ষেত্র সুখামৃত-রসে অভিষিক্ত হয়। অহস্ত-রোপিত-বৃক্ষ-
 সদৃশ, নিতান্ত প্রতিপালিত, আশ্রিত ব্যক্তির মহল বাক্য।

১৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

প্রবণ করিলে কতই আনন্দ হয়! যিনি স্বয়ং জল-ত্যাগে পতিত হইয়া তথা হইতে কোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন, বা দহ্যমান গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহারও প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার মুখাবলোকন করিলে তাঁহার কতই আনন্দ জন্মে! পুণ্য-ক্রিয়ার সঙ্কল্পে সুখ, অনুষ্ঠানে সুখ, অনুষ্ঠান করিলে পরে তাহার আলোচনাতেও সুখোদয় হয়। যে সমস্ত পাপাসক্ত দুরাচার এতাদৃশ সুখ-ভাণ্ডারের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগের কর্মানুরূপ শাস্তি প্রাপ্তির আর কত অবশিষ্ট আছে?

ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় পালন করিলে, সাংসারিক উপকার দর্শে, এবং লঙ্ঘন করিলে, অশেষ-প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ধর্মীচরণে যে সাংসারিক সুখের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা বাহুল্য। দেখ, স্বপরিবারস্থ সকল ব্যক্তির সহিত সম্বাবহার করিলে, কেমন প্রীতি-পাত্র ও সমাদর-ভাজন হওয়া যায়! যদি আমরা পুত্র ভৃত্যাদির প্রতি স্নেহ, দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করি, তবে তাহারা আপনা হইতেই আমাদের প্রতি অরূপট প্রীতি প্রদর্শন করে, এবং প্রকৃত মনে আগ্রহ সহকারে আমাদের অনুজ্ঞা-পরিপালনে যত্ববান হয়। এপ্রকার পিতা বা প্রভু কখনই অন্যায় ও অসাধ্য কর্মে অনুমতি করেন না, সুতরাং তাঁহার কার্য-সাধনে তাহাদের বিরক্তি হয় না। ধর্মশীল মিত্রের আদেশের সীমা কি? তাঁহার মিত্রেরা তাঁহার প্রেমায়ত-রসে আর্জ হয়,

তাঁহাকে যথানক্স দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও সন্মিলন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করে। বৈদ্য, বণিক ও রাজকীয় কর্মচারীদিগের বুদ্ধি-সম্মত ও ধর্ম্মানুগত বিশুদ্ধাচরণ অভ্যাস প্রভৃতি অশেষ উপকারের হেতু। তাঁহা হইলে, তাঁহার লোকের বিশ্বস্ত ও আদরণীয় হইতে পারেন, এবং তাঁহাদের স্বীয় ব্যবসায়েরও গৌরব ও উন্নতি হইতে পারে।

পরমেশ্বর এক এক ব্যক্তির এক এক বুদ্ধিরতি অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যেকে এক এক প্রকার কর্ম সাধনে নিযুক্ত থাকিলেই, সংসারের সমুদায় কার্য সুচাক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে। এই পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক নিয়মই ভুলোকে বিবিধপ্রকার ব্যবসায় সংস্থাপিত হইবার মূল কারণ। “আমি মনুষ্য-বর্গের প্রয়োজন সাধন ও দুঃখ দূরীকরণার্থে পরিভ্রম করিতেছি” এই বিবেচনা করিয়া বেক্ষক ও বে শিল্পকার কার্য করে এবং “ক্রেতা-দিগের অনিষ্ট না হয় ও তুষ্টি-সাধন হয়” এই অতিসন্ধি রাখিয়া যে পর হিতৈষী বণিক স্বীয় ব্যবসায় নির্বাহ করে, তাঁহাদেরই বুদ্ধিসম্মত ও ধর্ম্মানুগত কার্য করা হয়, এবং তাঁহাদেরই সম্যকপ্রকার সুখ, সম্ভাব ও স্বচ্ছন্দতা লব্ধ হইয়া থাকে। উক্তরূপ কৃষক ও বণিকের অর্জনস্বভাবতঃ বিশিষ্টরূপ চরিতার্থ হইতে পারে। বৈদ্য প্রভৃতি সকলেরই প্রতি এই ব্যবস্থা। বৈদ্য যদি রোগীর রোগশান্তি বাত্রে

১৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল ।

উদ্দেশ্যে সমন্বিত হইয়া চিকিৎসা করেন, এবং উকীল যদি নিয়োগকর্তার মঙ্গল মাত্র অভিযুক্ত করিয়া একান্ত বন্ধে তাঁহার কৰ্ম সম্পন্ন করেন, তবে ঐ উকীল ও বৈদ্য স্ব. স্ব. ধর্ম প্রভৃতির চরিতার্থতা-জমিত বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করেন এবং যথেষ্ট সমাদর, নিখল যশ ও পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ প্রচুর ধন উপার্জন করিতে সমর্থ হন ।

বুদ্ধিরক্তি ও ধর্মপ্রকৃতির আদেশানুগত পশ্চাৎস্থিত নিয়ম-ত্রয় পালন করিতে যত্ন করা সকলেরই পক্ষে কর্তব্য ।

প্রথমতঃ :—যে ব্যবসায় লোকের হিতকারী, তাহাই অবলম্বন করা উচিত ।

দ্বিতীয়তঃ :—যে পরিমাণ পরিশ্রম করিলে লোকের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সেই পরিমাণে পরিশ্রম করা আবশ্যিক ।

তৃতীয়তঃ :—যাঁহার যে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক-ক্ষমতা ও অনুরাগ থাকে, তাঁহার সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিকা নির্বাহ করা কর্তব্য ।

যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট হয়, এবং তিনি যাবজ্জীবন ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় প্রতি-পালন করিয়া আইসেন, তবে অনায়াসেই একথা বলিতে পারা যায় যে, জগদীশ্বর তাঁহার সমুদায় সাংসা-রিক প্রয়োজন সাধনের যথেষ্ট উপায় নির্ধারণ করিয়া

দিয়াছেন, এবং তাঁহাকে নানা প্রকার মনোরক্তি চালনার সামর্থ্য দিয়া তন্নিবন্ধন পবিত্র সূত্র সম্বোধনো বিশিষ্ট-রূপ অধিকারী করিয়াছেন।

পরমেশ্বরের নিয়ম-প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহা শিক্ষা করা উচিত। অতএব, যেমন তৌতিক ও শারীরিক নিয়ম জানিতে হইলে, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে হয়, সেইরূপ, কোন্ কোন্ ব্যবসায় মনুষ্যের যথার্থ উপকারী, এবং কোন্ বিষয়ে কত পরিশ্রম করিলে তাহার যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সমুদায় অবগত হইবার নিমিত্ত লোকযাত্রাবিধান বিজ্ঞান * অধ্যয়ন করা আবশ্যিক। এই বিজ্ঞান ব্যবসায়ীরা যেমন ধনোপার্জনের পথ প্রদর্শন করেন, সেইরূপ, তাঁহাদের এরূপ উপদেশও প্রদান করা উচিত, যে, কেবল ধন মাত্রই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ নহে, এবং কেবল ধনেই যে সর্বসাধারণ লোকের সুখ-লাভ হয় তাহাও নয়; জ্ঞান এবং ধর্মই স্থায়ী সুখের মূল। লোক যাত্রা-বিধান-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে দারিদ্র্য-দুঃখের উৎপত্তি হয় এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, সেই দুঃখের কত দূর বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা কর্তব্য। অপত্যোৎপাদন-বিষয়ক নিয়মের লঙ্ঘন হওয়াতে, আর জনপেক্ষা সম্বানের সংখ্যা অধিক হইলে, দুঃস্থতা এবং তৎপরে দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহা দুঃখী লোক-

* আর-ব্যয়-বিষয়ক বিধি-দর্শন শাস্ত্র।

১৮ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল ।

দিগের নিজ কার্যের ফল তাহার সম্ভেদ নাই, কিন্তু তাহাদিগের সেই দুঃখ রূপ দাবানলে সাধ্যমত বারিসেচন করা ধনাঢ্যদিগের অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত। কেবল উপস্থিত দুঃখের প্রতীকার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যাহাতে উত্তর কালে তদনুরূপ ক্রেশ-ঘটনা আর না হয়, তাহার উপায় করা কর্তব্য। এইরূপ, মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই বুদ্ধিরূপিত্তি ও ধর্মপ্ররুতির প্রাধাত্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য করাই শ্রেয়ঃ। তদ্ব্যতিরেকে সূখ বুদ্ধির উপায়ান্তর নাই।

একণে প্রায় সকল দেশীয় লোকেরই এই প্রকার সংস্কার আছে যে, কেবল ধন, প্রভুত্ব ও বাহু শোভাতেই সুখোৎপত্তি হয়। যদিও কেহ কেহ জ্ঞান ও ধর্মের প্রাধাত্য স্বীকার করিয়া অন্যপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু কার্য-কালে ধনাদি-লাভই পরম পুঙ্খবান্ধব জ্ঞান করিয়া চলেন। কিন্তু ধন, প্রভুত্ব ও বাহু শোভা আমাদের নিকৃষ্ট প্ররুতির বিষয়, অতএব তদ্বারা 'কখনও' প্রকৃতরূপ সূখ-প্রাপ্তি হইতে পারে না। বুদ্ধিরূপিত্তি ও ধর্ম প্ররুতির উপদেশানুযায়ী কার্য না করিলে, সর্বতোভাবে সুখী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অনেকেই কেবল ধন ও প্রভুত্ব লাভের উদ্দেশে বিষয় কর্ণে প্ররুত হয়, এবং প্ররুত হইয়া অশেষ-প্রকার অজ্ঞায় আচরণ করিয়া অর্থ উপার্জন করে। ইহাতে, তাহার জ্ঞান ও ধর্মোৎপাত্তি বিশুদ্ধ সূখে বঞ্চিত হইয়া লোকের নিকট অবিশ্বস্ত ও অনাদৃত হয়, ক্রমাগত চোখা ও প্রতারণার

প্রকৃত থাকিলে, একবার না একবার ক্ষত হইয়া রাজ-দণ্ডেও দণ্ডিত হয়, এবং কেহ কেহ আপনার অধ্যম ও অব্যবস্থা-দোষে গত-সর্বস্ব হইয়া দৈন্য দশায় পতিত হয়। এতদেশীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে অনেক-রই যেমন আয়-বিষয়ে ধর্ম্যধর্ম ও কর্তব্যাবর্তব্য বিবেচনা নাই, সেই রূপ, তাঁহাদের ব্যয়-বিষয়েও দূরদৃষ্টি ও ন্যায্যন্যায্য বিচার থাকে না। তাঁহারা অপহরণ, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রতারণাদি অশেববিধ অবৈধ উপায় দ্বারা অর্থ উপার্জন করেন, এবং সুখ্যাতি-লাভ ও ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগার্থে দিগ্ধিদিগ্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া অকাতরে ব্যয় বাসন করেন ও উপার্জিত অর্থ অপেক্ষায় অধিক ব্যয় করিতে, অবশেষে ঋণ-গ্রস্ত হইয়া নানা মতে ক্লেশ পাইয়া থাকেন। ঋণ-গ্রস্ত হইলে অবিলম্বে লোকের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। প্রথমে মুখতা ও প্রতারণা, পরে ঋণ ও যাতনা, এই চারি শব্দেই তাঁহাদের চরিত্র-বর্ণনা পর্য্যবসিত হয়। প্রথমে তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, শেষে তাহার সমুচিত শাস্তি-প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সংসারের সমুদায় দুঃখই সাংসারিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল; অতএব তাঁহারা কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অভিমত ফল লাভ করিতে না পারেন, পাশ্চাত্যিখিত দুই বিষয় তাঁহাদের কৃতকার্য না হইবার প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই। হয়, তাঁহারা যে ব্যবসায় অবলম্বন করেন. তাঁহাদের তদ্বিষয়ের ক্ষমতা না থাকিলে; নয়,

২০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল ।

কোন কোন অতি প্রবল নিরুচ্চ প্রকৃতি তাঁহাদের উপজীবিকা-বিষয়ক সমুদায় কার্যের প্রয়োজক হইয়া থাকিবে । যদি উকীলদিগের প্রবলতর বাক-শক্তি ও তর্ক-শক্তি না থাকে, তবে তাঁহারা কখনই স্বীয় ব্যবসারে কৃত-কার্য হইতে পারেন না, এবং যে গায়কের উত্তমরূপ কালানুভাবকতা-শক্তি নাই, ও যে চিত্রকরের বর্ণানুভাবকতা, শোভানুভাবকতা, নির্মিৎসা ও অমুচিকীর্ষা রূতি তেজস্বিনী নহে, তাহারা নিজ নিজ ব্যবসায় দ্বারা সমধিক অর্থ উপার্জন ও যথোচিত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া না । তন্নিম্ন যাহাদিগের শারীরিক প্রকৃতি কেবল শ্লেষ্ম-প্রধান, তাহারা কোন বিষয়ে অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপর হইয়া কার্য করিতে পারে না, সুতরাং কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, লাভ করিতেও সক্ষম হইয়া না । স্বার্থ-সাধন মাত্র আমাদের ব্যবসায়-নির্ব্বাহের উদ্দেশ্য হইলেও, ঐরূপ অনিচ্ছা হইতে পারে । যে চিকিৎসক কেবল মুদ্রা-সংখ্যার উপর দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করেন, সুতরাং যে স্থানে যত-গুলি মুদ্রা হস্তগত হয়, সে স্থানে সেই প্রমাণ যত প্রকাশ করেন, আর যে চিকিৎসক জ্ঞানপূরতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম-প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া রোগীর রোগ-প্রতীকার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা করেন, রোগী ব্যক্তি এই উভয়ের গুণাগুণ এক কটাক্ষেই বুঝিতে পারেন । তিনি দেখিতে পান, চিকিৎসক, উপচিকীর্ষাদি ধর্ম-প্রকৃতি সমুদায় দ্বারা নিয়োজিত হইলে, রোগীর শরীরের জীবাদি যেমন স্পষ্টরূপ

বৃদ্ধিতে পারে, কেবল অর্জন-স্পৃহাদি নিকৃষ্ট প্ররুতি দ্বারা প্রবর্তিত হইলে, সেরূপ কখনই পারে না। অতএব, পীড়িত ব্যক্তি জ্ঞানবান্ পরোপকারী চিকিৎসককে নিযুক্ত করিতে পারিলে, স্বার্থ-পরায়ণ কুটিল-স্বভাব বৈজ্ঞকে কখন চাহেন না।

এই সমুদায় উদাহরণ দ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে, ব্যবসায়ের ছানি হওয়াও প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। কিন্তু সংসারের স্বরূপ এইরূপ যে, একের দোষে অনেকের পদে পদে অপকার হইয়া থাকে। বণিকদিগের আপনার অর্নিপুণ্য ও অবিবেচনা এবং অংশী ও কর্মচারীদিগের অপটুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, উভয় কারণেই ক্ষতি ও অসম্ভ্রম হইতে পারে। জনসমাজে অনেকে একত্র মিলিত হইয়া বিস্তর কার্য্য নির্বাহ করিতে হয়। যে সমস্ত নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সে সমুদায় সম্পন্ন করা উচিত, তাহার নাম সামাজিক নিয়ম। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যেপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ কবা হইতেছে।

সামাজিক নিয়ম।

মনুষ্যদিগের পরস্পর সাপেক্ষতা। বিস্তর লুণ্ঠের মূল। গৃহ-নির্মাণ, শস্তোৎপাদন, নৌকা-গঠন, বস্ত্র-বস্ত্র, ইত্যাদি যে সমস্ত লুখ-জরক কর্ম লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত

২২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তদ্বিন্ন, সমাজ-বদ্ধ হইয়া বসতি করাতে আমাদের অনেকানেক মনোরত্তি সম্যক্ চরিতার্থ হইয়া অবশেষবিধ সুখ সমুদ্ভাবন করে। কাম, অপতা-স্নেহ, আসঙ্গ-লিপ্সা, উপচিকীর্ষা, ত্রাস-পরতা, লোকানুরাগ-প্রিয়তা প্রভৃতি অতিশুভকরী রত্তি সমুদায় জন-সমাজে অপর্গাপ্ত উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া সততই চরিতার্থ হয় ও নিয়তই সুখোৎপাদন করে। বিশেষতঃ, মনুষ্যবর্গকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সমাজবদ্ধ করাই আসঙ্গ-লিপ্সা-রত্তির এক মাত্র উদ্দেশ্য। অতএব যিনি আমাদেরকে এই সুখকরী রত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমাদের গৃহস্থ ও জন-সমাজস্থ হওয়া যে তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রেত তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যের এই রত্তি থাকাতে, স্বভাবতই অশ্রু-সংসর্গে প্ররত্তি হয়। শিশুগণ মাতৃ বা ধাত্রী ক্রোড়ে গমন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। বালকেরা স্বীয় বয়স্কদিগের সংসর্গী হইবার নিমিত্তই বা কেমন উৎসুক হয়! আর প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তির স্বকীয় নিজ-মণ্ডলীর সহবাসে মধুরালাপে কাল-যাপন করিতে পাবিলেই বা কেমন প্রফুল্ল থাকেন! আমরা অত্নের সহিত মিত্রতা করিয়া, অত্নের প্রিয় পাত্র হইয়া অত্নের উপকার করিয়া যে সকল পরম পবিত্র স্বর্গোচিত সুখ সম্ভোগ করি, লোক সংসর্গ পরিত্যাগ-পূর্বক বিজনে বাস করিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইত হয়। ফলতঃ, যদি আমরা নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী

নির্জনে বসতি করি, তবে আমাদিগের মনোরক্তি সমুদায়ের অধিকাংশই স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত না হওয়াতে অকৃতার্থ থাকে, এবং স্মৃতরাং স্ব স্ব সাধ্যানুরূপ সুখোৎপাদনে এক বারেই অসমর্থ হয়। এপ্রকার অবস্থার থাকিলে, পশুদিগের সহিত মনুষ্যদিগের কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকিত না; বরং তাঁহাদিগের অবস্থা পশুদিগের অবস্থা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হইত। পশুদিগের আশ্র-রক্ষার্থে যেরূপ নখ, শৃঙ্গ, লোমাদি মানা উপায় আছে, মনুষ্যের তদনুরূপ উপায় না থাকাতে, অতি সামান্ত হেতুতেই প্রাণবিয়োগ হইত। অতএব, পরম্পর-সাপেক্ষতা আমাদিগের সকল সম্পদের মূল, এবং যিনি এই পরম শুভকরী সামাজিক ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনি সকল মঙ্গলের আকর। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক সামাজিক নিয়ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা করিয়া পালন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

একাকী নৌকা চালনা করিয়া অধিক দূর গমন করা সম্ভাবিত নহে, অনেকের সমবেত চেষ্টার অপেক্ষা রাখে। যাহাদিগকে নৌকা চালনা করিতে হয়, তাহাদিগের তদ্বিষয়ক নিয়ম, জলের গতি, নদী ও সমুদ্রের আবর্ত, গুপ্ত চর, বায়ুর প্রভাবানুসারে পাল-নিয়োজন, পথের গুণাগুণ ইত্যাকার সমস্ত ব্যাপার সম্যক শিক্ষা করা কর্তব্য। যে নাবিক এই সমুদায় বিষয়ে সুদক্ষ, সদা সতর্ক ও সৎকর্তব্য-সাধনে তৎপর, এবং বাসনে ও মাদক-সেবনে একে বারেই বিরত রাখার নৌকার আরোহণ

করিলে, নির্ধিষ্ট উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু যে নাবিকের নিরুচ্চ প্রযুক্তি প্রবল, এবং বুদ্ধি ও ধর্ম প্রযুক্তি ক্ষীণ, সুতরাং নৌকা-পরিচালন-কার্যের অনুপযুক্ত, এবং যে সর্বদাই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহার নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, জল-মগ্ন হইয়া প্রাণবিরোগ হইতে অব্যাজ। যে সকল পোত-বাহক কোন অনুপযুক্ত কর্ণধারের দোষ গুণ পরীক্ষা না করিয়া তাহার কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বিস্তর ক্লেণ প্রাপ্তি হইয়া মৃত্যু-ঘটনা পর্যন্ত হইতে পারে।

আপনার কার্য-নির্বাহার্থে সহকারী কর্মচারী নিযুক্ত করিলে, ভ্রম-ভাষ্য হয় বটে, নির্বোধ দুর্ভৃত্ত লোক নিযুক্ত করিলে, তাহার ভ্রম, প্রমাদ, চোঁচ ও প্রতারণা দ্বারা কর্ম-ক্ষতি, ধন-ক্ষয় ও আপনার বা আত্মীয় ব্যক্তিদিগের প্রাণের উপরেও আঘাত হইবার সম্ভাবনা।

অনেকে পরস্পর অংশী স্বরূপে বাণিজ্য-ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে, বাহ্যরূপ ব্যবসায় ও যথেষ্ট অর্থ-লাভ হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রযুক্তি বিবরক নিয়ম অবাগত থাকা ও তৎ-প্রতিপালনে ব্যর্থ হওয়া উচিত। যদি কোন বাণিজ্যগারের এক অংশী কলিকাতায় ও অত্র এক অংশী লগুন নগরে থাকেন, তবে লগুন-নগরস্থ অংশীর ভ্রম, অনবধান, অথবা প্রতারণায় কলিকাতার অংশীর সর্বনাশ হইতে পারে। সমবেত বাণিজ্য সামাজিক নিয়ম-নিষ্ঠ বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়ম অবলম্বন করিতে হইলে, তৎপরিপালনার্থে যে

যে প্রকরণ করিতে হয়, তাহার অন্তর্থাচরণ করিলেই অনিষ্ট ঘটে। যাহাদিগের সহিত বিষয়-ঘটিত সংজ্ঞা রাখিতে হয় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বশীভূত থাকিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে কি না, তাহা বিশিষ্ট রূপে অনুসন্ধান করা উচিত। সামাজিক নিয়ম পালন বিষয়ে এই গুরুতর তত্ত্বে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সামাজিক নিয়মের স্বরূপ ও তৎপ্রতিপালনের রীতি নির্দেশ করা গেল। এক্ষণে, তাহা লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহার আর দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া চরিতার্থ হওয়া যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হয়, এবং যদি সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত তাহাদের ঐক্য থাকে, তবে কোন জন-সম্প্রদায়ের লোকে সঙ্কলিত হইয়া কেবল মিত্র প্রবৃত্তি সমুদায়কে ক্রমাগত চরিতার্থ করিলে ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা-সাধনে সর্ব্ব না হইলে, অবশ্যই ক্রোধ পায় তাহার সংশয় নাই। এতদেশীয় লোকের অবস্থা দৃষ্টি করিলেই, এ বিষয়ের যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১।—যে দেশে অন্ন অপেক্ষা লোকের সংখ্যা অধিক, ক্ষেত্রদেশের লোকের সংখ্যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়; অতএব, আপন আপন অবস্থানসুত্রে অপত্যোৎপাদিকা শক্তির সংযম করা উচিত; যাবৎ পরিবার-প্রতিপালন ও সম্ভান-

২৬) ধর্ম-বিবরণক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

নাগের শিক্ষা-সংসাধনের উপযোগী অর্থ সংকলন বা অর্থ-সংকলনের উপায় অবধারণ করিতে না পারা যায়, তাবৎ বিবাহ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যদি কোন বহুলোক-সমাকীর্ণ জনপদের মনুষ্যেরা এই নিয়ম অবহেলন করিয়া অশ্লীল বয়সে স্ত্রীপরিগ্রহ করে ও কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্বক অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে পর্যাপ্ত রূপে চরিতার্থ করে, তবে দারিদ্র্য ও অনশন নিমিত্তক অকালমৃত্যু দ্বারা সে দেশের লোক-সংখ্যার হ্রাস হইতে থাকে। এতদেগীর লোক এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছে। অনেক ব্যক্তি কতকগুলি কুপোষ্য পুত্র কন্যা লইয়া এরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হয়, যে তাহা বর্জন করা যায় না। এ কুপোষ্যগণের ভরণ পোষণের ভার বাঁহাৰ উল্লর সম্প্রদিত আছে, তিনি তদুপযোগী ধনের চতুর্থাংশও উপার্জন করিতে সমর্থ হন না। কেহ কেহ নিতান্ত নিক-পায় হইয়া অন্ন-চিন্তায় ব্যাকুল হন, এবং ঋণ-গ্রস্ত হইয়া কোন ক্রমে শাকার আহাৰ করিয়া দিনপাত করেন। কত কত সম্বংশ-জাত ভদ্র লোক অন্নাতাবে মৃত-প্রায় হইয়া অবশেষে ভিক্ষা-স্বস্তি অবলম্বন করে। কেহ কেহ বিবরণকর্ষের চেষ্টায় স্বর্জ আত্মঃ শেষ করিয়া অবশেষে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, পরিবার পরিত্যাগ পূর্বক দেশত্যাগ করে। বাহাদুরের উদর-পূর্তি হওয়া হুঁসিয়ার, তাহাদের জ্ঞানচর্চাই বা কোথায়? ধর্ম-চিন্তাই বা কোথায়? এই সমস্ত দুঃসহ দুঃখ-রাশি উদ্ভাহ

অপত্যোৎপাদন ও অন্যান্য নানাবিষয়সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘনের ফল ।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে মানব-প্রকৃতির যে প্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমাদের সমুদয় মনোরক্তি যথোচিত সংযত করা উচিত । অর্জনস্বা-রক্তি অতিমাত্র বলবতী হইলে, অর্থাপহরণে আসক্তি হয় । অপত্যস্নেহ বুদ্ধিরতির অবাধ্য হইলে, সন্তানদিগের দুঃখরক্তি-দমনে বিরত হইয়া তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে অনুরাগ হয় । উপ-চিকীর্ষা-রক্তি স্থানপরতার বল অতিক্রম করিয়া উঠিলে, অপরাধীকে নিরপরাধবৎ নিষ্কৃতি দিয়া বিচারহলে অবিচার করিতে প্ররক্তি হয় । অতএব, যখন অন্যান্য সমুদায় মনোরক্তিকে যথোচিত দমন করা উচিত, তখন কেবল অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে এ নিয়মের হিড়িত বিবেচনা করা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে । পরমেশ্বর আমাদের রিপু-দমন ক্রিয়াকে কর্তব্যের মধ্যে গণিত করিয়াছেন, এবং বাহ বস্ত্র সমুদায়েরও তদুপযোগিনী স্বেচ্ছা করিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন । কিন্তু আমাদের দেশীয় লোকেরা এই সমস্ত পরম শুভকর নিয়মের নিগূঢ় তাৎপর্য অবগত না থাকিতে, ক্রমাগতই তদ্বিকল্প ব্যবহার করিতেছেন ও তাহার প্রতিকলঙ্ঘন যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিয়া আসিতেছেন । পরিবার-প্রতি-পালনের উপায় ধার্য না করিয়া যে বিবাহ করা উচিত

২৮ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

নাহে, ইহা এতদেন্দ্রীয় লোকের অন্তঃকরণে কন্দিব্ কালে উদয় হয় নাই। কেহ কেহ বহু জীব পাণি গ্রহণ করিয়া সংসারের দুঃখ-স্রোতঃ ও পাপ-প্রবাহ প্রবল হইবার মুখ্য কারণ হইতেছেন। এই অধিবেদন-দিবসিণী প্রথা যে পর্য্যন্ত অপকারিণী, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। এ দেশের লোক স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা অধিবেদন ও তৎপ্রযোজক কোলীনা-মর্যাদা এই উভয় রীতি প্রচলিত রাখাতে, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন কি না? এবং তদ্বারা আপনাদিগের দৈন্য দশা বৃদ্ধি করিয়া পাপানল প্রবল করিতেছেন কি না?

২। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি সমুদায়ের আধান্য স্বীকার করিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সকলকে তাহাদের বশ-বৃত্তিণী রাখিয়া, কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে অনিষ্ট-নিবারণ ও ইচ্ছা-সাধন হইয়া দুঃখ নিরুত্তি ও অর্থ-বৃদ্ধি হইতে থাকে। জগদীশ্বর আমাদের অর্জিত বিস্তৃত উর্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি অভ্যুৎকৃষ্ট ইউরোপীয় হলযন্ত্র দ্বারা তাহা কর্ষণ করি, এবং উত্তমোত্তম বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা কৃষ্যুৎপন্ন জলো পরিধেয় ও অপরাপর ব্যবহার্য বস্তু প্রস্তুত করি, তবে প্রতিদিবস অল্প ক্ষণ পরিশ্রম করিলেই, প্রয়োজনোপ-যোগী সমুদায় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। লোকের যদি উপজীবিকা-নির্বাহার্থে আবশ্যক যত কর্ম করিয়া কান্নিক পরিশ্রমে নিরস্ত হয়, এবং অবশিষ্ট কাল বুদ্ধি-

ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । ২৯

হুতি ও ধর্ম প্ররতি পরিচালনায় ক্ষেপণ করে, তবে তাহাদের সর্ব প্রকারেই সুরোধোৎপত্তি হয় তাহার সন্দেহ নাই। লোকের ভরণ পোষণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সমাধানার্থ যে প্রমাণ সামগ্রী আবশ্যক, সেই প্রমাণমাত্র প্রস্তুত হইলে, তাহার উচিত মূল্য অবধারিত থাকে, সুতরাং প্রস্তুতকারকেরা স্বীয় পরিশ্রমের যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে। আমাদের বুদ্ধিহ্রতি ও ধর্মপ্ররতি সমুদায় বিহিত বিধানে চালনা করিলে, সমুদায় মনোহ্রতি পরস্পর সমঞ্জসীভূত ও স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকিয়া যেরূপ আনন্দ উদ্ভাবন করে, সেরূপ আনন্দ আর কিছুতেই হয় না। যে দেশের সর্ব সাধারণ লোক উল্লিখিতরূপ আচরণ করিয়া কাল-হরণ করিতে পারে, সে দেশে জ্ঞান ও ধর্মের প্রাভুর্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহার সন্দেহ নাই। ঐ সকল লোকের লজ্জানেরা, পৈতৃক ও মাতৃক গুণ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করাতো, পুঙ্খপুঙ্খবে উৎকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহারা পূর্বপুরুষদিগের অপেক্ষায় কেবল অধিক বিদ্যা উপার্জন করিতে পারে এমত নহে, তদপেক্ষায় তেজস্বিনী বুদ্ধিহ্রতি ও ধর্মপ্ররতি সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হয়, এবং তাহা জন-সমাজের কল্যাণার্থে নিয়োজন করিয়া সাংসারিক সুখ-সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়।

স্বামাদিগের দেশের বর্তমান হ্রস্বতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ সমুদায় অতিপ্রায় সম্পন্ন

৩০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

হওয়া স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপারের জ্ঞান অসম্ভাবিত বোধ হয়। এ দেশে কৃষিকার্য্য যাহাদের উপজীবিকা, তাহারা সকলেই বিদ্যা-বিহীন ইতর লোক। তাহারা কৃষি-বিদ্যায় সুশিক্ষিত নহে, সুতরাং উৎকৃষ্ট প্রণালীক্রমে কৃষিকার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হয় না।* তদ্র লোকেরা এ রূপে অবলম্বন করা অপমানের বিষয় বোধ করেন। এত-দেশে যেরূপ রীতি ক্রমে রবি-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে কৃষকদিগকে একাদিক্রমে অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিত্রাণ করিতে হয়। এনিমিত্ত যদিও তাহারা বিদ্যা ও ধর্মের অনুশীলন করণার্থে অবসর না পায়, তথাচ এত শ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে, যে তদ্বারা স্বীয় পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতে পারে। কিন্তু এ দেশের কতকগুলি ভূস্বামী এবং তাহাদের অনুচরেরা যেরূপ প্রজা-পীড়ন করিয়া অর্থাপহরণ করেন, তাহাতে প্রজাদিগের উদরায় সম্পন্ন

* বারাসত গ্রামে একটা কৃষি-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় তদ্র লোকের সম্বন্ধে কৃষি-কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। এই বিষয়ের অনুষ্ঠান অত্যন্ত শুভ-সূচক। এবং যাহারা ইহার সূত্রপাত করিয়াছেন তাহারা বিজ্ঞিষ্টরূপ প্রতিষ্ঠাতাজন। স্থানে স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপিত না হইলে, এ দেশের জীবন্নি হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে।

এই পুস্তক প্রথম বার মুদ্রিত হইবার পর, কলিকাতার একটি উচ্চাঙ্গ শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের সূত্রপাত এতদেশের অশেষ কল্যাণের সূত্রপাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ইওয়া হুসাধ্য। প্রজারাও জ্ঞানবান ও ক্ষমতাবান নহে, স্মরণ্য এই বিষয়ের প্রতীকার চেষ্টা করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান-বল ও ধর্ম-বলই প্রধান বল; যাহারা পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদিগকে অবশ্যই ক্রেশ ভোগ করিতে হইবে। আর ঐ সকল নিষ্ঠুর-স্বভাব দুর্দান্ত ভূস্বামীও অবিহিত আচরণ দ্বারা আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রকৃতি সমুদায়কে অত্যন্ত প্রবল করাতে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতেছেন। তাহাদের কুব্যবহারে প্রজাদিগের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তন্মধ্যে যাহারা কিছু ক্ষমতাপন্ন, তাহারা তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ বিশিষ্টরূপে সচেষ্টিত হয়। এই হেতু, মধ্যে মধ্যে প্রজার ও ভূস্বামীতে ঘোরতর বিবাদ-ঘটনার বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। প্রজার সহিত বিবাদ করিয়া অনেকানেক ভূস্বামীকে রাজ-দ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইয়াছে, এবং চিরজীবনের মত অপ্রকাশ থাকিয়া অশেষ ক্রেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। তাহারা প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া যত অর্থ সংগ্রহ করেন, এইরূপ মোকদ্দমাদি উপলক্ষেই যে তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিতে হয়, বরং কখন কখন ঋণজালে বদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ইহাও তাহাদের অত্যাচারের প্রতিফল বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহারা প্রজাগণের নিষ্পীড়ন করাতে, তাহাদিগের অনাদর-ভাজন হইতেছেন, তদ্বিষয়ে ও অত্যন্ত বিষয়েও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রকৃতির উপদেশ অবহেলন

করিয়া সর্বদা বিরক্তি, উৎকণ্ঠা, অপমান ও অনাক্ষয়রূপ
 প্রশেষ শাস্তি ভোগ করিতেছেন, এবং সেই হয়, উক্তরূপ
 আচরণ করণে নিবৃত্ত না হইলে, উক্ত কালে এত-
 দোষাকারও ওকতর প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন । যদি কোন
 দেশের কোন ভূস্বামী স্বয়ং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তির
 প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লোকের সহিত তদনুযায়ী
 ব্যবহার করিতে পারেন, এবং তাহার অধিকারস্থ প্রজা
 সকল জ্ঞানপন্ন ও ধর্ম-পরায়ণ হইয়া ত্রায়ানুগত
 আচরণ করিতে প্রবৃত্ত থাকে, তবে তিনি অন্তরে ও
 বাহিরে কেবল সুখের ব্যাপারই দৃষ্টি করেন তাহার সন্দেহ
 নাই । সমঞ্জসীভূত মনোবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিয়া,
 স্বীয় অধিকারস্থ জনপদ সকল অর্থাগম সুখ-ধাম দৃষ্টি
 করিয়া—জ্ঞানবান্ পুণ্যাক্ষা প্রজাদিগের প্রীতি-ভাজন
 ও সমাদর-ভাজন হইরা—বিবাদ বিসংবাদ এবং অজ্ঞান
 অধর্ম জন্মিত দুঃখ-রাশি হইতে নিম্নুক্ত থাকিয়া—
 আপনাকে পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের অনুমতি পদি-
 পালনে সমর্থ জানিয়া, তিনি যে প্রকার অনুপম সুখ
 সম্ভোগ পূর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন, এত-
 ক্ষেত্রের দুঃখীল ভূস্বামীরা তাহার স্বাদ-গ্রহেও সমর্থ
 হইবেন । ভূমণ্ডলে একরূপ অথবা তদনুরূপ দুঃখ-ব্যাপারের
 ঘটনা হওয়া এক্ষণে অসম্ভাবিত বোধ হয় বটে, কিন্তু
 যখন জগদীশ্বর আমাদের শুভাভিপ্রায়েই সমুদায় বাহ্য
 বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আত্মাদিগের শারীরিক
 ও মাদমিক প্রকৃতিতে তাহার সম্যক উপবোধিত।

বাসিনাছেন, তখন শীত্র না হইক, বাল-কিনয়ত্র
 তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া তুমুল অপরাধ
 -সামান্দ-রাসে পরিপ্ত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।
 এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে যাহারা
 প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন,
 -তাঁহাদিগের স্বদেশের দুর্বস্থা-বিমোচনার্থে লোকদিগকে
 ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন
 বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে এতদেশস্থ
 লক্ষ্যসাধারণ লোকে আপনাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-
 প্রেরিত্তি প্রাধান্য বৃদ্ধি ও অপরাধের বৃত্তি সমুদায়কে
 তাহাদের বশবর্তিনী রাখিয়া, তদনুযায়ী সাংসারিক
 শাস্ত্রের প্রচলিত করিতে প্ররত্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা
 দক্ষতা তাবে কর্তব্য।

৩।-শরীরের স্থূলতা, দীর্ঘতা, বলবত্তা ও অস্বাস্থ্য
 বিষয়ে মনুষ্যদিগের যেমন পরস্পর বিভিন্নত আছে,
 তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতি বিষয়েও সেইরূপ দৃষ্টি করা
 যায়। যখন পরমেশ্বরের ব্যক্তি বিশেষের মনোবৃত্তি-
 বিশেষ অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন, তখন সকলেরই
 এক ব্যবসায় অবলম্বন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।
 আপনার স্বাভাবিক শক্তি ও স্বদেশের অবস্থা বিবে-
 চনা করিয়া তদনুযুক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, জ্ঞান-
 সাধনোপায় কার্য-সাধন হয়, এবং আপনারও অনারাসে
 জীবিকা-নির্বাহ ও সুখ-প্রাপ্তি হয়। আমাদিগের এই
 বিবেচনা না থাকাতে, এ দেশ দারিদ্র্য রূপ দাবানলে

৩২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

১৬ হইতেছে । এ দেশের ভদ্র লোকেরা কেবল রাজকীয়
কর্ম ও লিপিকর-ব্যবসায় ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় ব্যব-
সায়কে ছেয় ও অপমান-জনক বোধ করেন, অপর
বাণিজ্যকে ইচ্ছাশক্তি বলিয়া স্থগা করেন, এবং সর্বপ্রকার
শিল্প-কর্ম্য কেবল ইতর লোকেরই কর্তব্য বলিয়া
তদ্বিষয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন । তাঁহাদের এই
কুসংস্কার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির অনুমত নহে ।
যদ্যপি লোকের সুখোৎপত্তি ও দুঃখ-নিরতির ব্যক্তি-
ক্রম ঘটে, তাহা কখনই এই সমুদায় প্রধান মনোরতির
অভিষত হইতে পারে না । অতএব, উক্ত কুসংস্কারের
অনুগত হইয়া চলিলে, দেশের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়,
এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ক্রেশ ভোগ করিতে হয় ।
এ দেশের যে অংশে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই অংশেই
এই নিয়ম লঙ্ঘনের সমুচিত প্রতিকল দৃষ্টিগোচর ।
ভদ্র লোকের মধ্যে অধিকাংশে কেবল লিপিকর-ব্যবসায়
তৎপরতাই চেষ্টা করেন । বহু লোকে এক ব্যবসায়
অনুশ্রবনার্থ সচেষ্ট হইলে, সহজেই কর্ম অপেক্ষার
সংখ্যা অধিক হইয়া উঠে, এবং তাহা হইলে
সুতরাং কতক লোককে কর্মান্তাবে নিরবসর থাকিয়া
অসহ্যভাবে কষ্ট পাইতে হয় । এ দেশের ভদ্র লোকদিগের
অবিকল এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে । তাঁহারা রাজকীয়
কার্যালয়ে, প্রধান প্রধান বণিকদিগের বাণিজ্যাগারে,
বা ভূস্বামীদিগের অধিকারে কোন কর্ম প্রাপ্তির
নিমিত্তেই অনন্যমনে চেষ্টা করেন । কেহ কেহ ক্রমা-

যাত ১০। ১২ বৎসর বিষয় কর্মের চেষ্টার পথে পথে ও ঘারে ঘারে জয়লাভ করিয়াও রুতকার্য হইতে পারেন না। তথাপি ব্যবসায়িক অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহাদের এতদ্র কত দিনে দূরীকৃত হইবে? তাঁহাদের কি বিপরীত বুদ্ধিই উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা লাস্যকে পরম-দখল বলিয়া বিবেচনা করেন, আর রুচি-কার্য, শিল্প-কার্য, বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল ব্যবসারে প্রধান প্রধান মনোহরতা চালাবার বিলম্ব উপযোগিতা আছে, এবং বাহ্য অবলম্বন করিলে, আপনার মান, সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মনের সুখে অক্লেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়, তাহা, অপকর্ম ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া হয় জ্ঞান করেন। কিন্তু তাঁহাদের ভ্রম জন্মিয়াছে বলিয়া বাহ্য বিষয়ের অন্যথাভাবে ও পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রণালীর ব্যতিক্রম হইতে পারে না। অতএব, তাঁহারা বিদ্যা-বিপের অমতিপ্রেম কার্য করাতে বৎসরোনাতি শান্তি ভোগ করিতেছেন। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথা-চরণ ও লোকের স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রতিরোধ করা কখনই কর্তব্য নহে, তথাচ পূর্বে বর্ণিত এক এক বর্গের এক এক প্রকার হুতি নিরূপিত ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ বাজনাদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ও রাজকার্য, বৈশ্যের বাণিজ্যাদি, বৈশ্যের চিকিৎসা, কার্ণবের নিপিকরতা, ও অন্যান্য লোকের অন্যান্য হুতি নির্ধারিত ছিল, তখন এতাদৃশ হুঃসহ ক্রেশ সটনার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু

৩৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল।

এক্ষণে লোকগণ বৈছেদিত তত্ত্ব লোক ও বণিক তত্ত্ববাসীদি ইত্যর লোক সকলের লিপিবদ্ধ হইবার জন্য বাণে। শূর্বে যাহা কেবল কথামাত্রের রুতি ছিল, এক্ষণে সকল বর্ণেই সেই রুতি অবলম্বন করিতেছে। যে সময়ে এক জন মাত্রের উদয়-পূর্তি হওয়া সম্ভব, তাহাতে দশ জনের ক্ষুধা-নিরুত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? একারণ, তত্ত্ব লোকের পরিবার প্রতিপালন ও মান সম্মান রক্ষা করা হুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ব লোকেরা শিল্পকর্ম করিতে চাহেন না, অথচ ইত্যর লোকে তত্ত্ব লোকের রুতি অবলম্বন করিতেছে, এ প্রযুক্ত শিল্পকর্ম অপেক্ষা শিল্পী লোকের সংখ্যা অল্প হওয়াতে, অক্রেমে লোক-মাত্রা নির্বাহ হইবারও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এই রূপে এতদেশীয় লোকের হুঃখানল দিন দিন প্রভুজিত হইতেছে। কি রূপে কত কালে সে অগ্নি নির্বাহ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে পরসেবর-প্রসাদে চুঃখের একশেষ ফলনে সুখের প্রারম্ভ হয়, এই আশায় নির্ভর করিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়, কখন না কখন আমাদের হুঃখ-রাশি হ্রীকৃত হইবে। হুঃখ-ভোগই সুখ-চেষ্টার প্রবর্তক হইবে ও বিদ্যা-প্রচার দ্বারা লোকের কুসংস্কার সকল বিনষ্ট হইয়া একগণকার অপেক্ষার উৎকৃষ্টতর আচার ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবে। কিন্তু এ দেশের লোক যে কত কালে এই সমস্ত বখাব্দ ভয়ে জামির করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা এক্ষণে অনুমানও উপস্থিত হয় না।

৪।—ধর্ম-বিষয়ক বিবরণ লভন করিলে যে ক' প্রকার সাংসারিক অসুখের হইয়া যায় ১৭৩৪ শকের বাগিজ-এটিত বিপত্তি তাহার উল্লেখ দৃষ্টান্ত-স্থল। ইউনিয়ন ব্যাংকের অসমত্ব ঘটনাই যে তাহার উল্লেখ কারণ ও ব্যাংকের অধ্যক্ষদিগের সান্ত্বিত্য স্বার্থপরতায় যে এই অসমত্ব-ঘটনার অধিতীয় হেতু ইহা অপর কাহারও মুখে নাই বিদিত আছে। প্রধান প্রধান বাগিজাগারের যে সকল অংশী ব্যাংকের অধ্যক্ষতাপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহাবাই তাহার সন্মানশ করেন। তাহার সাধারণের ধন লব্ধবাক্য ও তদ্বিষয়ক সকল চিন্তনার্থে যে কমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপন আপন লোভানলে অতীতি দূরার্থেই তাহা নিঃসংশয় করেন।

কলিকাতায় ইংরেজ বণিকেরা বৈরত ব্যবসার অবনয়ন করেন ও বৈরত ব্যবসায়ীদিগের কাল হরণ করেন, এতি প্রবল বিরুদ্ধ প্রবর্তি সমুদায় তাহার প্রযুক্ত তাহার সম্বন্ধ নাই। তাহার অত্যাশী মূলধন লুপ্ততা কার্যকরত্ব করেন, অধ্যক্ষের অকৃতকার্য মনুষ্য-দিগের নিকট ইষ্টত্ব বিনা ক্ষতিও বিনা মূল্যে ধন ও পণ্য গ্রহণ করিয়া তাহার হুলে কলে কোমরে নিজ নিজ বাগিজ কার্য নিষ্পত্তি করিতে থাকেন ও আপনাদিগের প্রিয়-সঙ্গিন হইয়া আশেপাশে ইষ্টরোপ-ভোগ সমাদান বিষয়ে সন্তোষিত হইয়া করিয়া থাকেন। উক্ত অটোমিক, বহুমূল্য বস্তু বাস্তু শোভমান পরিচ্ছদ, বহু-লুপ্তি-বাস্তু আশ্রয় নিবাস ইত্যাদি বিষয়েই

তাঁহাদের সমুদায় অর্থ-স্বত্ব হয়, সুতরাং অধিকারই
 ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়া অসমর্থ হইয়া উঠে। এই সকল
 ইচ্ছাক্রোণীয় বস্তুকে কেবল ধর্মই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান
 করেন। ধর্মই যেরূপে সেতুরাশি হয় তা, এবং অপব্যয়
 হইলেও সন্তোষ বোধ করেন। অসন্তোষ হইলে, ইচ্ছার
 ইচ্ছাক্রমণে কোর্টের আশ্রয় লইয়া মহা জননিগঞ্জে ব্যস্ত
 করেন, এবং অসাম-বরণে অধর্ম-নিয়োধিত পুরুষরূপ
 মানিজে। পুনর্মার প্রকৃত হইয়া থাকেন। ব্যাকের
 অধ্যক্ষেরাও এই প্রেমীকে সন্তোষ। অতএব, প্রাচ্য
 হার্ম-পরবশ হইয়া অধর্ম ও অধর্ম নোভরূপ জ্ঞান-
 জ্ঞানে নিসর্জম হইলে, আশানিগণের অর্থ সাধনা অনু-
 সারে যেরূপ ব্যবসায়-সত্তর জ্ঞানপেশার বাহ্যলক্ষণ
 ব্যাপারে ব্যাপ্ত হইলেন, এবং স্বীয় ধর্মে সেরূপ সন্তো-
 দায় সম্পদ হওয়া সম্ভব দেখিয়া কথামান-ব্রত পালন
 করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের স্বীয় ব্যবসায়ই সমর্থ
 লাভের হেতু হইল। তাঁহারা স্বীয় ব্যবসায়-রূপে করিমতি
 নিষিদ্ধ ব্যাপার হইতে বাণিজ্যিকি ক্রয়-প্রদান করিতে
 নাগিলেন, একে তাহা সমাজেই হস্তান্তর করিতে সমর্থ
 হওয়াতে, অতিশয়-অসুখ। অতএব ব্যস্ত হইতে তাঁহারা
 এড়িলেন। সকলেরই এমি প্রয়োজন : অসামান্য লোক
 নিপুণত্ব করিতাৎকর। সকলেরই উদ্দেশ্য। অতএব, যিনি
 যথক জ্ঞান হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া অসাম অসামান্য জ্ঞান
 করেন, অসামান্য সকলে একত্র হইয়া তাঁহার সমর্থতা
 বিশ্ব করেন। পুরুষের জ্ঞান-বশতঃ সত্যের বিষয়ে

সরিশেষ বিবেচনা না থাকাতে, মীল প্রভৃতি করিতে বহু বার হইতে লাগিল। আনন্দে মীলের শাসনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে, তাহার মূল্য তুমি হইয়া গেলিল, কোন ব্যঙ্গের নীলে অপরিহার্য্য ব্যাঘাত হওয়াতে, বহিঃসংগত প্রভৃতি কতি হইতে লাগিল। এইরূপে বর্ষে বর্ষে মৃত কতি হয়, তাহার কেবল ব্যাঙ্গের মূল্য নাই। তাহা প্রণয় করেন। ইংল্যান্ড ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে কোটি টাকা মূলধন ছিল, তাহার প্রায় সমুদায়ই কম জন বিদ্যাত বণিকের হস্তগত হইয়া একবারেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

১৬৬৯ সালে কলিকাতা নগরে বেঙ্গলকার বাণিজ্য-বিরুদ্ধকামিনী-ঘটকা হয়, তাহার মূল কারণ বিষয়ে কলিকাতা বাহা লিখিত হইল, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যে কেবল নিকট প্রবর্তিত আদমশাই ইহকর এক মাত্র ছেড়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মজবুতের অর্থনৈতিক বিবৃতি হইয়া বুদ্ধিহিত ও ধর্ম প্রভৃতির নামের অর্থনৈতিক মূল্যের প্রতি কেবল নিকট প্রবর্তিত আনন্দোৎসাহী ব্যাঙ্কের মজবুতই এই সর্বদায়ক ঘটনা হইল। এবং এই নিবৃত্ত তাঁহাদিগকেও ধীর পাপের প্রবর্তিত মজবুত মূল্যের মজবুত ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদিগের অর্থনৈতিক মজবুত হইল, সঞ্চিত ধন কম হইল, এবং তাহা কলিকাতা নগরের কার্য বদ্ধ হইয়া, তাহার জনসমাজে প্রবর্তিত বিধ্বংস-যাতক বলিয়া প্রবর্তিত হইয়া সকলের মজবুত ও অবিবৃত্ত হইলেন। যদি তাঁহাদিগের বুদ্ধিহিত ও ধর্ম

বরা গিরাছে, এবং একটো দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাউতেছে, তাহা পাঠ করিলেই এবিধের পাঠক-বর্গের মিলন প্রতীতি জন্মিবে।

যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতার বিদ্যালয়সমূহে কতিপয় পরীক্ষায়ে গিয়া অবস্থিতি করেন, এবং তথায় বিশিষ্ট রূপে বিদ্যালোচনা করিতে বাসনা করেন, তবে তিনি সেখানে আপনাদের প্রয়োজনোপযোগী পুস্তক না পাইয়া মাত্রিশত ভাণ্ডারসমূহ হইবেন। হয় ও, তাহাদের অভিনবত বিস্ময় সুমিষ্ট হওয়া দুঃখা হেতু সে স্থান একেবারেই পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত বদ্ধবান হইবেন। যদি তত্রস্থ লোকেরা সূচাকরণ শিক্ষা পাইত, এবং তাহারা বিদ্যালয় স্বয়ংসিদ্ধ অবগত হইয়া তাহাদের অনু-শীলনার্থে উত্তমোত্তম পুস্তকালয় স্থাপন করিত, তবে বিদ্যালয়সমূহ তথায় বাস করিলে, কলিকাতাকে চরিতার্থ করিয়া মুখে কাল যাপন করিতে পারিতেন।

পর্যায়সময়ে যে উৎকর্ষিত বিদ্যা শিক্ষার উপায় নাই ইহা প্রসিদ্ধই আছে। কলিকাতার বিদ্যালয় সমুদয়েও যে প্রকার প্রণালীকমে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্পন্ন হয়, তাহাও উত্তম নহে। তাহাতেও বিস্তর দোষ আছে। সমুদয় বিদ্যালয়েও বালকদিগের অনুষ্ঠান মনোমুখি বর্ণনায় চালাত, বর্জিত, ও নিয়োজিত হয় না, এবং অল্পকালেক সর্ব লোকলিপ্সু পরম-শুভ-দায়ক অভ্যাসকর বিজ্ঞানশাস্ত্রও উপদ্রষ্ট হয় না। যদি একদেশীয় কোন স্বাক্ষিত বুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি তদ-

পোকার উৎকর্ষ রীতিক্রমে স্বীয় সম্ভ্রান্তদিগকে শিক্ষা-
কল্পে অতিবাহিত করেন, তবে রাত দিন অস্থান লোকে
তাহার ক্রম জামাপন্ন হইয়া আপন আপন পুত্রদিগে-
র প্রেরিত-একার শিক্ষা সাধনার্থ উপযোগী বিজ্ঞান-
সকল সংস্থাপন করিবেন, তত দিন তিনি তখনই
কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। বাস্তবিকও, একদে
কোন কোন ব্যক্তিকে এতদেশীয় বালকদিগের উৎকর্ষ-
রূপ শিক্ষা লাভের অনুপ্রায় দেখা করিয়া আকর্ষণ
বশিতে একা দায়, কিন্তু তাহ দের সংখ্যা অধিক নহে,
বহু লোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে এতাদৃশ বিদ্যার
কোন প্রকারই সম্পন্ন হইতে পারেন না।

এ দেশে যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে ও
যাহা লোকদিগের অশেষ-প্রকার কুসংস্কার-ভিত্তিক
কুপ্রথা বৈরূপে অনিষ্ট উপস্থাপন হইয়াছে, তাহা এত-
দেশের ইংল্যান্ড-সাম্রাজ্যীয় আদর্শ নবক ব্যক্তি-সমি-
শের সংগত নাহে। কোলীজ-মহাদেব, অঙ্গ বহন-
বিলাহ, বিধবাদিগের পুনঃ-সংস্কার-প্রতিষেধ ইত্যাদি
কৃপা দ্বারা যে প্রকার পাপানল প্রজ্বলিত ও প্রজ্বল
হুইয়া উৎপাদিত হইতেছে, তাহা প্রত্যেক দেশোত্তম,
উপাধি লোকভয়ে এই সকল কুপ্রথা-প্রতিরোধ-সাধনে
সমর্থ হইতেছেন না।

কোন কোন দেশের লোকে স্বীয় অহিংস-প্রভৃতি
শাসক-সেবনে অত্যন্ত আসক্ত হওয়াতে, আপনাদের
বিশিষ্টরূপ অনিষ্ট উপস্থাপন করিতেছে। কোন সমুদ্র-
বিদ্যুৎ

শাস্তি অদেহহিতৈষী ব্যক্তি অদেশীয় লোকে এই বিষয় বিগাহিত কব্যাবহার রহিত করিবার মানস করিলে, কোন মতেই দ্রুতকার্য হইবেন না। বরং তাঁহার স্বীয় মন্তব্যাদিগকেও এ বিষয়ে নিরস্ত রাখা সুকঠিন হইবে। তাহাও চতুর্দিকে বৃদ্ধান্ত দৃষ্টি করিয়া, হয় ত, বিলাসেই তাহার আশ্রয় হইবে। যত দিন তত্ত-দেশীয় লোকেও সেই দৃষ্টি দেশাচারকে বাধা-জনক ও দুঃখ-দায়ক বলিয়া জদয়ঙ্গম না হইবে, তত দিন তাহা রহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। * অতএব, সর্ব সাধারণ লোকে বিহিত বিধানে বিদ্যাসুশীলন পূর্বক ভৌতিক, শারীরিক ও ধর্মবিষয়ক নিয়ম শিক্ষা লাভ করিলে, কোন ক্রমেই কোন দেশের সর্বাধিক কল্যাণ হইবার উপায় নাই।

কিন্তু এক্ষণে সর্ব-দেশীয় লোকের বৈ প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়াছে ও সর্ব দেশেই ঘোরতর রীতিবস্ত্র প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরম-শুভ-দায়ক প্রতিপ্রায় সম্পদ হওয়া দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে লোকে কেবল অর্থ উপার্জন মাত্র শরীর-ধারণের প্রধান প্রয়োজন ও জীবনের মাত্র কার্য বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করে। জন-সমাজের

* ওদেশীয় যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই অসুস্থতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অসুস্থতায় প্রবৃত্ত হইয়া গিয়া থাকার বলেন না, বরং শুশ্রূষা বোধ করেন। অতএব, পরিশিষ্টে এ বিষয় বিচার করা নাইবে।

অধিক লোক কেবল ধন-লালসাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই ব্যাধি ; মানব-জন্মের সার্থক্য-সাধক প্রধান প্রধান বৃত্তিদিগকে চালনা করা যে অত্যন্ত আবশ্যিক, ইহা ভ্রমেও প্রকৃতির চিন্তা করে না। যাহারা আবকাশ ও সন্তুষ্টির থাকিতে জ্ঞানচর্চা ও ধ্যানশীলন না করে, তাহাদের অপরাধের আর পরিসীমা নাই। কিন্তু ভ্রমোপজীবী সামান্ত লোক প্রভৃতি যাহাদিগকে সমস্ত দিবসে শারীরিক পরিভ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহাদের যথানিয়মে বিদ্যালোচনা করিবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদিগকে সমস্ত দিবস কার্যক্ৰেপণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার্থে কিছুমাত্র অবসর থাকে না, এবং ১০।১২ ঘণ্টা শারীরিক পরিভ্রমের পরে বুদ্ধিবৃত্তি-চালনারাও সামান্য থাকে না। যে সকল ব্যবসায়ী লোকে প্রাতঃকালারম্ভ সাংসকাল-ব্যবসায়ি ৯।১০ ঘণ্টা পর্যন্ত বিষয়-ল্যাপারে ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের জ্ঞানাত্মশীলনের অবকাশ ই বা কোথায়? যোগ্যতাই না কোথায়? কলভঃ প্রচলিত সাংসারিক নিয়ম পরিবর্তন করিয়া শারীরিক পরিভ্রমের হ্রাস না করিলে, অপর সাধারণ সকল লোকের যথোচিত বিদ্যা শিক্ষার সূর্য হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সমুদায় অভিপ্রায় পাঠ করিয়া কেহ যেন এরূপ বোধ না করেন যে কিছুমাত্র শারীরিক পরিভ্রমের আবশ্যকতা নাই প্রত্যুত, তাহা অত্যন্ত উপকারী ও নিত্যকর্তব্য। শরীর চালনা

কিন্তু, শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ, দেহের সমুদায় অঙ্গ-
চিহ্ন সজ্জিত ও অতিশয় সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর হওয়া
কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য মাত্রের উদ্দেশ্যে অঙ্গ চালনা
করা অপেক্ষায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনার্থে পরিগ্রহ
করিলে, শরীরের অধিক সুস্থতাও মনে হইবে। অতীত
কালেও উহা অসম্ভবীকৃত কাল পরিমিত পরিগ্রহ করা
স্বাভাবিক ও সকলের পক্ষেই বিবেকীয়। প্রথম
মাত্রকে অতিক্রম জ্ঞান করা। সুস্থতার ক্ষয়, কেবল
তাহার অতিশয়ই অপকারক ও বিষমীকর। দীর্ঘকাল
ব্যাপিয়া নিরম্যাতীত প্রগতিরূপ পরিগ্রহ করিলে,
বীৰ্য্যক্ষয় ও ক্রোধানুভব হইয়া কুস্থিরতা ও অধঃপ্রতি
চালনার অপোরাগ হইতে হয়।

পরমেশ্বর মহাবাদ্যকে যে সকল প্রধান বিষয়ে অধি-
কারী করিয়াছেন, তৎসম্পাদনার্থে সচেতিত থাকাই
উচ্চাদের প্রধান কর্তব্য। তবে শরীর-রক্ষা করিতে
কোনই অঙ্গ, বস্ত্র ও বাসনাদি আবশ্যকীয় প্রযুক্ত
উচ্চাদেরই সমুদয় বস্ত্র আহরণ ও প্রস্তুত করণের
উপযোগী বুদ্ধি, বল ও শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন।
এই সকল নিকট কর্তব্য সম্পাদনার্থে ক্রমশঃ শিষ্টা
ও বাসনাদি যথাসারে বিযুক্ত হওয়া নিষিদ্ধ।
কিন্তু নিকট বিধি সাধনার্থে উৎকর্ষ বিধানে অবহেলা
করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়। সর্বদেশীয় ধর্মীদিগে-
রই বাসনা এই যে, আপনারা স্বর্গভোগ্য হইয়া থাকিয়া
পরম পথে কাল যাপন করেন, আর অন্য লোকে কেবল

৪৬ ধর্ম-বিষয়ক-নিয়ম-লঙ্ঘনের কল ।

তাইহাদের ইচ্ছা-সেবা-সাধনার্থে নিযুক্ত থাকিয়া কষ্ট-
কষ্টে দিনপাত করে । কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা যোড়ার
জ্ঞান ও সত্যিয়ার স্বার্থপরতার কার্য । যাহারা
পরমেশ্বরের নিয়ম অস্বীকার করিয়াছেন ও তদর্থে
মানব-প্রকৃতির বিপরীত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন,
তাহারা উক্ত যুক্তি কোন যুক্তিই সম্মত হইতে পারেন না ।
কোন দেশের কোন-জাতীয় লোককে কেবল কাহিনী শ্রবণ
করিয়া আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত জন গ্রহণ করে নাই ।
পরমেশ্বর ধর্মী যথাবর্তী নিয়ম সকল-জাতীয় লোককেই
বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং
সমুদায়ই যে সর্বাঙ্গশেখা প্রধান বৃত্তি তাহাও সকলের
হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিরাছেন । ধর্মহীন জাতের লোকদিগের
ঐ সকল বৃত্তি যে কিভাবে থাকে, ইহা কখনই সর্ব-
লোক-পালক পরমেশ্বর পারমেশ্বরের অভিপ্রেত
নহে । যদি তাহারা সত্য-বাক্য পুরুদিগের দ্বারা কেবল
গলদুর্ঘটকসমূহের কারিক শ্রবণ করিবার নিমিত্তই
হইত, তবে তিনি তাহাদিগকে ঐ সমুদায় ধর্মীয়নী-
মনোবৃত্তি কল্যাণ প্রদান করিতেন না । সত্যএক সর্ব-
সাধারণেরই স্ব স্ব জীবিকা নির্বাহ করিয়া প্রতিটি
কিছু কিছু সময় জ্ঞান ও ধর্মচর্চার ক্ষেত্র করা কর্তব্য ।
সামান্য লোকদিগের এরূপ ব্যবহার করা বাহ্যতে সুগম
ও সুস্বাদু হয়, ধর্মী ও জ্ঞানীদিগের তদর্থে চেষ্টা করি
এবং রাজা ও রাজপুরুষদিগের তদনুকূল নিয়ম সমুদায়
সংস্থাপন করা সর্বতোভাবে বিধে ।

একশ্রেণী কর্মোপলব্ধি-লোকদিগকে দিবসের অধিক ভাগ বিষয়-কার্যে নিযুক্ত রাখিতে হয় বলিয়া এপকার ব্যবস্থারূপকরা উচিত নহে, যে দিন কালই বহুসংখ্যককে একত্র করীতি-পাশে বস্তু থাকিতে হইবে। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালেই এ আশঙ্কার সম্ভাবনা নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। বীজদিগের জ্ঞানস্বীকৃতিতে অমুরাগ ও উৎসাহ আছে। তাঁহারা একশ্রেণী-অন্যশ্রেণী উপায় ও ব্যবস্থার করিয়া করেন। একশ্রেণী-বীজদিগকে ক্রান্তির প্রগতি পরিচয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, তাহাদের চিকিৎসা ও ধর্মপ্রভৃতি পরিচালনার্থে অবকাশ পাওয়া হয় বটে; কিন্তু ইহারীতি বিজ্ঞানপুত্রের, বিদ্যাব্যবসায় শিক্ষাবিজ্ঞান কেবল উন্নতি হইয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়া শোচনীয় হয়। উক্ত কালে কন্যা-জাতি, কারিক্রমের লাভন হইয়া, অল্প কালে সংসার-নির্বাহের উপযোগী সমুদায় কার্য সম্পন্ন হইতে পারিলে। পরমেশ্বর সমুদায়কে বহুশ্রেণী-পদ্ধতি প্রদান করিয়াছেন, তিনি অনর্থক তাহা বিয়োজন না করাতাই, অপেক্ষাকৃত ভোগ করিতেছেন। ইংলওলি যে বস্তু দেখে শিক্ষাবিজ্ঞান-নির্দেশক উপায়-পদ্ধতি বাল্যাবস্থায় শিক্ষা-মিত্র হইয়াছে, তথাকার ফলোত্তী-লোকেরা দ্বারা স্বাবকাশ লাভের চেষ্টা না করিয়া কেবল অপব্যয় ও অর্থ উপার্জনই পন্থা দেখেন। তাহাদের সত্যপ্রিয়তা-বুদ্ধি-বুদ্ধি ও ধর্মপ্রভৃতি সমুদায়কে পরিত্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা সন্দেহ নাই।

করিয়া অবশিষ্ট কাল জ. ন. ও ধর্ম-চর্চা ৭ কেপণ করিতে পারে ও তদ্বারা সর্বশ্রেণীর লোকেই সমানরূপ অর্থ স্বাধীনতা সম্বোধন অধিকারী হইতে পারে, সেইরূপ সাম্প্রদায়িক নিয়ম প্রচলিত করাই আবশ্যক। লোকে যদি মনোযোগ মনোযোগ পূর্বক মানব-প্রকৃতি বিষয়ে বিশ্লিষ্ট হইয়া ও বিশ্ব-কল্যাণের পর্যালোচনা পূর্বক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত আনন্দিক নিয়ম সমুদায় নিরূপণ করিয়া, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্ররম্ব হয়, তবে মর্ত্য লোকের অবশ্যই সাদারণ জীবিক ও সুখোন্নতি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এক পুরুষ বা দুই পুরুষই যে এই মনোরম মনোবথ পূর্ণ হইবে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। মনুষ্যের যে প্রকার প্রকৃতি ও বাহ্য অঙ্গ অঙ্গ তাঁহার অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া আনিয়াছে, তাহাতে এরূপ আশু উন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবিত নহে। এই সকল ৭ রম শুভকার সঙ্কল্প প্রবর্ত হইতে কত শতাব্দী গত হইবে তাহার নিশ্চয় কি? কিন্তু যখন ঐ সমস্ত শুভদায়ক অতিপ্রায় আমাদের প্রকৃতি-মূলক, সুতরাং পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত অর্থতা নিয়মের অনুগত, তখন কোন না কোন কালে যে এই শুভদায় সম্পন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

যেমন জনসনাজ্ঞান নাই সাদারণ লোকের মুখতা, সুপণ্ডিত সদাশয় ব্যক্তিদিগের শুভাতিপ্রায় সম্পন্ন হইবার প্রধান প্রতিলব্ধক, অর্থ ও বংশ-ধর্মাদার অতি-প্রায় গৌরব ও তাঁহাদের সমুচিত সমাদর লাভ ও লোকের

৫০ ধর্ম-বিষয়ক নিবরণ-লঙ্ঘনের ফল।

ঈহিক সম্পাদনেব সেইরূপ প্রতিকূল। ধনদ্বারা মান সম্বন্ধ উপার্জনের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত থাকিতে, তাহার সংসারের সার বস্তু বিবেচনা করিয়া, লোকে লেশোপ-রূপ ক্রেশ স্বীকার পূর্বক প্রাণপণে অর্থগণনা করে। এইরূপে এবং ধর্মাদর্শ বিচার পরিহার পূর্বক ধন-কাম-মুখ্য সম্ভ্রান্ত বিবরী লোকদিগের চরিত্রকে অর্থ-বিষয়ক দোষ করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে বাহ্য পরিচ্ছদ, উত্তম বেশ ভূষা, বাহ্য আড়ম্বর, উচ্চাঙ্গ-বিষয়ক কলকর্ষ, মিথ্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপে বহুতর ব্যয় ইত্যাকার সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারিলেই এ দেশে যথেষ্ট সুখাতি ও বিশিষ্ট সমাদর লাভ করিয়া যায়। বাহ্য প্রচুর সম্পত্তি আছে, সে অতিশয় অসচ্চরিত্র হইলেও, লোকে তাহাকে অনামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে, এবং যে ধনবান ব্যক্তি উল্লিখিত প্রকারে অশ্লীল অর্থ ব্যয় করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন, তাহার যশোগান চতুর্দিক্ হইতে প্রবৃত্ত হইতে থাকে। তিনি ধনসংগ্রহার্থে চৌর্য্য, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নানাপ্রকার বিঘ্ন বিগর্হিত কর্ম করিলেও কদাচ অপবাদিত ও অবমানিত হন না। নিধন লোকে অত্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন ও পরম পার্থক্য হইলেও, তিনি ধনী ব্যক্তির অনামান্য মানের দশাংশের একাংশও প্রাপ্ত হয় না। তিনি বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা মনের মালিন্য গোপন করিয়া রাখেন, এবং লোকেও অন্তরের পবিত্র বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া বাহ্য শোভারই পূজা করে।

ধন্য লোকদিগের চরিত্র অতিশয় দুষ্কৃত হইলেও, লোকে তাহাদের বিরূপ প্রকাশ করে না, বরং তদুদ্দেশ্যে আপনাতাপ্ত সেইরূপ বলিতে আরম্ভ করে । এ দৃশ্য সকল দেশেই বৈশিষ্ট্যের সমান অর্থাৎ প্রায়ই একইরূপ আচরণ করা কদাপি উচিত নহে যে, বিশেষ বিশেষ দেশে তাহা পুঙ্খনীর কথিতা স্বীকৃতি করিয়াছেন । তাহাদের ধন্যত্বের কারণে, তখন তদনুযায়ী তাহাদের ব্যবহার প্রচলিত হয় । অত্যাচারী জাতীয়দের জিনিসপত্র নিকৃষ্ট রূপে সমুদায় প্রবণ থাকে, তদনুযায়ী তখন নিকৃষ্ট-স্বভাব লোক-সমূহ বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণই প্রাধান্য লাভ প্রাপ্ত হয়, এবং বোকা করি, তৎকাল-সুলভ সমগ্রিক লোক-ভ্রমণে করিতে সমর্থ হয় । ভারতীয়-মহাসাগর-প্রান্ত-বিশিষ্ট-বিশেষের লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সমস্ত বস্তু-বিশিষ্টা নিজ গৃহে সত নর-কপাল সংগ্রহ করিতে পারে, সে তদদেশীয় লোকের নিকট তত সমাজের প্রাপ্ত হয় । বার্মাও, সেনেগাল, মলুক প্রভৃতি নানান-দ্বীপ-নিবাসী হারকোর-নামক লোকদিগের মধ্যে এইপ্রকার প্রথা প্রচলিত আছে যে, নরহত্যা করিয়া তদীয় কপাল প্রদান করিতে না পারিলে, বিবাহ হয় না । এক্ষণে সাহসী-জাত্য জাতি বলিয়া বিখ্যাত আছেন, তাহাদের বুদ্ধিরূপে বস্তুপ্রতি সমুদায়ের বিস্তার উন্নতি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের ঐ সকল প্রধান রূপে কদাপি নিকৃষ্ট রূপদিগকে আরম্ভ করিতে পারে নাই । তাহাদের অর্জনসমূহাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রকৃতি

অতিশয় বলবতী থাকাতে, ধর্মই সর্বাপেক্ষার স্পৃহণীয় ও আদরণীয় বস্তুর জ্ঞান আছে। ইংরেজদিগের যুক্ত-প্ররুতিও কার্যবশতঃ ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য এ বিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। কিন্তু যমুন্দের পাশ্বে জ্ঞান-রত্ব প্রধান রত্ন, এবং ধর্মও পরম পদার্থ সকল অপেক্ষায় পূজনীয়। অতএব, যৎপরিমাণে মানববর্গের বুদ্ধি ও ধর্ম-প্ররুতি সমুদায় উন্নত হইয়া নিরুদ্বৈত প্ররুতিদিগকে যত্ববিশিষ্ট করিবে, তৎপরিমাণে ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্মের সমুদয় বৃদ্ধি হইয়া পরমেশ্বরের পরম শুভকর অভিপ্রায় সমুদায় সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

পরমেশ্বর জ্ঞানানের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে অপরাপর নমুনার মতো বৃত্তি অপেক্ষায় প্রধান করিয়াছেন ও তাহা যত সম্ভব তাহাদের সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া বৃত্তি করিয়াছেন। অতএব, ভূমণ্ডলে যে ব্যক্তির এই নমুনা মতো বৃত্তি সর্বাপেক্ষা বলবতী, তাহাকেই সমাজের প্রধান করিয়া প্রধান পদ প্রদান করা কর্তব্য, এবং লোকের জ্ঞান ও ধর্মের ভারতম্যানুসারে যত্ন, যত্নবান, যত্নবানতারিতর ভারতম্যানুসারে নরসৌভাগ্যে বিনয়। এ একরূপে গণাংগ অনুসারে লোক-প্রেরণ হইয়া যিহা তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রায় এবং এই একরূপে যত্নবান বিবেচনা করিলেই, এ বিষয়ে তাঁহার যত্নবান কার্য করা হয়। ফলতঃ যখন সকল গণবিষয়ে যমুনা-জাতির অভাব-মিছ অনুরাগ আছে, তখন জনসমাজের এইরূপ ব্যবস্থাই সংস্থাপিত হইয়া

সম্ভব ; কেবল লোকের নিরুক্ত প্রকৃতির প্রাবল্য এই পরম রমণীয় মনোরম স্মিত্তিক হইবার প্রতিকূল হইয়াছে ।

ধন-মর্যাদার কাহ্ন ধন-মর্যাদাও ন্যায়-বিষয়ক এ অনিচ্ছা-স্বরক ! যদি ধন-মর্যাদা-স্বর কোন ব্যক্তি অত্যন্ত ধন-মর্যাদা-স্বর ধন-মর্যাদা-স্বর যদি যোগ্যতর মুখ ও আভ্যন্তর অর্থাৎ তনু, বস্ত্র-পুত্র যদি সর্বপ্রকার সুক্ষ্ম-বস্ত্র আদিত হন, এবং রাজকুমার যদি শিশু-বয়সে অসদাচরণেই নিগত নিবৃত্ত থাকেন, তথাপি ধন-মর্যাদা-স্বর সম্মুখ-সম্পূর্ণরূপ মান্য ও আদরীয় বলিয়া মনে হন । হীন বর্ণ অকুলীন ধনহীনদিগকে তাঁহাদিগের অবস্থাই পূজা করিতে হয় । যখন জগদীশ্বর জগদীশ্বর লোকানুরাগ-প্রিয়তা-রুতি প্রদান করিয়াছেন, তখন সংকর্মানুষ্ঠান পূর্বক লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করা অন্যায় নহে, এবং যখন ভক্তি-রুতি প্রদান করিয়াছেন, তখন উপযুক্ত গুণবান্ পাঠকে সমাদর করা তাঁহাদের অন্তিপ্রাপ্ত নহে, প্রত্যুত, সদসদ্বিবচনা পূর্বক যথার্থ ধোয়া-ধোয়া ভক্তি নিয়োজন করা তাঁহাদের অভিপ্রেত, তাঁহাদের সন্দেহ নাই । মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত কুল-মর্যাদানুসারে অশেষ-দোষাকর গুণ-শূন্য ব্যক্তির। যে শান্ত-অভাব গুণ-সম্পন্ন মনুষ্যগণ কর্তৃক নমস্কৃত ও পূজিত হয়, এবং তাঁহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের উপর প্রভু ও কর্তৃক করে, ইহা কদাপি পরম-ন্যায়বান্ বিশ্ব-নিয়ন্তার অভীষ্ট নহে । পরমেশ্বর-

৫৪ ধর্ম-বিষয়ক নিষেধ-লজ্জনের কল।

এদন্ত প্রধান প্রধান প্রকৃত গুণ সমুদায়ই ভক্তির
উৎস; লোক-কলিত বংশ-মর্যাদা কদাপি তাহার
বিষয় নহে।

জৈরূপ অবিহিত আচরণ পরমেশ্বরের নিয়মানুগত
নহে, অতএব তদান্য নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে।
লোকের বাস্যকাল্যার্থে অকিঞ্চিৎকর কুল, মান, উপাধি
এই সমুদায়েরই সমাদর করিতে শিক্ষা করে; যাহাতে
ব্যবার্থ পরীক্ষা ও ব্যবার্থ শ্রেষ্ঠতা লব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে
কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। অনেকে কুলীন বা ধর্মী
লোকের সহিত সম্পর্ক করিবার নিমিত্তে তত্তৎশোভন,
বুদ্ধি-হীন, রিগু-প্রধান, নিরুচ্চ পাত্রেব লিখিত আগনার
বহু-গুণবতী উৎকৃষ্ট কন্যার বিবাহ দিয়া স্বকীয়
কিঞ্চিৎ বংশের অপকৃষ্টতা সম্বাদন করেন। অপকৃষ্ট
পাত্রেব উরসে সেই কন্যার যত সম্ভান উৎপন্ন হয়,
তাহারা ধর্ম ও বুদ্ধি শক্তি বিষয়ে অবশ্যই হীন হয়,
তাহার সংশয় নাই। অকুলীন ধন-হীন লোকেরা যদি
কোন ক্রমে কিছু অর্থ উপার্জন করিতে পারে, তবে
তাহা স্বীয় পরিবারের ও জনসমাজের উন্নতি সাধনার্থে
ব্যয় না করিয়া কুলক্রিয়া করণার্থে সমর্পণ করে। তাহার
এক কুল-সম্পর্ক করিতে পারিলে, অত্যন্ত অভিমানী
ও ঘটে। ভলাঘী হইয়া তদ্বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী হয়,
এবং পুনঃপুনঃ কুল-কর্ম করিয়া কুল-মর্যাদা রূপ স্বত্ব-
বিশেষ ভুরি ভুরি অর্থ নিক্ষেপ করিতে থাকে। এ দেশের
লোকের ইচ্ছারূপেও বংশ-মর্যাদার বিশেষ আদর

আছে। তজ্জাত্য মান্য-বংশোদ্ভব ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আপনাদিগকে অপ্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞান করিয়া চলেন, এবং অত্যাশ্র লোকে স্বকীয় কুলের উন্নতি-সাধনার্থে তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক করিবার নিমিত্ত উক্তরূপ ব্যয় করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে সন-সংস্থাপিত কোলীনা-প্রথা দ্বারা যে সমস্ত মহানিষ্ঠ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্রাট-বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের গুণাগুণ বিবেচনার প্রধান থাকিলে, বংশ-মর্যাদারূপ বিষয় রূক যেরূপ ফল কলিত হয়, এতদ্ব্যতীত অজানাত্ত কুলীন ও ধনীদিগের চরিত্র তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। যে দেশে এইরূপ কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তজ্জাত্য তদুদর্শী সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও তাহা অতিক্রম করিয়া চলা সহজ ব্যাপার নহে।

অদ্যই যে বংশ-পরম্পরাগত মান ও উপাধি সমুদায় এক কালে রহিত হইয়া যায়, ইহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যখন মনুষ্য-সাধারণে উচিতমত শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞান ও ধর্মের সম্পূর্ণ মর্যাদা অবগত হইবে, এবং তৎসম্বন্ধে এই প্রস্তাবোক্ত অভিপ্রায় সমুদায় অতি মথার্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তখন আপনা হইতেই এই পূর্ব-স্বপ্নীয় মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু এক্ষণে ইহা আশীর্বাদে বক্তব্য বটে যে, ধনবান্ সম্রাট লোকে জনসমাজে বিশিষ্টরূপ গণ্য ও মান্য হইয়াও যে তদুপ-যুক্ত গুণ-সমূহ ধারণ করেন না, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। উক্ত পদের উপযুক্ত না হইয়া

৫৩ ধর্ম-ব্যবস্থা-বিষয়-লিপ্যেনের কথা ।

তাহাতে অধর্য্য কিলে, হস্তাঙ্গাদ ইহতে হয় ।
 বাস্তবিকও, এতদ্বারা বহু-প্রকার বিজ্ঞান-শূন্য ধর্ম
 ও কুলীন-সন্তানেবা বিজ্ঞ-ব্যক্তিদিগের উপহাস হইয়া
 ইয়াছেন । যে-কোনও জাতি এ সমুদায় যথার্থ
 জ্ঞানের চিহ্ন নহে, এবং যাহার তা-সমস্ত বিষয় প্রদর্শন
 করিয়া লোকের অসুযোগ প্রার্থনা করে, ও যে সকল
 ব্যক্তি এই সমুদায় বিজ্ঞান-নিষিদ্ধরূপ আদর্শের বোঝা
 করে এই উভয় পক্ষই অসঙ্গত বলিয়া অস্বীকার করিতে
 পারে । যদিও একগুণকার বিদ্যাবান নামে প্রসিদ্ধ হুবব
 নির্ণয়ের দ্বারা অনেক অজ্ঞাত বিষয় অপেক্ষা যাহা
 মৌলিক্য ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিষয়েই বিশিষ্টরূপ
 মনোযোগী হন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিত
 দিগের রূপ ব্যবহার ছিল না । তাঁহারা এ সমুদায়
 বিষয়কে যথার্থ বোধ করিয়া জ্ঞান ও ধর্মকে অনুব্র
 হ্ম জ্ঞান করিতেন এবং আপনাদের মধ্যে যাহারা
 মুক্ত মনে প্রেত, তাঁহাদিগকেই যথার্থ প্রেত ও পূজনীয়
 বলিয়া বিবেচনা করিতেন ।

কিন্তু আত্মদর ও লোক-সুযোগপ্রিয়তা-রূপকে যথ
 িয়ে নিরোজন না করাতে, এই বিষয় 'দোষ' হইয়া
 বস্তুতঃ উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, এই দুই রূপ
 উভয়ে চেষ্টা করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে । এই উভয়
 সমুদায় স্বাভাবিক রূপ, অতএব উহারা কোন কালে
 স্বকীয় প্রকাশ প্রকাশ করিতে বিরত হইবে না । তা
 দুই ও ধর্মপ্রভৃতির প্রবলতার ভারতম্যাদ্বারা উ

দের উপভোগ্য বিষয় পরিত্যক্ত হইতে পারে। কোন দেশের লোকে শরীরের চিত্র বিচিত্রতা, কোন স্থানের লোকে যুদ্ধ-সামর্থ্য, কোন জনপদের লোকেরা লোকাচার-মিল্ক মঙ্গাধাক্ত বিষয়ে আপনার প্রাধান্ত প্রদর্শন করিতে পারিলেই, জন-সমাজে সমুদয় লাভ বয়ে। তাহাদের আয়'দর ও লোকসংখ্যাপ্রিয়তা সম্বন্ধে সমস্ত নিরুক্ত বিষয় প্রাপ্ত হইবে, পরিত্যক্ত হয়। যৎপরিমাণে বুদ্ধিরক্তি ও ধর্মোন্নতি মার্জিত হয় তৎপরিমাণে ঐ উভয় বৃত্তি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট বিষয় লাভার্থে সচেষ্ট হয়। কালে কালে লোকে ঐ দুই প্রবৃত্তি প্ররুহিত চরিতার্থতা সাধনার্থে যে সকল অসাধ্য-সাধন কল্পে প্ররুত হইয়াছে ও প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্বসর যে সমুদায় সহস্র-জনক দুঃখ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিষয়াপন্ন হইতে হয়। ঐ দুই মনোবৃত্তিকে বিহিত-বিধানানুসারে উচিত বিষয়ে নিয়োজন করিতে পারিলে, মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিষয়ে বিস্তর উপকার দর্শে। যদি এই-প্রকার নিয়ম থাকে যে, লোকে কেবল স্বকীয় গুণানুসারে মান ও মর্যাদা প্রাপ্ত হইবে, এবং ধনাঢ্য, কুলীন বা ব্রাহ্মণ-সন্তানেরাও গণবান্ না হইলে, কোন ক্রমেই পৈতৃক মর্যাদার অধিকারী হইবে না, তবে ঐ সকল মাতৃকুলোদ্ভব ব্যক্তিকে স্বকীয় সম্রম রক্ষণার্থে জ্ঞান ও ধর্ম্যানুশীলন বিষয়ে একান্ত মনে যত্ন পাইতে হয়, এবং

৫৮ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

অপর লোকদিগেরও আপন আপন গুণানুরূপ মান ও মনঃ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম-প্রবৃত্তির উন্নতি চেষ্টায় অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে । প্রত্যুত, বংশ-পরম্পরাগত মান, মর্যাদা ও আশ্রয় প্রাপ্তির প্রথা প্রচলিত থাকিতে, মান্য লোকের মান ও সম্মান লাভ স্বকীয় গুণের উপর নির্ভর করে না, যেহেতু তাঁহাদের জ্ঞান ও ধর্মোন্নতি বিধিগত তদুপাধীন নোহোয় থাকে না । কাম্পনিক কুলীনদের অর্থাৎ কুল-মর্যাদা-বিশিষ্ট বিজ্ঞা-রহিত অদম্যাক্রান্ত পণ্ডিতরা, অপর সাধারণের বিজ্ঞা-শিক্ষা ও জীবন-সংস্কার বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ ও উৎসাহ প্রদান করেন না, বরং তদ্বিবরে প্রতিকূলতাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন । কিন্তু যাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক কুলীন-অর্থাৎ যাঁহারা অশ্বর বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট ধর্মপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বিহিত বিধানে চানিত্ব নাজিহিত ও উন্নত করেন তাঁহারা সর্ব সাধারণের জ্ঞান ও ধর্মোন্নতি এবং সুখ ও সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি বিষয়ে অকল্পিত অনুরাগ ও অবিচলিত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন । অতএব, যদি ভূমণ্ডলে অশেষ-দোষাকর কাম্পনিক কুলীনতা রহিত হইয়া কেবল পুরোক্ত প্রাকৃতিক কুলীনতাই স্থাপিত হয়, তবে তৎপদাতিমিত্র বহু-গুণ কর মহাত্মারা যেহেতু ও স্বার্থ উত্তর কারণেই আপন সাধারণ সকল লোকের জীবন ও মহোন্নতি সম্পাদিত উদ্ভূত হইবেন, কেন না তাঁহারা দেখিতে পাইবেন

অদেশস্থ লোক অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও ধর্মপরায়ণ না হইলে, তাঁহাদের সুখ, সম্মান ও অতীর্ক সাধন সম্বন্ধে এপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব, অকীর গুণানুরূপ মান, মর্যাদা ও পদ লাভের প্রথা প্রচলিত হইলে, পৃথিবী উত্তরোত্তর আনন্দ-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত ও ধর্ম-ভূষণে বিভূষিত হইবে। পরম ধর্মীর আশীর্বাদে ধর্ম-ধারণ করিতে থাকিবে তাহার সম্বন্ধে।

লোকে অদেশ-সংক্রান্ত সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, যেসকল ক্রোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে, কোন দেশের লোক সমবেত হইয়া দেশান্তরীণ লোকের উপর অত্যাচার করিলে, তাহার যেসকল প্রতিকূল ংশ প্রাপ্ত হয়, তাহা যেরূপে নিবারণ প্রযুক্ত হওয়া যাইতেছে।

যে সকল মনোবৃত্তি মনুষ্য ও ইতর জন্তু উভয়েরই আছে, কেবল স্বার্থ-সাধন যে, তাহার প্রয়োজন, এই ইতর প্রথম ভাগে তাহা প্রতিপন্ন বন্দ গিয়াছে। কিন্তু বিভিন্নজাতীর ইতর জন্তু সেই মনুষ্যের স্বার্থ-সাধিকা বৃত্তির মনুষ্যত্বী কর্তব্য পরস্পর প্রহার ও সংহার কার, সেজন্য, বিভিন্নজাতীর মনুষ্যেরাও এই সকল প্রবল প্রয়োজন বশবর্তী হইয়া চলিলে পরস্পর পশুবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, বরং তাহা যেরূপে আপনাদিগের তেজস্বিনী বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করিতে-হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও অধিক অশিক্ষিত উৎপাদন করিয়া

১০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

ধর্মকে। এ কাল পর্যন্ত কোন দেশের লোক দেশান্তরীণ লোকের প্রতি ধর্মপ্রবর্তির আদেশানুগত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। আবহমান কাল বল-বীৰ্য্য-বিশিষ্ট দুর্জয় লোকে বীণাহীন গান লোকে পূর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে পরাক্রান্ত করিয়া আসিতেছে। কোন কোন জাতি এখন পরাক্রান্ত দুর্দান্ত নিষ্ঠুর মনুষ্যদিগের অত্যাচারে এক বাহুর লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। সমুদায় অন্তঃ-দ্বন্দ্বনা হইতেই কিছু কিছু সংসার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, এই দুর্নীত হুঃখীন লোকদিগের দুর্জয়-হার ও নিশ্বেজ বলহীন লোকদিগের দুঃবস্থা দর্শনে এই নীতি শিক্ষা করা উচিত যে, কোন জাতির নিকট প্রবর্তি ও শারীরিক শক্তির নিত্যন্ত হ্রাস হওয়া ভয়ঙ্কর নহে। হিংস্রস্বভাব পশু ও মনুষ্যদিগের অত্যাচার নিরাকরণার্থে এই সমুদায় অত্যন্ত আবশ্যিক। নিকট প্রবর্তির আতিশয়া নিবারণ করা অবশ্য-কর্তব্য বটে, কিন্তু উচ্ছেদ চেষ্টা করা উচিত নহে।

পরম-মঙ্গলাকর পরামর্শের যে মনুষ্যদিগকে ধর্ম প্রবর্তি রূপে রমণীয় ভূমণে ভূষিত করিয়া প্রধামকর্ম প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তিনি জন-সাধারণের স্বজাতীয় স্বাধীনতা সমুন্নতি বিষয়ে এই সকল প্রধাম প্রবর্তি সহিত যাহ বন্ধ সমুদায়ের সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন তাই যাহাদের প্রভুত বল, এবং বুদ্ধিহতি ও দুর্নীতি

নিরুপিত প্রকৃতি থাকে, তাহারা দুর্ব্বলসঙ্গিগণের উপর অত্যাচার করিতে পারে বটে, কিন্তু এইরূপ অধর্ম্মচরণ স্বধর্ম্মোন্মত্তা-সঙ্কয়ের উৎকৃষ্ট উপায় কি না? এই দুই পন্থায় বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করা কর্তব্য।

পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে, পরিজ্ঞান ও মিতবোধিতা এই উভয়ই ধন্যগণ ও ধনসঙ্কয়ের উৎকৃষ্ট উপায়। মাতৃবৎ প্রতিপালিকা পৃথিবী অপহীণ এই দুই দানে প্রস্তুত আছেন; আমরা শারীরিক ও মানসিক পরিজ্ঞান সহকারে হস্ত প্রসারণ করিলেই, যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারি। দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ এবং দস্যু ভূলা বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা কিছু কাল দুর্ব্বলের ধন হরণ পূর্ব্বক ভোগ করিতে পারে; তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্বারা অর্থের আকরকোষে ক্রমে শূন্য হইয়া আইসে। অতঃপর অত্যাচারে সঞ্চিত ধন ক্রমাগত নষ্ট হইতে থাকিলে, লোকে ধন-সঙ্কর ক্রমে তাদৃশ বদ্বন্দ্য না হইয়া, ধনাপহারী অত্যাচারী-নিগকে প্রতিফল-প্রদানার্থেই সর্ব্বতোভাবে সচেতিত হয়।

যদি পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু আমাদের বুদ্ধি-বলি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং বিশ্ব-রাজ্য-পরি-পালনার্থে ঐ সকল শুভ বস্তুর প্রাধিক-সম্পাদনের অকুণ্ডল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তবে কোন দেশের লোক দেশান্তরীর লোকের সর্ব্ব-নাশ সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাদের উপর অত্যাচার ও বল প্রকাশ করিয়া অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করিলে, স্বাধিকার সোঁতাগা

স্বপ্ন করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। যদি কোন দেশের রাজা ও রাজপুরুষেরা লোভাসক্ত হইয়া তাঁহাদের দেশ আক্রমণ পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাদের দিগকে বুদ্ধ-নিষ্ঠার্থে সঞ্চিত ধন ব্যয় করিতে হয়, এবং অধিকতর অর্থ অতিরণার্থে অশেষ-প্রকার গম্য উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। যদি তাঁহাদের শত্রুপক্ষ প্রবল ও জয়ী হয়, তবে তাঁহাদিগের যুদ্ধে বত ক্রেশ ও যত ব্যয় হইয়াছিল, সমুদায়ই নিরর্থক যায়, এবং পরেও বহু কাল পর্যন্ত ক্রেশ ভোগ করিতে হয়। যদি তাঁহারা জয়ী হইয়া পরাজিত জাতিকে দম্পীড়ন করেন, তবে শত্রুপক্ষ দেখিতে পান, ধর্ম জলাঞ্জলি দেওয়াতে, পরিণামে পুণ্য, সচ্ছন্দতা ও শান্তি-রসেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ, নিকট প্রভৃতিদিগের যেরূপ অসম্ভাবিত প্রবলতা হইলে, পর-দেশ আক্রমণ ও পর-দেশীয় লোকের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্তি হয়, সেরূপ প্রবলতা হইলে, স্বদেশের রাজনীতি ও স্বদেশীয় রাজপুরুষদিগের চরিত্র উভয়ই অধর্ম-দোষে দূষিত হইয়া প্রজাগণের অশেষমত ক্রেশ উৎপাদন করে।

সর্ব-দেশীয় পুরাতত্ত্বেরই মধ্যে এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ এ কাল পর্যন্ত সকল জাতীয় লোকেই নিকট প্রভৃতির আদেশানুযায়ী কার্য করিয়া আসিতেছেন। অতএব, এ বিষয়ের হই এক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করা বাইতেছে।

১।—রোমকদিগের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-স্থল। তাহার। পরিশ্রমে অবহেলা করিয়া পশু-দেশ আক্রমণ ও পরজয়া সুষ্ঠু এই উভয়ই তাঁহারা স্বরূপ জান করিয়া চলিত। তবুও সম্রাটগণ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই ভোগামুক্ত ও কুসংস্কৃত ছিলেন। তাঁহারা যেমন দুঃশীলতা প্রকাশ পূর্বক লোকের উপর পাপের প্রকার উপদ্রব করিতেন, সেইরূপ, কখন কখন দুর্দান্ত ইতর লোকদিগের, কখনও বা অত্যাচারী হুত রাজাদিগের, হস্তে পতিত হইয়া যৎপাষাণাস্তি শাস্তিতোষ করিতেন। রোমকদিগের সাম্রাজ্য শাসন কালে সামান্য লোকে মুখ, নরিত, কামকামের ও আলস্য-পরবশাছিল। তাহার। অস্ত্রের ধন হরণ করিয়া উদর পরিপূরণ করিত, এবং স্বার্থানুরোধে আপন দেশ ও আপনাদিগকেও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইত। তবে যে কখন কখন রোমকদিগের দেশে ধর্ম ও শাস্তিস্বথের সঞ্চার হইত, তাহার কারণ, তৎকালে ধর্মশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা রোম-রাজ্য-রূপ হৃৎ তরঙ্গীর কর্ণধার হইতেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাশয় স্বদেশ-হিতৈবিতা, জাতিপরতা অসামান্য বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশ করিয়া স্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু রোমকের। সচরাচর ধর্ম প্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ অবহেলন করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলিত তাহার সন্দেহ নাই।

তাঁহারা ধর্ম্মানুগত সদাচরণ ও ন্যায়ানুগত পরিভ্রম

৬৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

পারিত্যাগ পূর্বক কেবল পর-প্রব্যাণ্ণহরণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে, ক্রমশঃ দুর্বল, দীর্ঘ, নিকৃৎসাহ, অবশ-চিত্ত, এবং ঐক্যবলহীন হইয়া অসমর্থ হইয়া আসিল, এবং তাহাদের দিষ্টের ব্যবহার ও অসহ্য অত্যাচার অসহমান হইয়া, চতুঃপার্শ্ববর্তী সমস্ত জাতি তাহাদিগের বিরোধী ও বিপক্ষ হইয়া উঠিল। অবশেষে, যখন তাহাদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন উদ্ভীষ্ট অসভ্য লোকসকল সংহার-মুগ্ধি ধারণ পূর্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তাহাদের সাম্রাজ্য বিনষ্ট করিল, এবং তাহাদের অসাধারণ কীর্তি লুপ্ত করিল।

২।—আমাদিগের দেশ দিপতি ইংলণ্ডীয় মোক্কে-রাও এই বিষয়ের বিশদকণ দৃষ্টান্ত-স্থল। তাহারা বহু-কালাবধি কেবল নিকৃষ্ট প্রকৃতি সমুদায়ের বশীভূত হইয়া কাৰ্য্য করিয়া আসিতেছেন। চতুর্দিক অর্জনশূন্য, অতিপ্রবল আত্মাদর, এবং ভয়ঙ্কর জিহাংসা বৃত্তি তাহাদের সকল কর্মের প্রবর্তক স্বরূপ হইয়াছে। তাহারা এই সমুদয় অনর্থকরী প্রকৃতির অনুবর্তী হইয়া তদনুযায়ী বিধান ও ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তদনুসারেই তাহারা পর দেশ অধিকার করেন, বাণিজ্য বিষয়ক অতন্ত্রতার ব্যাঘাত করেন, শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ে অনিষ্টকর নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন এবং অম্যান্য ভূরি ভরি ধর্ম-বিকদ্ধ নীতি প্রচলিত করেন। যদি ভগদীশ্বর এই বিশ্ব-রাজ্যে নিকৃষ্ট প্রকৃতির প্রাধান্য রাখিয়া বাহ্য রক্ত সমুদায়ের তদনুযায়িনী

ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । ৩৫

শাস্তি করিতেন, তবে এত দিনে ইংলণ্ডদেশ স্বাধীন-
পন মুক্ত-পন হইত। কিন্তু পাশ্চাত্য দুর্ভাগ্য হইবে, তাহা-
দের কণ্ঠ হৃদয়ে বিপরীত ফল ফলিত হইয়াছে, এবং
ভরোস্তর আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

প্রথমতঃ আমেরিকা-নিবাসীদিগের সহিত ইংলণ্ড-
নিবাসীদিগের ভুক্ত্যবস্থার এ বিবরণ এক প্রকার উদ্ভা-
সরণ। মঙ্গল সহজে প্রিটোর ন্যেব ধর্ম-বিষয়ক অঙ্গ-
চারে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ পুনঃপ্রাপ্ত পূর্বক আমে-
রিকার উত্তর খণ্ডে গিয়া বসতি করে। এক শত বৎসর
গত না হইতেই, তাহাদের সংখ্যা ৩ সামর্থ্যের এরূপ
বৃদ্ধি হইল, যে, তৎকালে তাহাদের দেশ একটি রাজ্য
রূপে পরিগণিত হইতে পারিত, এবং যদি ইংলণ্ডের
রাজা ও রাজপুত্রেরা তাহাদের সহিত মন্ত্রীর রক্ষা
করিয়া চলিতেন, তবে তদ্বারা বিস্তর আনুকূল্য হইত।
বস্তুতঃ, তৎকালে আমেরিকা ইন্দুরজদিগের শাসনাধীন-
স্থাপ হইয়াছিল, অতএব তাহাকে প্রযত্ন পূর্বক রক্ষা
কর্য নিত্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু তাহারা অবিলম্বে
সম্প্রতি সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ প্রবাহ প্রবল
করিলেন। তাহারা আমেরিকা-নিবাসীদিগের সহিত
নানাপ্রকার কুব্যবহার আরম্ভ করাতো, উত্তর পক্ষে
তুঘল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

সেই যোরতর সংগ্রামে কোন দেশের লোক পর-
শেষের ক্ররূপ নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করিয়া ক্ররূপ
ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা কর্তব্য।

৬৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

ইঙ্গরেজের উপচিকীর্ষ ও ভ্রাতৃপরতা স্বত্বের উপদেশ অবহেলন পূর্বক অর্জুনসূত্র ও আত্মদর স্বত্বকে চরিতার্থ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘন পূর্বক রাজ্য এবং ঐশ্বর্য লাভার্থে, আর আমেরিকা-বাসীরা প্রধান প্রকৃতির উপদেশানুসারে স্বকীয় স্বাধীনত্ব সংস্থাপনের নিমিত্তে, এই বিষয় বুদ্ধে প্রকৃত হন। এমন স্থলে ইঙ্গরেজদিগের জয় পরাজয় উভয়েতেই হানি-সম্ভাবনা, বরং জয় হইলে, অধিক অনিষ্ট হইত। ব্রিটেন-বাসীরা আমেরিকা-বাসীদিকে পরাজয় করিতে পারিলে, তাহাদিগকে পদে পদে অপমান করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। ইহা হইলে, আমেরিকা-বাসীদিগের নিকট প্রকৃতি সকল উত্তেজিত হইয়; ইঙ্গরেজদিগের অধিকা-চরণে পুনঃ পুনঃ প্রকৃত হইত। এরূপ দুঃখাসমীপে রাজ্য-শাসন ও প্রজা-জোহ নিবারণার্থে বহু সংখ্যক সৈন্য প্রণতরি রক্ষা করিতে হইত, এবং তাহাতে ঐ রাজ্যের সমুদায় উপায় অপেক্ষায়ও অধিক অর্থ ব্যয় হইয়া যাত। তদ্ব্যতীত, এরূপ আচরণ দ্বারা ইঙ্গরেজদিগের নিকট প্রকৃতি সকল উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকিত, এবং তাহাতে স্বদেশে যুক্তি-বহির্ভূত রাজনীতি প্রচলিত হইয়া আপনাদিগেরও অশেষ ক্লেশ উপাদান করিত। কিন্তু তাঁহাদের পরাজয় হওয়াতে, অপেক্ষাকৃত উপকার দর্শিয়াছে। আমেরিকা-বাসীরা বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন ও ধর্ম বিষয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া নিত

স্বরূপে ইংরেজদিগের অশেষপ্রকার উপকার করিতেছে। তাঁহারা তাহাদিগকে নিগ্রহ করিয়া বড় অর্থ হস্তগত করিতে পারিতেন, এক্ষণে আমেরিকার বাণিজ্য দ্বারা তাহার দশ গুণ ধন লাভ করিতেছেন। কিন্তু যখন তাঁহারা ধর্ম-বিষয়ক নিরম লঙ্ঘন করিয়া উল্লিখিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে লব্ধ্য তাহার সমুচিত প্রতিকূল ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঐ যুদ্ধে ভূমি ভূরি লোক-ক্ষয় ও রাশি রাশি ধন-স্বায় হইয়া তাহাদিগের অশেষ অনিষ্ট উপস্থিত করিয়াছে। তদবধি ইংলণ্ডীয়দিগের ইতিহাস তাহাদিগের অধর্ম ও যন্ত্রণা বর্ণনার মনিন ও কলঙ্কিত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় রাজ্য যে অতিপ্রভূত দুস্পরিশোধনীয় ঋণজালেবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের দ্বার বিকল্প যুদ্ধ-প্রবৃত্তিই তাহার এক মাত্র কারণ। ইংলণ্ডভূমি ১৬৮৮ অবধি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২৭ বৎসরের মধ্যে ৩৫ বৎসর অতি প্রবল যুদ্ধানলে দগ্ধ হয়, এবং তাহাতে ২০২০০০০০০০ দুই সহস্র ত্রয়োবিংশতি কোটি টাকা ক্রমে ক্রমে ব্যয় হইয়া যায়। তদ্ব্যতীত তদ্রূপে প্রজাদিগকে কর স্বরূপে ১১৮৯০০০০০০ একাদশ শত উননবতি কোটি প্রদান করিতে হইয়াছিল, এবং রাজপুঙ্খবেরা ৮৩৪০০০০০০০ অষ্ট শত চতুত্রিংশ কোটি ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইংরেজদিগকে সেই দুর্ভাগ্য ঋণ ভার বহন করিতে হইতেছে, এবং ত্রিভিন্ন বর্ষে বর্ষে প্রায় ত্রিশ কোটি

৩৮ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

চাফা কর স্বরূপ প্রদান করিতে হইতেছে । তাঁহাদিগের পূর্বে পুঙ্খবোঝা যে মহানর্থকর বিষয় পশ্চিমের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তদীয় সমস্ত সমস্ত বিদ্যাকে অদ্যাপি তাহার সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে । তাঁহাদের স্বক-নির্বাহ নিমিত্ত যত অর্থ নষ্ট হইতেছে, তাহার বিশেষ ভাগের এক ভাগ যদি ... প্রতি ... উদ্দেশ্যানুসারে শিক্ষা-দান, পুঙ্খ-নির্মাণ, ... দান-শালা-সংস্থাপন ইত্যাদি হিতকর কার্যে ব্যয় হইত, তবে এত দিনে ব্রিটেন-ভূমি অনুপম স্বর্ণের আশ্রয় হইয়া ... রূপ ধারণ করিত ।

আপনাদিগের লোক ক্ষয়, অর্থ-ব্যয়, ... ধর্মোন্নতি-নিবারণ, সুখ ও সভ্যতা সম্পাদনের প্রতি বদ্ধকতা, স্বজাতির প্রজাদিগের দরিদ্রতা-বর্জন ইত্যাকার বিবিধপ্রকার বিষয় ফল ইংরেজজাতির অধর্ম-রূপ বিষ-রূপে ফলিত হইয়াছে ।

ইংরেজেরা যে সকল নিকৃষ্ট প্রকৃতির বশীভূত হইয়া ... আমেরিকা-নিবাসীদিগের উপর অত্যাচার করিয়া ছিলেন, সেই সকল প্রকৃতিরই অনুবর্তী হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন । বিরলে বসিয়া এ বিষয় আলোচনা করিলে, বিশ্বয়-মাগরে নিমগ্ন হইতে হয় । আমাদের ভারতবর্ষে যাহাদের কিছুমাত্র স্বপ্ন নাই, ও অজ্ঞতা লোকদিগের সহিত যাহাদের কোন আত্মবিক সম্বন্ধ নিবদ্ধ নাই, তাহারা প্রথমে অতি নজ্র ভাবে এখানে আগমন পূর্বক, ক্রমে ক্রমে এক সীমা অধি সীমান্তর

পর্যাপ্ত সমুদার ভারতবর্ষ জাল বলে কোঁপলে হস্তগত করিয়া, শেজ্জাযুক্তাৎ একাধিপত্য করিতেছেন। প্রথমে কম্বোজ উৎকলীয় শনিক অতি দ্রুত ভাবে আগমন করিয়া সমুদ্র-তটে অবস্থিতি করিলেন, এবং তদ্বারা এমন যত্নব্রাজ্যে হস্ত পাতি করিলেন, যে তাহা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের সকল প্রান্তই গ্রাস করিয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ রাজভাণ্ডার লোপ করিয়াছে, এবং এখানকার সকল লোকে স্বাধীনত্ব স্রোত পোষ করিয়াছে।

পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহার প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, ইংরেজেরা যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রকৃতির বন্দীকৃত হইয়া ভারত-ভূমি অধিকার করিয়াছেন, সেই সমুদায়েরই অধীন হইয়া স্বদেশেরও অনেকপ্রকার অনিষ্ট-রাশি উৎপাদন করিয়া আনিতেছেন। তথাকার রাজ-নিয়ম ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার অধর্ম-দোষে দূষিত হইয়া লোকের বিস্তর ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, যে পরাধীন লোকের অধর্ম না থাকিলে, স্বাধীনত্ব নষ্ট হয় না। আপনাদিগের শারীরিক ক্ষীণতা এবং বুদ্ধি ও ধর্ম-প্রকৃতির হীনতাই তাহাদিগের এরূপ দুর্ঘটনার মূল কারণ। বোধ হয়, এক জাতির উপরে অন্য জাতির অত্যাচার করিবার ক্ষমতা এই অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হইয়া থাকিবে যে, অত্যাচারিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া আপনাদিগের পরিজ্ঞানার্থ অধিকতর বল ও বীৰ্য্য

৭০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভয় হয় কি জানি যদি ভারতবর্ষীয় লোকে পরমেশ্বরের অথবা নিয়মের সত্যকে বিকল্গাচরণ করিয়া এ পৃথিবী অধিকার বা তাহাতে বাস করিবান্ অশে গ্যাই হইত। থাকে। মানুষের শরীরিক শক্তি প্রকাশ এবং শক্তি-বিশিষ্ট উৎসাহী লোকের প্রভুত্ব লাভই ঐশ্বরিক নিয়মের প্রথম উদ্দেশ্য বোধ হয়। কিন্তু মানুষ ধর্মশীল জীব ; ধর্মের আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শক্তি নিয়োজন না করিলে, অবশ্যই ক্রেশ ভোগ করিতে হয়। অধ্যাত্মিক লোকে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে, তাহার সুখ সম্বন্ধে ভোগ করিতে পারে না।

যে মহাত্মার এতদ্বাস্তাবে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তিনি এইপ্রকার অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন যে, পাদ্রি ভাঙ্গা করি, আর এক শত বৎসর অতীত না হইলে, পরমেশ্বরের ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-প্রণালীর জ্ঞান লাভ করার গিটেনীয় লোক সাধারণের এইপ্রকার উন্নতি হইবে, এ- এই সমস্ত নিয়মের বাখ্যার্থে বিষয়ে তাহাদের প্রথম দৃঢ়তর প্রত্যয় জন্মিবে যে, রাজপুত্রদের আগমনাগমন ভারতরাজ্যাদিকার হিন্দু ও ইংরেজ উভয় প্রকারই অনিষ্ট-জনক বোধ করিয়া তাহা পূর্ণ-তায়া করিবেন, অথবা ধর্মাত্মগত হইয়া কেবল হিন্দু-দিগের উপকার উদ্দেশে উক্ত রাজ্য পালন করিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইতি পূর্বেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ ইংরেজদিগের অধিকারে

যে প্রকার লুপ্ত দেশ-গোত্রের আলয় হইয়াছে, স্বকীয় রাজাদিগের অধিকার কালে সেরূপ কখনই হয় নাই। তিব্বতের ইংরেজদিগের কথা প্রমাণে এ বিষয় অব-
স্থাপিত করিতে পারা যায় না; পরাধীন লোকদিগের
বাঁকা দ্বারা ইহা কখনও সম্ভব হইতে শুনা যায় না।
বিশেষতঃ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, আমরা হিন্দুদিগকে
পরাধীন জাতি বিবেচনা করিয়া শাসন করি, এবং
তদনুসারে তাহাদিগকে সমুদায় উচ্চ উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদ-
লাভে বঞ্চিত রাখি। যথার্থ ধ্যানানুসারে ভারতবর্ষ
শাসন করিতে হইলে, তদ্ব্যতীত লোকদিগকে পরমেশ্বরের
প্রাকৃতিক নিরূপণ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দিতে হয়,
এবং তাহারা যে রূপে বিনীত হইলে তদ্বিষয়ে প্রস্তুত
হইয়া তৎপ্রতিপালনে অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে
সেই রূপে বিনীত করিতে হয়; রাজ্যের বিচারকার্যে
তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হয়; তাহাদিগকে ও
ইংরেজদিগকে সমান পদ ও সমান ক্রমতা প্রদান
করিতে হয়; এবং যাহাতে তাহারা বুদ্ধিমান, স্বাধীন
ও ধর্মশীল হয় তাহার উপায় করিয়া দিতে হয়। যদি
কখনও আমরা তাহাদিগকে এই প্রকার সোভাগ্যশালী
করি, এবং তাহাদের প্রতি কেবল ন্যায্যানুত সদয়
ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত থাকি, তাহা হইলে, তাহারা
আমাদিগকে প্রীতি ও সমাদর করিবে, এবং তখন
আর তথায় আমাদের সৈন্ত সংস্থানের আবশ্যকতা
থাকিবে না অথচ আমরা বাণিজ্য-সম্পাদিত সমুদায়

উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিব। বদবধি ব্রিটেনীয় রাজ-পুঙ্খেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-বিষয়ক নিয়মে অবিশ্বাস করিয়া ভাবতবর্ষের বর্তমান শাসন-প্রণালী রক্ষা করিবেন, তদবধি অদেশের রাজ-নিয়মও কখন নির্দোষ হইবে না। যদবধি ঐ সমুদায় নিয়ম অধর্ম-দোষে দূষিত থাকিবে, তদবধি ব্রিটেন-ভূমির প্রচলিত ধর্ম কেবল বালুকাময় রজু-স্বরূপ হইবে, সুতরাং তদ্বারা প্রজাদিগকে ধর্ম-বন্ধনে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা নিজেস্ত নিষ্ফল হইবে। উক্ত ভূমির জনসম্প্রতি কেবল আপনায় পাশ স্বরূপ হইবে, এবং তাহার সামর্থ্যরূপ দাকগর্ভে এমন বিষম যুগ ওণ্ড থাকিবে যে, সে সকল বল অন্ন করিয়া ব্রিটেনীয় রাজ্যকে অধর্ম-পালিত বিনষ্ট রাজ্য সমুদায়ের মধ্যে গণ্য করিবে”।

একদা, বাহাতে মহাত্মা কৃষ্ণমাকের এই শেলোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন না হয়, তাহার চেষ্টা করা ইংরেজ-রাজ্যে পক্ষে সর্বভোক্তাকে কর্তব্য। ধর্মপ্রতির প্রাধান্য স্বীকার পূর্বক রাজ্য-শাসন বিষয়ে পরম-মহাত্মক পরমেশ্বরের শুভকর নিয়ম পরিপালন ব্যতিক্রমে ইহার আর উপায়ান্তর নাই।

সপ্তম অধ্যায় ।

প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ী দণ্ড-বিধানের বিবরণ ।

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যেদণ্ড আনিত ঘটনা হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে । এক্ষণে, পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে কল্প দণ্ড বিধান করেন, তাহা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বাইতেছে ।

দণ্ড শব্দ শুনিবা মাত্র মনুষ্য-দত্ত দণ্ড মনে হয়, কিন্তু মনুষ্য-দত্ত দণ্ডে ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ডে অনেক বিশেষ আছে । এক্ষণে, অনেক দেশে যেদণ্ড দণ্ড-বিধানের প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার সহিত দণ্ডিত ব্যক্তির কলহের কোন আতাবিক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না । যে রাজা যেদণ্ড দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পাবেন, এই হেতু, পূর্বাধিক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন-প্রকার রাজ-দণ্ড ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে । কিন্তু প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ী দণ্ড সেরূপ নহে । ভৌতিক, পারীক্ষিক, বা মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অভাব-সিদ্ধ স্রমিক ঘটনা হয়, তাহাই প্রাকৃতিক দণ্ড । স্বতীকর্তা স্বষ্টি-কালেই তাহা নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন ; তাহার আর প্রকারান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই ।

নিয়ম বাহিনী, সুতরাং এক জন নিয়ম ও তাঁহার কতকগুলি প্রজা থাকে। নিয়মের সংস্থাপিত নিয়ম সমুদায় ও উপলব্ধ করা প্রজাদিগের কর্তব্য। নিয়মের স্বভাব ও প্রকার ইহাতে পাঠ্য; হয়, যিনি নিয়মট প্রবর্তিত হইতে ইচ্ছা পোকার উপর উপাসন করেন নর, ধর্মপ্ররতি দ্বারা প্রবর্তিত হইবে; যিনি রাজ্য পালন করেন। যিনি নিয়ম প্রবর্তিত হইয়া চলে, কেবল স্বার্থ-সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তিনি প্রজাদিগের কল্যাণ-চিন্তায় সাদৃশ্য মনোযোগী হইন না, তাহা তাহাদিগের মঙ্গল মাত্র উদ্দেশ্য করিয়া কোন নিয়ম প্রচার করেন না।

যেহেতু যাদিক্রমে ধর্ম-বিষয়ক একচেটিয়া বাসিত্ব ইহা প্রবর্তিত হইতে আরম্ভ আছে তাহার সন্দেহ নাই, তৎকালে প্রজার অপকার ভিন্ন কিছু মাত্র উপকার নাই। তাহাদিগের নিয়ম প্রবর্তিত প্রবল না থাকিলে, প্রজা প্রজা বিকল্প নিয়ম সংস্থাপিত করিতে ও তাহা প্রচলিত রাখিতে কোন ক্রমেই প্রবর্তিত হইত। সুইজার্ল্যান্ড দেশের অভ্যুপাধী উরি প্রদেশের এক জন লোক একটা স্তম্ভের উপর আপনাতঃ উপস্থিত করিয়া প্রজাদিগকে কহিয়াছিলেন, “তোমরা আমাকে যেমন সম্মান কর, এই স্তম্ভকেও সেইরূপ করিও।” এই মনোভাব অসম্মতি তাঁহার দুর্ভাগ্যবশত কথ্য, ধর্মপ্রবর্তিত অচ্যুত নহে। প্রজাদিগের অসম্মতি ও দামত দেখিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করা ইহার এক

মাত্র প্রয়োজন। ইহাতে প্রজাদিগের কিছুমাত্র কল্যাণ নাই, কেবল লাঘব ও অপমান। প্রত্যুত, যিনি ধর্ম-প্ররতি দ্বারা প্রোত্তিত হইয়া চলেন প্রজার হিতচেষ্টা পরাভাষার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তদনুসারে তিনি প্রভুত্বের নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়া, তাহাদিগের অঙ্গ স্বতন্ত্রতা, নাশনে যত্ববান্ জন, এবং তাহাদিগের উপকার করিতে পারিলেই, পরমাপ্যাহিত হইয়া আপ-নাাকে চরিতার্থ হোয় করেন। যদি কোন রাজা এই-রূপ নিয়ম প্রচার করেন যে, আমাং রাজ্যে কেহ চুরি করিতে পারিবে না, যদি কেহ করে, তবে বদবশি-স্ত্রের ব্রহ্মহত্যার নিষিদ্ধি হইয়া চরিত্র-শোধন না-হইবে, তদবশি তাহাকে কারাবদ্ধ থাকিয়া উত্তম শিক্ষকের সমীপে ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে, সেই রাজ্যের ক্রিয়-পরতা ও উপহিকীর্ষাদি ধর্মপ্ররতি-রূপ বিলক্ষণ এবং ও নিকৃষ্ট প্ররতি সমুদায় যে তাহা-র দ্বারা বশীভূত, ইহাতে আর সংশয় থাকে না। রাজার স্বার্থলাভ এ নিয়ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্য নহে, কেবল প্রজাদিগের সুখরক্ষি ও অন্যায়াচরণ নিবারণ মাত্র ইহার প্রয়োজন। যদিও দোষী ব্যক্তিকে কষ্ট করিয়া রাখাতে ক্রেশ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় না; কারণ যদি তাহার এইরূপ দণ্ড বিধান করা যায়, এবং অন্য লোকে তাহার দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া চৌর্য্য ব্রত অবলম্বন করে, তবে ক্রমে ক্রমে হত-সর্বস্ব হইয়া মনুষ্য-কুল নিমূল হইয়া যায়।

জগন্নিশ্বর এই শোষাক্ত তৎপরাধুনারে সমুদায় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, কারণ স্বক্ৰিয়মধ্যে প্রকার কোন কার্য বা কোন কৌশল দৃষ্ট হয় না, যে তাঁহা স্বক্ৰিয়কর্তার কোন নিকৃষ্ট প্রকৃতির চরিতার্থতা-সাধনার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে। তিনি যে ঐশ্বরিক স্বার্থ-পরায়ণ শাসন কর্তার হ্রাস কেবল আত্মপরিচয়ের সাক্ষ্য ও তাৎপ্রাপ্ত প্রকাশার্থে কোন প্রসিদ্ধ স্থানে আপনায় প্রতিরূপ সংস্থাপন করিয়া লোকদিগকে তাঁহার সেনা করিতে কহিবেন, ইহার পর অসম্ভব আর কিছুই নাই। তিনি তামসদিগকে পরম-শুভকারিণী পর-হিতৈষী স্বক্ৰিয়প্রকৃতি জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহার প্রকার ব্যাপক কালক্রমেই সংঘটিত নহে। বাস্তবিক, পরমেশ্বরের আকৃতিক নিয়ম যত দূর জ্ঞান গিয়াছে, তাঁহাতেও সন্দেহ হইতেছে, তাঁহার সমুদায় নিয়ম জীবদিগের কেবল স্বার্থানুসারেই সংস্থাপিত হইয়াছে। লোকের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে তাঁহার দুঃখ রূপ কল হইবে, ইহাও পরমেশ্বরের তাহাদিগকে সতর্কপদেশ-প্রদান ও সতর্ক-প্রদর্শন করণার্থ নিয়োজন করিয়াছেন। এ কারণ প্রকৃত বটে, যে অজ্ঞাপি অনেকপ্রকার উৎপাত-ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য সুন্দর রূপে প্রতীত হয় নাই। কিন্তু স্বক্ৰিয়-ক্রিয়াবিষয়ক জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতেছে, স্বক্ৰিয়কর্তার মঙ্গলভিপ্রায়-বিষয়ক সংশয় তত দূরীভূত হইতেছে। পূর্বে যাহা অনির্ভর বোধ ছিল, এখন তাহা ইচ্ছাকৃত বলিয়া বিধান হইতেছে, এবং এখন

যাহা অশুভ-দায়ক জ্ঞান চাইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা শুভ-দায়ক বলিয়া প্রতীত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যদি নিয়ম লঙ্ঘন করিলে দোষ না হইত, তবে লোকে একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিলে, ক্রমাগত সেই নিয়মের বিকলচিত্রণ করিয়া যৎপারানান্তর শাস্তি ভোগ করত আপনাকে স্বভাবকে একবারে সিন করিয়া ফেলিত, অথবা অবিলম্বে অনাধ্য-
রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল-এ-মে পাতত হইত, কিন্তু জগদীশ্বর জগতের বেরূপ শৃঙ্খলা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে নিয়ম-লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লেশানুভব হইয়া মধ্যে মধ্যে পাপী ব্যক্তির কুপথভ্রমণ স্থগিত করিয়া রাখে। এবং কোন কোন ব্যক্তিকে পাপ-পথের মধ্যস্থান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া দর্শ-পথে ও বস্তুত করে।

ইহা সকলেরই বিদিত আছে, জন্তুই হউক আর উদ্ভিজ্জেরই হউক, শরীর নাত্রই দৃঢ় হয়। এই ভৌতিক নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, তৈল, বস্ম, চর্ম প্রভৃতি বস্তু অগ্নি-সংযুক্ত হইলে দৃঢ় হয়। এক্ষণে, দাহমান বস্তুর এই ণ্ড মনুষ্যের উপকারী কি না, তাহা বিবেচনা করা কর্তব্য। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্নি দ্বারা অন্ন পাক হয়, রাত্রিকালে, আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, শীতের সময়ে শীত নিবারণ হয়, এবং অগ্নি অনেকপ্রকার উপকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, শারীরিক বস্তু অগ্নি-সংযুক্ত হইলে যে নিয়মানুসারে দৃঢ় হয়, তাহা অশেষ-

প্রকার কল্যাণদায়ক, তাহার সম্বন্ধ নাই। রক্তের শরীর ও পশুর শরীরের স্থায় মনুষ্য-শরীরও এই নিয়মের অধীন। অগ্নি-কুণ্ডে পুড়িত হইলে, তাহাও দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, আর তদপেক্ষায় অল্পতর তেজঃ প্রাপ্ত হইলে, শিথিল ও বিকল হইতে থাকে। পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে অগ্নি-সম্ভাবিত বিব্রম বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ করিবার কি উপায় করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তিনি আমাদিগকে হৃদয়ান্বিত উত্তাপে অনুভব করিবার যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পূর্বোক্ত উপায় সম্পাদনের আব কিছু অরশিষ্ট নাই। যেপ্রমাণ উত্তাপ শরীরের পক্ষে উপকারী, তাহা স্বথকর জ্ঞান হয়; তদপেক্ষা প্রথম হইয়া কিঞ্চিৎ অপকারী হইলে, কিছু কিছু ক্রোধানুভব হয়; যখন তদপেক্ষাও প্রবল হইয়া শরীর বিকল করিতে আরম্ভ করে, তখন বিশিষ্টরূপ ক্রেশকর হইতে থাকে : যখন এমনত প্রবল হইয়া উঠে যে, তদ্বারা শরীর বিশৃঙ্খল ও বিমল হইতে আরম্ভ হয়, তখন আর বহুদূর পুরিসীমা থাকে না। এই সমুদায় ব্যাপার আপাততঃ অপকারক বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য সত্যি উহা। যে নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, বসন্ত, চর্ম্মাদি দগ্ধ হয়, তাহাও ঐ-ই-কল্যাণ-দায়ক! আমরা সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে, নানা উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কিন্তু অগ্নির আতিশয় ও অযথানিয়মে নিরোগ দ্বারা বিপৎ-সম্ভাবনা আছে বলিয়া, কল্যাণের পরমেশ্বর তাহার

নৈরাকরণার্থে স্বন্দর উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে যুক্তিবৃত্তি ও সাবধানতা প্রদত্তি দিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, আনাদের শরীরের মর্ক-স্থানে তাপানুভব শক্তি স্বরূপ প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়াছেন। আনাদের অগ্নি-সম্ভাবিত বিপদ যত বৃদ্ধি হয়, সেই প্রহরী ততই চীৎকার করিয়া সাবধান করিতে থাকে, এবং যখন এ প্রকার হুসিধাক উপস্থিত হয় যে, আনাদের মৃত্যু ঘটিতে পারে, তখন একুপ উঠে: স্বরে আনাদিগকে বিপদ-হুসিধার্থে যত্ববানু হইতে কহে যে, তাহারা আমাদের সমুদায় শারীরিক ও মানসিক শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া সেই বিপত্তির নিরাকরণ করিতে সচেতিত হয়। এ স্থলে পরম-মঙ্গল-কর পরমেশ্বরের কি অপার মঙ্গিমা ও আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। যখন আমাদিগের নিয়ম-লঙ্ঘন-জনিত দোষের ভারতম্যানুসারে উপাপানুভবের ভারতম্য হইয়া আমাদিগকে সাবধান হইতে উপদেশ করে, তখন সে উপদেশ পরমেশ্বরের মঙ্গল আজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করা কর্তব্য।

যদি কেহ এ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তাহাদিগের উপস্থিত বিপদ নিরাকরণের সামর্থ্য আছে, তাহাদিগের পক্ষে এ নিয়ম শুভদায়ক বটে, কিন্তু যে অপোগণ্ড বালক ও জ্বরাজীর্ণ রক্ত প্রভৃতির তাদৃশ সামর্থ্য নাই, তাহাদিগের উপর এ নিয়ম প্রচার করা যুক্তি-নিহিত হয় নাই। যখন তাহারা শারীরিক শক্তির অপ্পত্তা

২৪) বর্ষ-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

প্রযুক্ত। আপনাদিগের শরীর স্বাস্থ্য রাখিতে না পারিয়া কোন নিকটবর্তী অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হয়, তখন তাহাদিগকে বাইজ্বালায় স্থলিত করা দর্যাবানের কার্য্য নহে। কিন্তু এরূপ আপত্তি উপস্থিত করা অদূরদর্শিতার কার্য্য। যদি পরশেই বালক ও বৃদ্ধকে এই দাহ-বিষয়ক নিয়মের অধীন না করিতেন, তবে তাহাদিগের পক্ষে অগ্নি থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য হইত। তাহা হইলে, অগ্নি দ্বারা যে শত শত প্রকার উপকার দর্শে তাহাতে তাহাদিগকে নিতান্ত বঞ্চিত থাকিতে হইত। বিশেষতঃ যাহার শরীর যত দুর্বল, নিয়মিত উত্তাপ সেবন করা তাহার পক্ষে তত আবশ্যক। অতএব, অগ্নি বিনা জীর্ণ-কার্য্য বালক ও জীর্ণ-কার্য্য বৃদ্ধের প্রাণ ধারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করা অসাধ্য হইত। যদি কেহ বলেন, অগ্নি হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাহাদিগকে বঞ্চিত না করিয়া এরূপ নিয়ম করিলে হইত, যে তাহাদের শরীর দগ্ধ হইলেও ক্লেশানুভব হইত না। কিন্তু বিবেচনা করিলে, ইহাতেও অনিষ্ট ঘটিত কিছুমাত্র ইচ্ছাসাধ্যন হইত না। প্রথমতঃ, যে নিয়মানুসারে অল্প উষ্ণতার সুখানুভব হয়, সেই নিয়মানুসারেই অধিক উষ্ণতার ক্লেশ বোধ হয়। অতএব সে নিয়ম রহিত হইলে, কেবল দাহজন্য দুঃখানুভব নিশ্চারিত হইত এমন নহে, সুখেরও হানি হইত। দ্বিতীয়তঃ যদি গায়ে অগ্নি স্পর্শ হইলে, ক্লেশানুভব না হইত তবে তাহারা অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হইলেও

তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা পাইত না। এক্ষণে, কোন বালক অগ্নি-স্থানে পতিত হইলে, অগ্নির প্রথমে তেজঃ সহ করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা হইতে উদ্ধারার্থে সাধ্যমত চেষ্টা করে, এবং তদর্থে উচ্চৈঃ শব্দে পিতা, মাতা, জাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া থাকে। অগ্নি-স্পর্শ দ্বারা ক্লেশানুভব না হইলে, সেই বালক আপনার পরিব্রাণার্থ যত্নবান্ না হইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে অগ্নি-শস্যার বিক্রাম করিয়া থাকিত, ও তাহার সুকোমল শরীর ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া অনতিবিলম্বে ভস্মীভূত হইত। তাহার পিতা মাতা, সন্নিহিত গৃহে অবস্থিত হইলেও এই বিবক্ষিত বিপত্তি ঘটনার সংবাদ পাইতেন না। অনন্তর কাষ্ঠান্তর উপলক্ষে সেই অগ্নি-স্থানে আগমন করিয়া প্রিয়তম পুত্র বা স্নেহাস্পদ কন্যাকে রক্ষণ করিবার-খণ্ড রূপে পরিণত দেখিতেন। জগতের নিয়ম আমাদিগের মনঃ কল্পিত হইলে এ প্রকার অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু কল্যাণময় পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল। এক্ষণে, উক্তরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে, বালক আপনা হইতে ক্রন্দন করিয়া উঠে, এবং তাহা শুনিবামাত্র, তাহার পিতা, মাতা, বা জাতা ধাবমান হইয়া অতিমাত্র প্রবৃত্ত সহকারে তাহাকে রক্ষা করে। অতএব, শরীরে অগ্নি-সংযোগ হইলে যে ক্লেশানুভব হয়, পরম কাকণিক পরমেশ্বর তাহা আমাদিগের কল্যাণার্থেই বিধান করিয়াছেন। কিন্তু সে ক্লেশও তাহার নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল। যদি আমরা

৮২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

শারীরিক ও মানসিক বহু দ্বারা অগ্নি-সংক্রান্ত নিয়ম সমুদায় পালন করিতে পারি, তবে আর সে ক্রেশও প্রাপ্ত হইতে হয় না।

পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্রেশ প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহা যে তিনি আমাদের হিতার্থেই নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা শারীরিক নিয়মের বিবরণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্টপ্রতি প্রতীত হয়। কোন গুরুতর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যদি বেদনা বোধ না হইত, তবে তদ্বারা কোন কঠিন রোগের সঞ্চার হই-
 সেও আমরা জানিতে পারিতাম না, সুতরাং তাহার প্রতিকারার্থেও চেষ্টা করিতাম না, ইহা হইলে, সেই রোগ আমাদের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া আমাদেরকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করিত। অতএব, রোগোৎপত্তি হইলে যে ঘানি ও যাতনা বোধ হয়, তাহা আমাদের গুণভিত্তিকভাবেই সঙ্কলিত হইয়াছে।
 এই যাতনাকে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে উপস্থিত রোগের চিকিৎসা করা ও উত্তর কালে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে সতত সতর্ক থাকি সর্বোত্তমভাবে বিধের। হস্ত পদাদি ক্ষয় হইলে যে বেদনা-বোধ হয়, তাহাতে তিন প্রকার উপকার আছে, প্রথমতঃ, সেই অঙ্গ যে ভগ্ন হইয়াছে ইহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রতিক্রিয়া না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকা যায় না।
 তৃতীয়তঃ, চিকিৎসারস্তের পরে যদি সেই বেদনা-বৃত্ত

জ্ঞান চলিত বা আহত হয় তবে তাহার যাতনা বৃদ্ধি
হইয়া এক উপদেশ প্রদান করে, যে, যে বস্তু বা যে
কার্য দ্বারা আরোগ্যলাভের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা
নিঃশেষে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। অতএব, এপ্রকার
স্থলে যে ক্রেশ অশুভ হইয়া তাহা অধিব ক্রেশ ও
অকাল মৃত্যু নিবারণার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বোধ
হয়, যেন “যে কোন প্রকারে হউক, রোগের শান্তি
করিতে হইবে” এইরূপ প্রতিজ্ঞারূপ হইয়া পরমেশ্বর
তাহার একমাত্র উপায় স্বরূপ বেদনা বিধান করিয়া-
ছেন। বেদনার যত আধিক্য হয়, বোধ হয়, যেন তত
ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদিগকে প্রতীকার-
লাভার্থ বহু করিতে অনুমতি করিতেছেন। অতএব,
যে দুঃখ কেবল স্রুকেরই কারণ; কে না তাহা প্রার্থনা
করে? এবং যে পরমপুরুষ তাহা নিয়োজন করিয়াছেন,
তাহার সমীপে কে না ভক্তি সহকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার
করিতে অগ্রসর হইবে? রোগ-জনিত যাতনার বে-
সকল প্রয়োজন অবধারণ করা গেল, তাহার পদে পদে
আশ্রয় কৌশল ও অসাধারণ ককণা প্রকাশ পাই-
তেছে। বিশেষতঃ, যে যে স্থলে রোগ-শান্তির কিছুমাত্র
সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে যে তিনি মহৌষধ স্বরূপ
মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করেন, ইহাতে
আমাদের অস্তিম কাল পর্যন্ত তাহার ককণার নিদর্শন
দৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে
ক্রেশ হয়, তাহা আমাদিগের হিতার্থেই নিয়োজিত

হইয়াছে। কোন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট-ঘটনা হয়, আমরা তাহার নিবারণার্থ যত্ন করি, এবং ভবিষ্যতে তদ্রূপ অপকর্ম আর না করি, এই দুই পরম-কল্যাণকর প্রয়োজন সাধনার্থ পরম-কাক্ষণিক পরমেশ্বর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ-রাশি সৃজন করিয়াছেন। যে স্থলে ঐ দুঃখ রূপ মহাবোধ দ্বারা প্রতীকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে বৃত্তাকে প্রেরণ করিয়া সকল পীড়ার শান্তি করেন।

বুদ্ধিরূতি ও ধর্মপ্ররূতি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্লেশ ঘটে তাহারও তাৎপর্য এইরূপ কি না, বিচার করিয়া দেখা উচিত। এ বিষয় নিরূপণ করা শ্রুতিবান ব্যাপার। অগ্রে ইতর জন্তুর কার্য্যাকার্য্যের ফলাফল পর্যালোচনা করিয়া পরে মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে, অনেক সূক্ষ্ম বোধ হইতে পারে।

মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুও ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের অধীন। মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুদিগের কতকগুলি নিরুক্ত প্ররূতি আছে, এবং এপ্রকার কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও আছে যে, তদ্বারা তাহাদের স্বন্দ কার্য্যের ফলাফল জানিতে পারে। তাহারাও ঐ সকল প্রবল প্ররূতির বশীভূত হইয়া পরস্পর অন্যায়চরণ করে ও তন্নিবারণার্থে পরস্পর শান্তিও প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের যেমন অন্যায়চরণকে পাপ বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহাদের সেরূপ নাই। কুকুরের যে স্বভাবজ্ঞান আছে, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যদি কোন কুকুর এক খান চর্ম লইয়া কোন স্থানে রাখে, এবং যদি আর একটা কুকুর তাহা হরণ করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহা দৃষ্টি করিয়া, ঐ চর্মস্বিকারী কুকুরের প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা রুত্তি উত্তেজিত হয়, এবং সে এই দুই রুত্তির বশবর্তী হইয়া আততায়ী কুকুরকে দংশন ও প্রহার করিতে প্ররূত হয়। কিন্তু এরূপ প্রতিফল প্রদান করা কেবল নিরুক্ত প্ররুতির জাৰ্ঘ্য। তাহাদের এরূপ কোন ধর্মপ্ররুতি নাই যে চন্দ্রার অর্বেদ কর্মকে অধর্ম বলিয়া বোধ করিতে পারে। তাহারা নিরুক্ত প্ররুতির বশবর্তী হইয়া উহাকে চরিতার্থ করিতে প্রবলমান হয়। কিন্তু ইহাতে শুভ ফলক উৎপন্ন হইয়া থাকে। আততায়ী জন্তুর আক্রমণে যে আক্রান্ত জন্তুর জিঘাংসাদি রুত্তি উত্তেজিত হইয়া আততায়ী জন্তুকে দমন করিতে প্ররূত হয়, ইহা পরমেশ্বর ইত্যর প্রাণীদিগের পরস্পর অত্যাচার নিবারণার্থে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক, ইহাতে জন্তুদিগের পরস্পর শাসন হইয়া একপ্রকার ন্যায়াবুগত কার্যই সম্পাদিত হইতেছে।

এ প্রকার শাস্তি-বিধানকে কল্যাণ-দায়ক বলিয়া উল্লেখ করিবার পূর্বে, এ নিয়ম আততায়ী জন্তুদিগেরও হিতকারী কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বাস্তবিক, এ নিয়ম তাহাদের পরম-মঙ্গল-দায়ক। যদি সমুদায় কুকুর আপন আপন আহার অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অপহরণ করিতে প্ররূত থাকিত, তবে

কুকুরকুল অবিলম্বে নির্মূল হইয়া যাইত। অতএব, যখন আততায়ীর এরূপ প্রতিকল-প্রাপ্তি তাহার এবং তজ্জাতীয় সকল জন্তুর কল্যাণ-স্বার্থক, তখন তাহার শাস্তি-ভোগ যে ক্রায়াভুগত ও শুভাভিপ্রায়ে স্বক-
প্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর তাহার ইতর জন্তু রূপ নিরুপক প্রজাদিগের, অন্যান্যেরণ নিবারণার্থ অন্যান্য-প্রকার কোশল করিয়াছেন, তাহাও অবশ্যত হওয়া অনাবশ্যক নহে। প্রথমতঃ, যথার্থ আততায়ী তির অন্য কাহাকেও তাহা-
দের শাস্তি দিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ অপহরণাদি
করিতে না দেখিলে, তাহাদের কোষ রিপুর উদ্রেক
হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অত্যাচারী আততায়ী জন্তু যদি
অত্যন্ত অনিষ্টকর কর্ম না করে, তবে অত্যাচারিত জন্তু
তাহাকে কুকুরাতে নিরুপ দেখিবামাত্র নিরস্ত হয়,
তাহাকে আর কিছুই বলে না। আপনার আহার-ব্রব্য
রক্ষণ করিতে পারিলেই তৃপ্ত থাকে, তাহা পরিত্যাগ
করিয়া শাস্তর পক্ষাৎ ধাবমান হইতে চাহে না।

ইতর জন্তুরা আততায়ীকে শাস্তি দিবার সুরে
তাহার কুব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করে না।
আততায়ী জন্তু অত্যন্ত ব্যবহারেই পতিত হউক, আর
প্রবলিত কুব্যবহারেই বা দগ্ধ হইতে থাকুক, তাহাতে
তাহারা কিছু মাত্র ক্ষতি বোধ করে না, তদন্তে
দণ্ডের সাধনও করে না, এবং দণ্ডনাত্তের পর
তাহার বিরূপ দৃষ্টিশা ঘটনার সম্ভাবনা আছে তাহাও

বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সে যদি তাহাদের সমক্ষে অনাহারে বা অঙ্গ-পীড়ায় পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি তাহারা কিছু মাত্র দুঃখিত হয় না। যে সকল রুভি পরের মঙ্গল-বিধায়িনী ও বন্ধারা কার্যকারণ ও ফলাফল বিচার করা ব্যস্ত, তাহারা না থাকাতাই, তাহারা এইপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের সমুদায় প্রবৃত্তি স্বার্থানুসারিনী, অতএব তাহারা অন্যকে বধ করিয়াও স্বার্থ লাভ করিতে পারিলে, তাহাতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু ইতর জন্তুদিগের পরস্পর এইরূপ শান্তি প্রদান যে স্বার্থানুগত ও উপকারজনক, তাহা পূর্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে। এক্ষণে, মানুষদিগের দণ্ড-বিধানের বিষয় বিবেচনা করা কর্তব্য।

ইতর জন্তুদিগের ন্যায় মানুষেরও অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, এবং তাহাদের ন্যায় তিনিও সেই সকল দুর্দান্ত প্রবৃত্তির অনুবর্তী হইয়া তদনুযায়ী শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। নৃসভ্য-জাতীয় রাজা ও রাজপুর্কবেরাও চির কাল সেই সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী দণ্ড বিধান করিয়া আনিতেছেন; কেবল সংপ্রতি কোন কোন স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব হইতেছে। যদি কোন নৃদ্ধি-চোর কাহারও গৃহ-প্রবেশ করিয়া অর্থাপহরণ করে, তবে রাজকর্ক-চরীরা তাহাকে ধৃত করিবার নিষিদ্ধ সচেষ্ট হন। তাঁহারা তদর্থে সাক্ষী আহ্বান করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ

করেন, এবং তদ্বারা যে ব্যক্তি চোর হির হয়, তাহাকে
 কারাবদ্ধ, নির্বাসিত বা তাহত করেন। বিবেচনা
 করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, মনুষ্য-কৃত একরূপ দণ্ড
 ও ইতর জন্তু-কৃত পূর্বোক্ত দণ্ডে কিছু মাত্র বিশেষ নাই।
 বিচারকর্তাদিগের এই সমুদায় বিচার-কার্যকে আপ-
 ততঃ কোন না কোন ধর্মপ্ররতিত কার্য বলিয়া জ্ঞান
 হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অভি-
 যোক্তার গৃহে চুরি গিয়াছে কিনা, এবং তিনি তাহাকে
 চোরা-লিয়া অপবাদ দেন, সেই ব্যক্তি যথার্থ চোর
 কিনা, এই যেটি বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান মাত্র, সে সমস্ত
 বিচারকের সমস্ত বিচারক্রিয়ার উদ্দেশ্য। কিন্তু উক্তরূপ
 তত্ত্বানুসন্ধান কোন ধর্মপ্ররতিত কার্য নহে, কেবল
 ব্যক্তির কার্য। ঐ দুই বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান দ্রষ্টব্য
 সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহার সচক্ষে আততায়ীকে
 অহিতাচার করিতে না দেখিলে, শাস্তি প্রদান করে
 না। যদি আততায়ী জন্তু চিহ্ন-প্রতিজ্ঞ ও নির্দেশ
 হইয়া অত্যন্ত অত্যাচার করতে প্ররত থাকে, তবে
 কুকুবাদি কখন কখন তাহাকে নষ্ট বা নষ্টপ্রায় করে।
 মনুষ্যও তেমন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া মৃত্যুদণ্ড করিয়া থাকেন।
 আততায়ীও একরূপ কুকর্মে প্ররত হইবার কারণ কি,
 এবং তাহাকে শাস্তি দেওয়াতেই ব কি উপকার দর্শে,
 ইতর জন্তুরা এ দুই বিষয়ের অনুসন্ধান করে না। মনুষ্যও
 সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া চলেন; তিনিও কুকর্মের
 প্ররতিত কারণ অবগণ করেন না, এবং তাহার

শাস্তি-প্রাপ্তির পর করুণ গতি ও প্ররতি হইবে, তাহাও বিবেচনা করেন না। কুকুর-জাতির সমুদায় প্ররতিই নিরুফ প্ররতি, একটিও ধর্মপ্ররতি নাই, এই হেতু তাহার উক্তরূপ কার্যে প্ররত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরও সেই সকল নিরুফ প্ররতি আছে, অতএব তিনিও তাহাদের বশবর্তী হইয়া কুকুরবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। উক্তার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্ররতি আছে বটে, কিন্তু অজ্ঞাপি তিনি দণ্ড-বিধান-বিষয়ে তাহাদিগের সমাক্রমণ অনুগত হইয়া চলিতে আরম্ভ করেন নাই।

মনুষ্য-সমাজে সার্জিত বুদ্ধি ও ধর্মপ্ররতির উপ-দেশানুগত দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত হইলে সংসারের যত মঙ্গল সম্ভাবনা, নিরুফ প্ররতির আদেশানুগত দণ্ড দ্বারা যদিও তত না হউক, কিন্তু কিছু উপকার দর্শে তাহার সন্দেহ নাই। যত কাল লোকে নিরুফ প্ররতির বশীভূত থাকে, তত কাল তাহাদের ঐ মনুষ্যের দুঃখের প্ররতির আতিশয়া-নিবারণার্থ কোন-প্রকার শাস্তি প্রদান করা কর্তব্য। নিরুফ প্ররতির আতিশয়া-নিবারণ না হইলে, জন-সমাজ উচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং তাহাতে দোষী ব্যক্তিদিগেরও দণ্ড-জ্ঞাত যাতনা অপেক্ষা অধিক যাতনা উপেক্ষ হয়। অতএব, এক্ষণে দণ্ড-বিধানের যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, তাহা দণ্ডিত ব্যক্তিরও কিঞ্চিৎ উপকারজনক। কিন্তু প্রাণ-দণ্ডে তাহার কোন উপকার নাই।

৯৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

পরমেশ্বর ইতর জন্তুদিগকে কেবল নিরুচ্চ প্ররক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর স্বভাব সম্পর্ক উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন। নিরুচ্চ প্ররক্তির বিধানানুযায়ী দণ্ড তাহাদের পক্ষে যথার্থ উপকারী।* তেজস্বিনী বুদ্ধিরূপে না থাকাতে, তাহারা মনুষ্যের স্থায় মন্তুণী করিয়া দল-বদ্ধ হইয়া কাহারও অনিষ্ট-চেষ্টায় প্ররক্ত হয় না, এবং আপনার দোষ অপসারণ করিবার অভিপ্রায়ে অশেষমত কৌশল করিতেও যত্ন পায় না। অত্যাচারী আততায়ীদিগের নিরুচ্চ প্ররক্তির ফলিক উদ্রেকে যত দূর অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে, তাহাই তাহারা করিয়া থাকে, এবং অত্যাচারিত জন্তুদিগের কাণক ক্রোধ দ্বারা সেই কথের উচিতমত শাসন হইয়া থাকে।

কিন্তু মনুষ্যের বিষয় সেরূপ নহে। জগদীশ্বর মনুষ্যর বাহ্য বিষয়কে তাঁহার বুদ্ধিরূপে ও ধর্ম-প্ররক্তির উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। নিরুচ্চ প্ররক্তির আদেশানুযায়ী দণ্ড বিধান তাঁহার পক্ষে তাদৃশ ফলদায়ক নহে। মনুষ্য আপন-দোষ গোপন ও অসিদ্ধ করণার্থে বুদ্ধিরূপে নিরোজন করেন, অতএব তাঁহার প্রকার আশা থাকে যে, শাস্তি প্রাপ্ত না হইলেও না হইতে পারে। আর তাঁহার নিরুচ্চ প্ররক্তির স্বাভাবিক তেজস্বিতাই যদি তাঁহার কুপ্ররক্তি উপস্থিত হইবার যথার্থ কারণ হয়, তবে কেবল শাস্তিবিধান দ্বারা কোন মতেই তাহার দমন হইতে পারে না। কেন না, যে

কারণ কোন বিষয়ে কুপ্ররতি উপস্থিত হয়, তাহা শাস্তি-প্রাপ্তির পূর্বেও যেমন, পরেও তেমন থাকে। কাংক্ষা থাকিলেই কার্যের উৎপত্তি হয়। এই নিমিত্ত, লোকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড পাইলেও, পুনরায় কুকার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সকল দেশেরই পুরাতন যে পাপ-কলহে কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, এং ভ্রমণে কুকার্য-স্রোতের কালই যে সমান বাহিত হইছে, তাহারও কারণ এই। তিন সহস্র বৎসর পূর্বকাল মনুষ্যেরা যেরূপ পাপাশ্রিত ছিল, ইদানীন্তন লোকেরাও সেইরূপ রহিয়াছে। অতএব, চিরকাল যেরূপ রীতিমতে কুকার্যের দণ্ড-বিধান হইয়া আসিতেছে, তাহা যখন নিতান্তে নিষ্ফল হইল, তখন উপায়ান্তর চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধি ও ধর্মপ্ররতি সমুদায়কে সর্বাঙ্গাঙ্গ প্রদান করিয়াছেন, এবং সমস্ত বাহ্য বস্তুকে তাহাদের উপযুক্ত করিয়া স্থিতি করিয়াছেন। অতএব, এ সকল শুভকরী বস্তুর উপদেশানুগত শাস্তি-বিধান করাই মনুষ্যের পক্ষে কর্তব্য, এবং কেবল তদ্বারাই মানব-বর্গের পাপ বিমোচন ও পুণ্য-সংসাধন হওয়া সম্ভব।

কুকুর যে আততায়ীকে প্রহারাদি করিতে যায়, ক্রোধমাত্র তাহার কারণ। আততায়ীর অত্যাচার দেখিয়া তাহার অর্জুনম্পৃহাদি কোন কোন নিষ্ফল প্ররতির স্রোতোৎপত্তি হয়, এবং জিহাংসা ও প্রতিবিধিংসা প্ররতি তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া ঐ অত্যাচারকারীকে শাস্তি দান করিতে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যের ক্রোধের কার্যও

৯২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল

সেই প্রকার। তাহাও অর্থ অপকৃত হইলে, তাহার অর্জনস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, এবং কাহাকেও নর-হত্যা করিতে দেখিলে, আমাদেব উপচিকীর্ষা-রুতি ক্রিয় হইয়া থাকে। অন্যন্তর জিহাংসা ও প্রতিবিধিংসা রুতি উত্তেজিত হইয়া চোর ও হত্যাকারীকে প্রতিফল দিতে উদ্বৃত্ত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সমুদায় এই দণ্ড-বিধান-বিষয়ক ব্যবহারের সাহিত কুকুরের তদ্বিবয়ক কার্যের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বস্তুতঃ, যখন উভয়েই নিরুপকৃত প্ররুতির বশীভূত হইয়া কার্য করে, তখন বিভিন্নতা না থাকিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু এরূপ দণ্ড-বিধান আমাদের বুদ্ধি ও ধর্মপ্ররুতি সমুদায়ের সম্মত নয়; তাহাদের আদেশানুসারে দোষীদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

চোরা ও নর-হত্যা উপচিকীর্ষার অনুমোদিত নহে। কারণ এই উভয় কার্যই এই প্রধান প্ররুতির বিরুদ্ধ। চোরপন্থ রুতিও ইহাতে ক্ষুণ্ণ ও ক্রিয় হয়, কারণ তাহাও ন্যায় বিচার আক্রমণ করা ও প্ররুতির নিতান্ত অনভিমান। আর যাহাতে পরমেশ্বরের গৌরব ও জ্ঞান জীবদিগের দুঃখোৎপত্তি হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়ের অস্তিত্বচরণ করা হয়, তাহা কোন মতেই ভক্তি-রুতির অতিমত হইতে পারে না। ফলতঃ, যাদতীর কুকর্মই সমুদায় ধর্মপ্ররুতির বিরুদ্ধ, এবং পাপের উৎসেধ সাধনা করাই এই সকল প্ররুতির অভিষ্ঠ। দুর্কর্মকারীর দ্বীপ দুঃপ্ররুতি দমন করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক,

তাহাতে এই বগার্থ তত্বেব কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। উন্নত ব্যক্তিকেও নরহত্যা করিতে দেখিলে, দয়াবানের যাতনা বোধ হয়, এবং তাহা নিবারণ করবার নিমিত্ত অনিলাল ও উৎসাহ জন্মে। চৌর্য-ক্রিয়া জড় ব্যক্তির কৃত হইলেও, তাহা ন্যায়পরতার অভিমত হুইতে পারে না। বতি সামান্য ব্যক্তিকেও প্রজ্ঞা ও অবজ্ঞা করা ভক্তি-হৃদিক সম্মত নহে। অজ্ঞান-কৃত পাপ ও মোহকৃত পাপ উভয়ই ধর্মপ্ররতির অনভিমত ও জনসমাজের অহিতকারক। বুদ্ধিমান ও উন্নত উভয়ের অজ্ঞান্যতাই সমান-ক্লেশ-দায়ক, এবং ধৃত চৌর ও চৌর্যোগ জড় উভয়েরই চৌর্য-নোবধনী ব্যক্তির সমান-রূপ অনিষ্টকারক।

যদি কুকর্ম মাত্রই দূষিত বলিয়া গণিত হইল, তবে যেরূপ দণ্ড বিধান করিলে, তাহা সমূলে নিমূল হয়, তাহাই করা বিধেয়। কিন্তু দণ্ড-বিধানের যেরূপ রীতি ধর্ম-প্ররতির অনুমোদিত, তার যাহা নিকৃষ্ট প্ররতির প্রয়োজিত, এ উভয়ে অনেক বৈশেষ আছে। লোকে নিকৃষ্ট প্ররতির বশীভূত হইয়া কুকর্মের দণ্ড বিধান করে, এ প্রযুক্ত কুপ্ররতির দাবণ ও দণ্ড-বিধানের ফলাফল কিছুই বিবেচনা করে না। তাহারাই আত-তায়ীকে ধৃত করে, কষ্ট করে এবং হত বা আহত করে। এতাবশ্যই নিকৃষ্ট প্ররতির কার্যের সীমা। এই স্থানেই তাহার পর্যাপ্তি।

কিন্তু বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্ররতির কার্য এরূপ নহে।

৯৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

তাহারা দোষী-ব্যক্তিরও কল্যাণ কামনা করে। উপ-চিকীর্ষা-রূতি তাহাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ করিয়া ধর্ম পথে প্রৱত্ত করিতে ও তদ্বারা ধর্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ স্বার্থে মগ্ন করিতে উৎসুক হয়। ভক্তিরূতি তাহাকে মনোদর ও স্নেহজ্ঞা না করিয়া অপর লোকের ম্যায় তাহারও সহিত সমাদর-সংযুক্ত সদাচরণ করা কর্তব্য বলিয়া উপদেশ দেয়। ম্যায়পরতা-রূতি এইরূপ নির্দেশ করে যে, যেসকল দণ্ড বিধান করিলে, পাপাসক্তির মূলোৎ-পাটন হইয়া দুঃপ্রতির নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ দণ্ড-বিধান করাই বিধেয়। অতএব, আদৌ দুঃপ্রতির মূলোৎবেগ করিয়া তাহা নিবারণ করিবার উপায় অবধারণ করা কর্তব্য।

আমাদিগের যে সমুদায় মনোরূতি আছে, তাহারই কোন না কোন রূতির অনুচিত নিরোজন দ্বারা অধর্মের উৎপত্তি হয়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাহাদের অনুচিত নিরোগেরই বা কারণ কি? তাহার ত্রিবিধ কারণ আছে। প্রথমতঃ, কোন কোন প্রৱত্তি স্বভাবতঃ অতিমাত্র বলবতী থাকতে, আপনা হইতেই পাপ-কর্মে প্রৱত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য বিষয় দ্বারা কোন কোন প্রৱত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলেও, অসৎকর্মে ইস্রা হয়। তৃতীয়তঃ, কোন্ কর্ম কং, বা ও কোন্ কর্ম অকর্তব্য তাহা না জানাতেও, অনেক অনেক পাতকে প্রৱত্ত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ কারণের বিষয় ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ—ব্যক্তি-বিশেষের প্রৱত্তি-বিশেষ যে স্বভা-

বতঃ প্রবল হয়, পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণ দোষই ইহার একমাত্র কারণ। তাহাদের যে সমুদায় মনোবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী থাকে, সম্ভানেরও সেই সকল বৃত্তি অতিশয় বল প্রকাশ করে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, কোন কোন ব্যক্তি এরূপ বিকল্প স্বভাব অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করে যে আপনাই ইহাতে তাহাদের বলবর্তী নিরুপক প্রকৃতিদিগকে সংবরণ করিয়া রাখা একপ্রকার অসাধ্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তাহারা অপদোষের ন্যায় নিরস্ত থাকিতে পারে না। তাহাদের স্বভাব-রূপে পাপ রূপ ফল অবশ্যই ফলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—অন্যেব অনায়াস, সুরাপান, কু-
দৃষ্টাঙ্গদর্শন, প্রকৃতি-বিশেষের বিষয়সংঘটন ইত্যাদি
অনেকানেক কারণে কোন কোন প্রকৃতির অতিমাত্র
উত্তেজনা ইহারা দুঃপ্রকৃতি উপস্থিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ।—আমাদের মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্য
বস্তুর সহিত তাহার যতকু জ্ঞান না থাকাতোও, অনেক
ধর্ম-স্বত্ব হ্রাস পায়। সতীর সহস্ররূপ-গমন, গজা-
মাগরে সম্ভান বিসর্জন, প্রতিমা-সমীপে নরবলি-
প্রদান, ইত্যাদি অশেষ-প্রকার প্রসিদ্ধ কুরীতি এবিষয়ের
দৃষ্টান্তসমূহ। ভারতবর্ষীয় ও অন্যান্য দেশীয় ধর্ম শাস্ত্রে
এইপ্রকার বিষয় ব্যাপার সমুদায়ের ব্যবস্থা আছে,
এবং লোকেও বহু কালাবধি তাহা স্বর্গ সাধন জানিয়া
অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে।

এই দ্বিবিধ কারণ উৎপাদন ও পরিভাগ করা পাপী ব্যক্তির স্বৈচ্ছাধীন নহে। সে আপনার স্বভাব-সিদ্ধ নিরুক্ত প্রকৃতির প্রবলতাও উৎপাদন করে নাই, আপনার অজ্ঞান রূপ উৎকট রোগেরও উৎপাদক নহে, এবং যে সকল বাহ্য ব্যাপার দ্বারা কোন কোন নিরুক্ত প্রকৃতি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পাপ কাম প্রকৃতি দেয়, সে ব্যক্তি তাহারও কারণ নহে। কিন্তু যদিও সে আপনার কুপ্রকৃতির কারণ না হউক, তথাপি তাহার ও সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে সংশোধন হইতে নিরুক্ত করা সকলেরই কর্তব্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও ধর্মপ্রকৃতি সমুদায় তাহার কুপ্রকৃতি নিবারণ করিতে আদেশ করিতেছে। অতএব, কি প্রকারে এই পরম প্রাথমিক মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বুদ্ধি অনুমতি করিতেছে, বুদ্ধিয়ার-কারণ নিরাস করিলেই বুদ্ধিয়ার নিরস্ত হইবে। অতএব, কি রূপে কোন কারণের কিপ্রকার নিরাকরণ হইতে পারে, তাহা বিচার করা কর্তব্য।

প্রথমতঃ :—কোন কোন প্রকৃতির সমধিক প্রবলতা কুপ্রকৃতির প্রধান কারণ। একাল পর্যন্ত শারীরিক ও মানসিক যত নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে এই স্বভাব-সিদ্ধ দোষ সহসা নিরাকরণ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে এ স্থলে বুদ্ধিবৃত্তির উপদেশ এই যে, দোষী ব্যক্তিকে যে স্থানে যে রূপ নিয়মে রাখিলে, তাহার প্রবল নিরুক্ত প্রকৃতি সকল

উদ্ভেজিত ও চিত্তার্থ হইবার সম্ভাবনানা থাকে, সেই স্থানে সেইরূপ নিয়মে রক্ষা করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি কোন নিরুচ্চ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া এক বার কোন কুর্কর্ম প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ তাহাতে রত হইয়া জন-সমাজের অনিষ্টোৎপত্তি করিতে পারে, অতএব, সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে কদম্বিরা রাখা সর্গতোভাবে বিধেয়। তদনন্তর, যাহাতে তাহার নিরুচ্চ প্রকৃতি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিশ্চেজ হইয়া আইসে, তাহার উপায় করা কর্তব্য। ইহা সম্পন্ন করিতে হইলে, যে যে বিষয় দ্বারা নিরুচ্চ প্রকৃতি উদ্ভেজিত হইতে পারে, তৎসমুদায়ের সহিত তাহার সংস্রব রাখা উচিত হয় না। যাদক সেবন, কুন্দল অবলম্বন ও পরিশ্রম পরিবর্জন করিলে, পাপকর্মে প্রবৃত্তি হয়, অতএব, কুর্কর্মশালী ব্যক্তির যাহাতে এই সমস্ত অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে নিপুণ না হয়, তাহার উপায় করা আবশ্যিক। একগণকার কারাগারের যেরূপ বিশৃঙ্খলা, তাহাতে তাহাদিগকে দিবারাত্রই কুসংসর্গে থাকিতে হয়। যত দূরন্ত পাপাসক্ত লোক পরস্পর একত্র সহবাস করিয়া পরস্পরের নিরুচ্চ প্রকৃতি প্রবল করিতে থাকে। একগণকার কারাগারের জার পাপাদিগের পাপ-শিকার পাঠশালা আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, বন্দীদিগকে পরস্পর পৃথক করিয়া রাখা উচিত, এবং যখন কোন কার্য উপলক্ষে তাহাদিগের একত্রে থাকিবার প্রয়োজন হয়, তখন যাহাতে তাহারা পরস্পর অসদালাপ

২৬ ধর্ম-বিশ্বকানন-লজ্জনের কল।

মনস্ক্রিয়ের প্রকাশ, এবং সুপ্রহতি ও কুমন্ত্রণা প্রদান করিতে না পারে, তাহা উপাস্য করা কর্তব্য। তন্ত্ৰি, জ্ঞানদায়ক স্বর্গ-বিশেষে নিযুক্ত রাখা অতি আবশ্যিক। পার্থক্যের মত সুপ্রহতি-লজ্জনের সদা আর কিছুই নাই। তঁহি যে তাহা বহুত্ব হইলে, প্রধান প্রধান যন্ত্রের চান্দ্র হয়। তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট উত্তম। তদ্বারা নিকট প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হইয়া উৎকৃষ্ট প্রকৃতির তেজ রূপ হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—যদি বিশ্ব দ্বারা নিকট প্রকৃতির উত্তমতম পাশাপাশি প্রকৃতি হইবার দিকের কারণ। পূর্বোক্ত প্রকারণ প্রণয়নার্থ যে যে উপায় সংগঠিত কর্তব্য, তাহাতেই দ্বিতীয় কারণের নিরাকরণ হয়।

কই সিমিত হইয়াছে, যে সকল বিশ্ব দ্বারা নিকট প্রকৃতি উত্তমতম হয়, তাহার সহিত পাশাপাশি ব্যতিরিক্ত সংজ্ঞা রাখা-কোম ক্রমেই বিধেয় নহে।

তৃতীয়তঃ।—লজ্জান অত্যন্ত প্রকৃতির তৃতীয় কারণ। বিশ্ব-নিয়মের সুপ্রহতি-ক্রমে নিয়ম দান করিলেই স্বর্গের প্রতিটি প্রকারণ হয়। উত্তম অধ্যাপক নিযুক্ত রাখিবার কারণ। তাহাদের দ্বিত্বিত্ব মার্জিত ও ধর্ম-প্রকৃতি বহির্ভূত সর্বোত্তমতম কর্তব্য। তন্ত্ৰি, যদি মনস্ক্রিয়ের মত তাহা তথায় গমনাগমন পূর্বক রূপ-প্রসঙ্গে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের ধর্ম-প্রকৃতি সকল উত্তমতম করেন। তাহা হইলে, সর্বোৎকৃষ্ট প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হইবে।

অন্য লোকের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই, শ্রেয়স্কর । এরূপ আচরণ আমাদের সমস্ত প্রিয় হৃতির প্রতিমত ও প্রতি-কৃত-জ্ঞক । এরূপ আচরণ দ্বারা দোষী ব্যক্তির প্রতিশোধ ঘন ও জনসমাজের উপকার-সাধন হয়, তাহা সন্দেহ হইতে পারে না । প্রতি প্রতিদোষী ব্যক্তি কৃত্য তাহা সম্পন্ন হইয়া, কার্যপর্যাপ্ত হইতে পারে । তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ না হইয়া, প্রতি আদর প্রকাশ হওঁতে, ভক্তিবৃত্তি প্রসারিত হয় । এবং কারাগারের এইরূপ সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন হইলে, সংসারের পাপ-প্রবাহ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে পারে । বিশেষতঃ লোকের বুদ্ধিবৃত্তি সুতৃপ্ত হইয়া থাকে ।

অতএব, দোষীনিগোহে দুষ্কৃত্যবৃত্তি দমনের উদ্দিষ্ট রীতিই ধর্মপ্রবৃত্তির অনুরাগ । অর এক্ষণে প্রায় সকল দেশে বৈরূপ মণ্ড বিদ্যমান রীতি প্রচলিত আছে, তাহা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রিত । প্রথমোক্ত রীতিকে ধর্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত এবং শেষোক্ত রীতিকে নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত বলিয়া উল্লেখ করা গেল । এই উত্তর রীতির ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রথমোক্ত রীতিই মর্যাপেক্ষা শুভকরী বলিয়া প্রতীত হইবে ।

দোষীকে ভয়-প্রদর্শন পূর্বক কুর্কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতির উদ্দেশ্য । কিন্তু কৃত্য-কর্তব্য বিবরে অজ্ঞান এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বিশেষের প্রবলতা এই দুই কারণে

১০০ ধর্ম-বিষয়ক নির্য লক্ষ্যনের কল ।

পাপকর্মের প্রবৃত্তি হয়, অতএব, এই উত্তরের নিরাকরণ না হইলে, দুষ্প্রবৃত্তির নিবারণ তত্ত্বা সম্ভব নহে। যে কারণের যে কাঁচা তাহা অবশ্যই ঘটে, কারণ নিরাস না হইলে, কাঁচা নিবাস হইতে পারে না।

পাপ-কর্মের কারণ নিরাকরণ করাই ধর্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতির উৎপত্তি। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে কুপ্রবৃত্তি দেখিলে, সেই কুপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরুত্তি চেষ্টা করা ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অভিপ্রেত; তাহা না করিয়া তাহার তত্ত্ব থা দিতে পারে না। এক্ষণে, নিরুচ্চ-প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতি অনুসারে রাজপুরুষেরা নোবীকে দণ্ড দিয়া মোচন করিয়া দেন। তাহার কুপ্রবৃত্তির কারণ সমুদায় ধর্মবৎ অব্যাহত থাকে; সুতরাং সে নিষ্কৃতি পাইয়। পুনর্ব্বার লোকেব উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে কিন্তু কুকর্ম্মের কুপ্রবৃত্তির কারণ নিরাকরণ করা ধর্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতির উদ্দেশ্য; সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই তাহার দুষ্প্রবৃত্তির নিরুত্তি হয়।

নিরুচ্চ-প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতি অনুসারে শাস্তি বিধান করিলে, দোষী ব্যক্তির, এবং জনসমাজস্থ অন্ত্যস্ত ব্যক্তির, নিরুচ্চ প্রবৃত্তি সকল সচেষ্ট রাখা হয়; কারণ এই দণ্ড দণ্ডদাতার নিরুচ্চ প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়োজিত হয়, এবং দণ্ডিত ব্যক্তির নিরুচ্চ প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করে। দেখ, প্রভারাদি দণ্ড দণ্ডদাতার জিহাংসা হইতে উৎপন্ন হইয়া দণ্ডিত ব্যক্তির তর ও ক্রোধাদি উৎপাদন করে। প্রাণ-দণ্ডও দণ্ডকর্তার এই জিহাংসা-বৃত্তি হইতে

উৎপন্ন হয়। ফলতঃ, কেবল দণ্ডিত ব্যক্তির নহে, এই সকল দণ্ড দর্শন করিয়া দর্শকদিগেরও জিহ্বাংসাদি উত্তেজিত হইতে থাকে। উক্তরূপ দণ্ড-বিধানের সহিত ধর্মপ্রবৃত্তির কোন সংশ্রব নাই। উহা দেখিয়া কি দণ্ড-দাতা, কি দণ্ডিত দোষী, কি দণ্ড-দর্শক কাহারও কোন ধর্ম-প্রবৃত্তি চালিত হয় না।

ধর্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে দোষীর হুপ্রবৃত্তি-দমনের চেষ্টা করিতে হইলে, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল নিয়োজিত করিতে হয়। কোন কোন নিরুক্ত প্রবৃত্তিও নিয়োজিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার ধর্ম-প্রবৃত্তি অনুসারের কিঙ্কর স্বরূপ থাকিয়া তাহাদেরই শুভ সম্পন্ন সম্পন্ন করিতে থাকিবে। যাহারা উক্তরূপ দণ্ড-বিধান সম্পাদন করিবে, তাহাদের উপচিকীর্ষা-বৃত্তি কি কুকর্ষণশীল ব্যক্তি, কি অপর লোক সকলেরই উপকার সাধন উদ্দেশে উত্তেজিত থাকিয়া সর্বতোভাবে চরিতার্থ হইবে। এতদূশ দণ্ড-বিধানের সমুদায় ব্যাপারই জনমানুষের কল্যাণ-দায়ক ও জীৱজি-সম্পাদক।

নিরুক্ত-প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত দণ্ড-বিধান বিষয়ে যখন যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে, ও যাহারা তাহা দর্শন করে, তাহাদের তৎকালোৎপন্ন মন্তানেরা পার্থক্যমূলক নিয়মানুসারে প্রবল নিরুক্ত প্রবৃত্তি প্রসূত হইয়া থাকে। ইহাতে, এক জনের প্রাণ-দণ্ড বহু জনের প্রাণ-দণ্ডের হেতু হইতে পারে।

১০২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল।

ধর্মপ্রবৃত্তি প্ররোজিত রীতির কল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্যতঃ তৎসম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবে, কাল-ধর্ম সন্তানের পিতা। মাতার প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি এতদ্বারা বহিরা জগৎ গ্রহণ করিবে; এবং মাহাত্ম্য এই দ্বারা প্রভবের নিয়মানুসারে দণ্ড প্রদানের উপযোগী সন্তানদের তপন জামান দিবে। মাতা জামান পুণ্যশীল করিবে। ওয়াসি, মাতা-পুত্র পতি ও ইত্যাদি তাদৃশ সন্তানরা থাকিবে।

একটি দোষী দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত মাহাত্ম্য তাকে প্ররোজিত করিবে। যদি দোষী ব্যক্তির আত্মিক মাহাত্ম্য প্রচলিত হইলেকে উচ্চতর করিতে গেলে, তদাশি তাহাকে বিচারস্থলে উপস্থিত করিবে ও মাহাত্ম্য দ্বারা প্ররোজিত করিতে সমর্থ হয় না; কারণ কাহাকেও দণ্ড-দাতার কোপানলে নিরুপস্থিত করা উপচিৎসবোধি প্রধান প্রবৃত্তির অভিমত নহে। কিন্তু ধর্মপ্রবৃত্তি প্ররোজিত রীতি প্রচলিত হইলে, পরমাত্মীর বুদ্ধিবৃত্তি ও তাহাকে বিচারকের হস্তে সমর্পণ করিতে প্ররোজিত করিবে না। তখন কারাগার বিজ্ঞাগার স্বরূপ হইবে। বিজ্ঞাগারে পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে প্রেরণ করিতে কাহার অমত? বাহাতে আত্মীয় জ্ঞানর হৃদয়বৃত্তি-দমন, জ্ঞান-বর্জন ও চরিত্র-গোধান হয়, তাহা কাহার অমতিপ্রেরণ?

প্রচলিত প্রাণ-দণ্ড-বিষয়ক নিয়ম যেতাত্ত্বিক প্রকারী

এ নিত্যন্ত সত্যকর তাহা কেও ক্রমেই আমাদের
প্রাণিক-ধর্মপ্রতির অভিন্ন হইতে পারে না,
হুতরাং ব্যবহারিক পরমেশ্বরেরও অর্জিত ও
অর্জিত নহে। সেই কারণে সম্পাদনার্থ বে
প্রাণ-ধর্মক নিয়ম-লঙ্ঘন-সাধা, শব্দও অতি ঘণাকর।
এ ধর্মপ্রতির প্রোজিত রীতি অনুসারে দোষী-ব্যক্তিকে
যাহাদের দণ্ড সম-প্রদত্ত হইবে, তাহারা শিক্ষক,
চিকিৎসক ও সম্বোধনকারী। তাহারা পূর্বোক্ত
প্রাণ-ধর্মক নিয়মের জন্য অনাদর্শ হইয়া পড়ে থাকুক,
পরম পৃথকীয় প্রধান মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

অতএব, এক্ষণে ভূমণ্ডলে দণ্ড-বিধানের যেরূপ
রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অশোভনাকর, আর
ধর্মপ্রতির-প্রোজিত রীতি নিরাক্ষর-কল্যাণকর, ইহা
নিশ্চিত অবশ্যবর্তিত হইল।

এক্ষণে রাজপুরুষেরা যেমন নিকট প্রবৃত্তির অধিবর্তী
হইয়া দোষীদিগের দণ্ড বিধান করেন, জনসমাজস্থ
এপর সাধারণ লোকেও পরস্পর তদনুরূপ ব্যবহার
করিয়া থাকে।

ভূমণ্ডলে নিষ্পাপ মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না;
গাংহারা গুরুতর পাতকে আসক্ত মহেন, তাহারাও
সচরাচর অল্প অল্প দোষের অনুষ্ঠান করেন। তাহার
কারণানুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবে, আমাদের বে-
সমস্ত নিকট প্রবৃত্তির সমধিক প্রবলতা দ্বারা গুরুতর
পাপের উৎপত্তি হয়, তাহারই অল্প অল্প উত্তেজনা

দ্বারা লম্বু পাণে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে আত্মদর ও জিহ্বাংমানির বশবর্তী হইয়া লোকের কুৎসা করি, তাহারই অভ্যস্ত প্রবলতা দ্বারা প্রহার ও প্রাণসংহার করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে জুগোপিয়া ও অর্জুনস্পৃহার অনুষ্ঠান করি কোন পণ্য বস্তুর গুণ আরোপিত করিয়া বন্দনা করি, অথবা তাহার উচিত মূল্য না বলিয়া অধিক করিয়া বলি, তাহাদেরই অভ্যস্ত অবৈধ উত্তেজনা দ্বারা অর্থ হরণে প্রবৃত্ত হই। অতএব, আমাদের ধর্ম-বিষয়ক নিয়মের অত্যন্ত অজ্ঞ-বাচরণ ও অসম্মতই কোন না কোন যনোন্মত্তির দ্বাবৈধ নিয়োগের ফল। পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, শুক বা লম্বু কোন পাপ আমাদের বুদ্ধিহীনতা ও ধর্ম-প্রবৃত্তির অভিমত নহে। বাহাতে অজ্ঞান-রুত ও মোহ-জনিত সকল দুর্কর্ম সমূলে নির্মূল হয়, তাহাই তাহাদের অভিপ্রেত।

একগণকার লোকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই কেবল নিকট প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া দোষীদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার করা এবং কেহ হিংসা করিলে তাহার প্রতিহিংসা করা একগণকার লোকের প্রসিদ্ধ রীতি। যদি ভদ্রলোকের মধ্যে কেহ কাহারও অপমার্জ্য করে, তবে অপমানিত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের দ্বারা অবস্থা ও তাহার কুপ্রবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান না করিয়া রোপারিত হইয়া তাহাকে কটুক্তি বা প্রহার

করিতে প্রবৃত্ত হন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এরূপ দণ্ড ও পশুনিগোহ প্রদত্ত দণ্ডে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

এরূপ দণ্ডবিধানের যে কিছুই উপকার নাই এমনও বোধ হয়। যে সকল ব্যক্তি স্বকীয় ধর্মপ্রবৃত্তির দুর্বলতা ও অন্যান্য হইতে অপর দণ্ডবিধিগণ না পড়ে, তাহার তথাপি লোকসমাজে ধর্মপ্রবৃত্তির কতক নিবৃত্তি থাকিলে পাশ্বে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত এরূপ দণ্ড বিধানের ফলাফল পক্ষান্তরে হয়। ইহা দ্বারা অত্যন্তগামী ব্যক্তির দুঃপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হইয়া প্রবল হয়, এরূপ অত্যন্তদ্বিষ্ট ব্যক্তির দিগ্ভ্রমসমূহ নিরুদ্ভূত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্মরণ্য ইচ্ছাতে লোক-সমাজে নিরুদ্ভূত-প্রবৃত্তির প্রবলতা রক্ষা পাইয়া থাকে। ধর্মপ্রবৃত্তির বিলক্ষণ উন্নতি ও সমধিক চালনা ব্যতিরেকে সন্নিবহের অনুষ্ঠানে ও অসন্নিবহের পশুত্যাগে অভ্যাস পায় না।

ধর্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত নিয়মানুযায়ী দণ্ড বিধানের কল আর একপ্রকার। আশানিগোহ বুদ্ধিবৃত্তি দোষীর দোষোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করে, এবং সমুদায় ধর্মপ্রবৃত্তি দোষীর প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া তাহার দোষাকুর সমূলে উন্মূলন করিতে চাহে। কেহ কাহারও অপমান করিলে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হয়, ঐ ভ্রাচারের জিঘাংসা ও আত্মদর এই দুই বৃত্তির অতিশয় প্রবলতা, অথবা ঐ অপমানিত

১০৬ ধর্ম-বিশয়ক নিষেধ-লঙ্ঘনের ফল।

ব্যক্তির কোন প্রকার অনাস্থাচরণ দ্বারা অপমানকারীর ক্রোধোত্তর হওয়া কিংবা তাহার ভয়ঙ্কর অপমানিত ব্যক্তিতে আপনার অনিচ্ছাযী জ্ঞান করা এই তিন কারণের কোন না কোন কারণে তাহার এই ন্যায়-বিকল্প বাবুহ'য়ে প্ররুতি হইতে পারে তাহার সংশয় নাই। যদি কেহ কাহারোও প্রবঞ্চনা করে, তবে বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হয়, প্রবঞ্চকের ন্যায়পন্থতা অপেক্ষা জুগোপিত্য ও অর্জুনস্পৃহা রক্তির প্রবলতা, অথবা সম্মুখোপহিত বিধরের লোভ-সংবরণে অসমর্থতা, কিংবা প্রবঞ্চনা দ্বারা পরিণামে প্রবঞ্চকের নিজেদের একটি হয় ইহা জ্ঞাত না থাকায় এই তিন কারণের কোন না কোন কারণে তাহার প্রতারণায় প্ররুতি হইতে পারে তাহার সংশয় নাই। সমুদায় অবৈধ কর্মের এই এই প্রকার কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

এই সমুদায় কারণের নিবারণ করা বুদ্ধিরূতি ও ধর্মপ্ররুতির উদ্দেশ্য, কেন না কারণের সংস হইলেই তাহার অধর্মরূপ সত্যের ধর্ম হয়। যে প্রকারে এই শুভ সঙ্কল্প সম্পন্ন হইতে পারে তাহাও উপদেশ দেওয়া এই সমুদায় প্রদান রক্তির কার্য। যদি কোন ব্যক্তির এরূপ উগ্র প্রকৃতি থাকে যে, সে সকল লোকেরই সহিত বিসংবাদ ও সকলেরই অনিচ্ছা করিতে প্ররুত হয়, তবে যে সকল বিদ্যা দ্বারা তাহার নিকটে প্ররুতি উৎপাদিত হইতে পারে, সে সকল বিদ্যের সহিত তাহার কোন সংগ্রহ না রাখিয়া কেবল বুদ্ধিবান্ শান্ত-বক্তা

ব্যক্তিনিগের দ্বারা তাহাকে বেষ্টিত করিয়া রাখা
বিধেয়। যদি সে লোভী হয়, তবে যাহাতে তাহার
মুখে লোভ-জনক সামগ্রী উপস্থিত না হয়, তাহার
উপায় করা কর্তব্য। যদি সে অজ্ঞানাত ও ভ্রমাকীর্ণ
হয়, তবে উপদেশ দ্বারা তাহার অজ্ঞান-ভ্রমির দূর
করা কর্তব্য। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির নিরুদ্বৈত প্রবৃত্তি
একপ প্রবল এবং ধর্মগত একপ বৃদ্ধি, যে তাহার
লোকান্তরে বাস করিলে কৃকানো না করিয়া নিরন্ত
থাকিতে পারেন না। এবং সমস্ত প্রকারে বিবিধ যত্নে
উপনিষ্ট হইলেও, ধর্ম-পথ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়
না। এইকার্য ব্যক্তিরা কেবল লোকের উপায় উপদেষ্ট
করি। জীবন ক্ষেপণ করে। অতএব, তাহাদিগকে
যাহাভাধন কল্প রাখিয়া ধর্ম বিশেষে নিযুক্ত রাখা ও
অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করা কর্তব্য। নিতান্ত নির্দোষ যে
জড় ও উদ্ধাদগ্রস্ত লোক, তাহাদিগকে প্রতিপালন
করা যদি উচিত হয়, তবে যাহা দিগকে ধর্ম-জ্ঞান বিষয়ে
একপ্রকার জড় বলিলে বলা যায়, তাহাদিগকে প্রতি-
পালন করাও কেন না কর্তব্য হয়? খঞ্জ ও অন্ধদিগকে
প্রাসাদাদান দেওয়া যদি শ্রেয়ঃ হয়, তবে যাহারা ধর্ম
জ্ঞান বিষয়ে অন্ধ, তাহাদিগকে পোষণ করাও অবশ্য-
কর্তব্য বলিয়া কেন না স্বীকার করা যায়? কাহাকেও
কুতন্ত্রপ পাপাসক্ত জানিলে, কেহ তাহাকে আপনার
কৃত্য স্বরূপে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হন না। আপনার
কর্মে যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে না পারা যায়,

১০৮ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল ।

তাহাদিগকে কল না করিয়া জনসমাজে যথেষ্টাচার করিতে দেওয়া কি রূপে উচিত হইতে পারে? অতএব, যে সকল দেশীর দুঃপ্রবৃত্তি-নিমোচন হইয়া চরিত্র-শোধন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগকে পূর্বোক্ত প্রকারে সংপ্রবৃত্তি প্রদান করা কর্তব্য, আর যাহাদের মেরুপ সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে কল রাখিয়া তরণ পোষণ করা সর্বতোভাবে বিধেয়; তদ্ব্যতিরেকে তাহাদের কল-পরিহরের ও জনসমাজে আনন্দ-নিবারণের উপায়ান্তর নাই ।

এ স্থলে যেরূপ সিদ্ধাস্ত করিতে গিয়াছি, যদি নিরুচ্চ প্রবৃত্তির অত্যধিক অবলম্বন, লোভ-জনক জীবন-নির্ধারন ও বর্তমানকর্তব্য বিষয়ের জ্ঞানাতাব এই তিন কারণে মানুষের ত্রুটি প্রবৃত্তি হয়, অথচ তিনি স্বয়ং এই জীবিত দোষেরই কারণ না হন, তবে এমতে পাপ পুণ্যের কিরূপ বিশেষ হইতে পারে ?

এ প্রশ্নের নিষ্কাশ করা অতি শ্রম্য। আমাদের মানসিক প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই, পাপ পুণ্যের পরস্পর বিভিন্নতা অস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। নরহত্যা করা পাপ, কারণ তাহা উপচিকীর্ষ্য-বৃত্তির বিকল। পর-ধন অশ্রয়ণ করা পাপ, কারণ তাহা ন্যাকপনতা-বৃত্তির বিকল। পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করা পাপ, কারণ তাহা ভক্তি-বৃত্তির বিকল। আমাদের ধর্ম প্রবৃত্তি সমুদায় যে সর্ব-প্রধান, এবং নিরুচ্চ প্রবৃত্তি সমুদায়কে রুদ্ধানিয়মে

নিয়োজন ও শাসন করা যে, তাহাদের কর্তব্য, এ জ্ঞানও আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ। আর সংসারে সেই সকল প্রধান বৃত্তির প্রাধান্য থাকিয়া তাহাদের অনু-মতি বলবতী হয়, জগদীশ্বর সমস্ত বাহ্য-বস্তুই তদুপ-যোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি উপচিকীর্ষা ও ভ্রাতৃপরতা এই উভয় হুতি নর-হত্যা ও চৌর্য্য-ক্রিয়াকে অতি দূষ্য বলিয়া পবিত্রাঘ্য করিতে আদেশ করে, এবং আর আর সমুদায় মনোরত্তি ও সমস্ত বাহ্য-বস্তু-বিষয়ক নিয়মের সহিত সেই আদেশের একা থাকে, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে, ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ ও অতি প্রামাণিক।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে, যদি ধর্ম-জ্ঞান আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, তবে এ বিষয়ে সকল-দেশীয় লোকেই একপ্রকার অভিপ্রায় থাকা সম্ভব; কিন্তু তাহার বিপরীত দেখ, তাতার-দেশীয় লোকে বিদেশীয়দিগের ধন অপহরণ করা লোভা বলিয়া বিবেচনা করে।

এ সংশয় বিমোচন করাও কঠিন নহে। আমাদের যেমন উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ভ্রাতৃপরতা আছে, সেইরূপ বুদ্ধিরত্তি প্রভৃতি অসংখ্য অনেক মনোরত্তি আছে। বুদ্ধিরত্তি যদি উচিতমত মার্জিত না হয়, তবে তদ্বারা উল্লিখিত প্রধান হুতি সমুদায়ও অসৎ পথে সঞ্চারিত হইতে পারে। তাতার দেশীয়দিগের ভিন্ন-জাতীয় লোককে আপনাদের শত্রু বলিয়া বিশ্বাস আছে, এই

১১০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

হেতু তাহারা ভিন্ন-দেশীয়দিগের প্রাণ-বধ ও অর্থাপ-
 হরণ করা জাতির বিষয় বলিয়া বিবেচনা করে! তাহারা
 ভিন্ন-জাতির ব্যক্তিগতরূপে চোর ও দস্যু সদৃশ বলিয়া
 প্রত্যয় করে, এবং তদনুসারে, তাহাদের অপকার করিতে
 প্ররত হয়। যদি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হইয়া
 এই দেশ দূরীকৃত হইত, তবে আর তাহাদের চোরা ও
 দস্যু রূপকে বিহিত কার্য বোধ হইত না। যদি
 তাহাদের এপ্রকার বিশ্বাস জন্মিয়া দিতে পারা যায়
 যে, কোন-জাতীয় লোক তাহাদের বৈরী নহে, সকল
 লোকই তাহাদিগকে ভাল বাসে ও মিত্র জ্ঞান করিয়া
 তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষ করে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা
 করা যায়, ভিন্ন জাতি মাত্রেই ধন প্রাণ হরণ করা
 কর্তব্য নহে, তবে তাহারা একরূপ অবিকৃত ক্রিয়ায়
 বিচিহ্ন বলিয়া কখনই স্বীকার করিবে না। এতদ্ব্যতীত
 লোকেরা যে জীবিত দেহে মর্ত্য জীবের চিত্তারোহণ,
 গঙ্গাস্রাবণ, সন্তান-বিসর্জন, দেব-সমিধানের নরবলি-
 প্রদান ইত্যাদি দাক্ষিণ্য কর্তব্য, সকল বৈধ বোধ করিয়া
 অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের বুদ্ধির দোষই
 ইহার প্রধান কারণ। তাহারা এই সকল ক্রিয়াকে
 ধর্ম-স্বর্গ ও শুভ-সাধন বলিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।
 সুতরাং শিক্ষকদিগের দোষে শিক্ষিতরাও দূষিত হইয়া
 আসিয়াছেন। নর-হত্যা ও আত্ম-হত্যা যে মহাপাপ
 ইহা তাহারা বিশিষ্ট রূপে অবগত আছেন; এক্ষণে
 যদি জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় জানিতে পারেন,

এ সকল ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই স্বর্গ-সাধন নাহ, শোক, দুঃখ, পীড়া ইত্যাদি প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ ফল, যে পাশ্বে এই সকল বিষয়ের বিধি আছে তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, তাহা কেবল তাঁহাদের কখনই এই সমুদায় নিষ্ঠুর ব্যস্তকে স্মরণ করিয়ে না। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ প্রতিপত্তি প্রকাশ করা যাইতেছে না। এ কথা বস্তুতঃ কি তাহা তাহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে তাহারা বেদ-স্মৃতি দ্বারা ঈশ্বর বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান এই সমুদায় যুক্তি কৰ্মকে স্বর্গ সাধন জ্ঞান করেন না; বরং এ সকল সুপ্রথাকে নিতান্ত অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া বোধ করেন। অতএব, তাহাদের ধর্ম-প্রবৃত্তির স্বভাব ও ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘন সমান, তবে তাহারা আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধি দ্বারা তাহাদের হৃদয়েই, অশুভ ফল উৎপাদন করে। অতএব, তাহাদের হৃদয়েই, বা অজ্ঞান প্রযুক্তই হউক, ধর্ম-লঙ্ঘন করিয়া তাহাদের পাপদণ্ড অবহেলন করিলেই দুঃখরূপ প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইবে। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ধর্ম-বিধানের বৈধতা বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা প্রাকৃতিক পন্থা করিলে সকলেরই এরূপ প্রতীতি হইবে যে, নিয়ম-লঙ্ঘন করিলে বে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা তাহাদের আত্মনিষ্ঠা হিতার্থেই নিয়োজন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহাদের অপার ককণা ও অজ্ঞান দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। এক বৎসর কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্রোধ প্রাপ্ত হইলে

১২. ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

স্বীকার আর সে দুঃখ না করি, এবং এক জনের দণ্ড দেখিয়া অস্ত্রে শান্তিভাষে তীত হইয়া সাবধান হয়, এই দুই পরম প্রয়োজন প্রাকৃতিক-নিরমানুষায়ী দণ্ড-বিধান দ্বারা সাধিত হইতেছে। অতএব, দুঃপ্ররতি নিবারণ এবং বুদ্ধিরতি ও ধর্ম প্ররতির উন্নতি-সাধন ঐ স্রোতাব-সিদ্ধ শান্তির উদ্দেশ্য। অসৎ প্ররতির নিবৃতি হইলে দুঃখ-নাশ হয়, এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও ধর্মোন্নতি হইলে আনন্দ-লাভ হয়, অতএব, মনুষ্যের আনন্দ-বুদ্ধিই ঐ শান্তির প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পুষ্পের সহিত যেমন গন্ধের সম্বন্ধ, ধর্মের সহিত সেইরূপ স্বর্গের সম্বন্ধ। যাঁহারা কহিয়া থাকেন, অনশন, গীতোক্ত-সহিষ্ণুতা, অঙ্গ-বিশেষের অবশ্যতা, শর-শয্যার প্রয়োগ ইত্যাদি অনর্থক ক্রেশ স্বীকার করিলে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, তাঁহারা ঘোরতর অজ্ঞানে আবৃত। আমরা নির্গত কি শারীরিক কি মানসিক কোনপ্রকার ক্রেশ ভোগ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তদ্বারা কোন ক্রমেই ধর্মসঞ্চয় হয় না। সকলপ্রকার ক্রেশই তাঁহাদের নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের দুঃখ-রূপ প্রতিকূল যে মনুষ্যের হিতার্থে মিরোজিত হইয়াছে, তাহা পূর্বে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করা গিয়াছে। ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহারও ঐ তাৎপর্য। আমরা পাপাচরণের দুঃখময়ী ফল ভোগ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, ও অশো

তদৃষ্টে সাবধান হইয়া কুকর্ম-করণে বিরত থাকে, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর সে দুঃখ নির্যোজন করিয়াছেন। ধর্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, অশেষবিধ অপকার উপাধিত হইয়া থাকে। বলবতী ধর্মপ্ররুতি সকল সতেজে ঢালনা করিলে যে সুবিস্ময় সুখ সন্যোগ এবং বাহ্য, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়; লোকের নিন্দা ও দণ্ডের পাত্র হইয়া মজা অনুরূপে কালব্যাপন করিতে হয়, ধর্ম বিষয়ক নিয়মের বিকল্যাচরণ করিয়া যে বিষয়ে প্ররুত হওয়া যায়, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য না হইয়া নৈরাশ ও বিরক্তি রূপ ফল ভোগ করিতে হয়, এবং বুদ্ধিরুতি ও ধর্মপ্ররুতি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে, ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ না হইয়া পীড়িত ও ক্রিষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্যাচরণের এই সকল অশুভ ফল দৃষ্টি করিয়া আত্মরক্ষা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধর্মাসুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, এই অভিপ্রায়ে পরম কাকণিক পরমেশ্বর তাহাতে দুঃখনির্যোজন করিয়াছেন। অতএব, সংসারে অধর্ম ও দুঃখনাশ এবং ধর্ম ও সুখসুখি এরূপ দুই বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি ও বাহ্য বস্তুর সমুদয় শৃঙ্খলা তাহার সম্যক-রূপ উপোযোগিনী।

অষ্টম অধ্যায় ।

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমাবেশ কার্য ।

পরমেশ্বর যে নিয়ম প্রতিপালনের যেপ্রকার কল
বিধান করিয়াছেন, এবং যে নিয়ম লঙ্ঘনের যে প্রকার
শাস্তি নিয়োজন করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার
অন্যথা হইতে পারে না। কিন্তু যদি দুই, তিন বা
তদধিক নিয়ম পরস্পর সহকারী বা বিরুদ্ধকারী হইয়া
এক এক কার্য উৎপাদন করে, তাহা হইলে তন্মধ্যে
কোন নিয়মের কি কল ও কোন কারণের কি কার্য
তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। তাহা নিরূপণ করিতে
না পারাতেই, লোকে নানাপ্রকার অমূলক কারণ
কল্পনা করিয়া থাকে।

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর সমবেশ
হইয়া কার্য করিলে বেরূপ কলের উৎপত্তি হয়, তাহার
কয়েকটা উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

ফালামি রিপূর বশীভূত হইয়া অশেষপ্রকার
সহিতাচরণ করত রাত্রিজাগরণ করিলে, শরীর অসুস্থ
হয়। এ স্থলে যদিও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতেই
রোগ জন্মে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রথমে ধর্ম-
বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হওয়াতেই, আনুযায়িক
শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়া উঠে।

যদি কেহ বায়-কুণ্ড হইয়া দুর্গন্ধময় বদধ্যা স্থানে বাস ও অহিতকারী বস্তু ভক্ষণ করে, তবে তাহার শরীরে অসুস্থ ও অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়। এ স্থলে শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনই ঐ ব্যক্তির শারীরিক ও মনসিক অসুস্থতার মুখ্য কারণ বটে, কিন্তু তাহার অর্জন-স্পৃহা-বৃত্তি অতিশয় বলবতী হওয়াতেই, শারীরিক নিয়ম-পরিপালনে ব্যতিক্রম ঘটয়া উঠে।

অনিপুণ নাবিকের সুনির্মিত দৃঢ় নৌকা ভাঙ করিলে অধিক ভাড়া লাগিবে এই ভয়ে যে রূপণ ব্যক্তি কোন অনিপুণ নাবিকের পুরাতন জীর্ণ নৌকার প্রবোহণ করে, তাহার জল-ময়া হইয়া প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনই ঐ দুর্ঘটনা ঘটবার কারণ বটে, কিন্তু অর্জন-স্পৃহা-বৃত্তির প্রবলতাকে উহার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্বে, সামাজিক নিয়মের বিষয়ে বাহা নির্ধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, অনেকে ঐক্য হইয়া কার্য-বিশেষে কোন প্রধান ব্যক্তির বশবর্তী হইয়া চলিলে বিস্তর উপকার দর্শে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই কার্য-সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সুশিক্ষিত এবং তৎপ্রতিপালন বিষয়ে সম্যক-রূপ সমর্থ, তাঁহাকেই প্রধান পদে নিযুক্ত করা কর্তব্য। এ নিয়মের অগ্রথাচরণ হইলে, উপকার দূরে থাকুক, অপকারেরই সম্ভাবনা। যৎকালে করাপিশদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন কতকগুলি ইং-

১১৬ ধর্ম-বৈয়াক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

লণ্ডেনীয় রণতরি যুদ্ধসম্বন্ধীয় জবাবদি লইয়া বাল্টিক সাগরে আগমন করিয়াছিল। তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবার সময়ে দুই তিন দিন ক্রমশঃ অত্যন্ত কুজ্জ্বটিকা হইল। কখন কোন্ জাহাজ কোন্ স্থান দিয়া চলিতে লাগিল, তাহা নিরূপিত হওয়া মুকঠিন হইল। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া কোন কোন পোতাধ্যক্ষ এইপ্রকার প্রস্তাব করিলেন যে, রাত্রে নৌকা চালনা না করিয়া কেবল দিবসে চালনা করায় কর্তব্য। কিন্তু পোতাধিপতি স্বীয় স্ত্রী পরিবারে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এ নিমিত্ত, শীঘ্র গৃহে গমন কাঙ্ক্ষা তাহাদের সহিত একত্রে ইশু প্রিন্সের জাহাজেও সব সম্ভাবনা করণার্থ বাণী ও প্রতিজ্ঞারূপে হইয়া দিবারাত্র সমস্ত রাতে জাহাজ চালাইতে অনুমতি করিলেন। যে দিন এই আদেশ দিলেন, সেই দিন রাত্রেই সমুদ্রের জাহাজ ওলন্দাজদিগের দেশের নিকট এক চড়ায় গিয়া লাগিল। দুই খান জাহাজ এক কালে চূর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহাতে বহু লোক ছিল সকলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। আর এক খান গিয়া সমুদ্র-তটের উপর হইল। জাহাজের মাল্লারা যদিও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, কিন্তু শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া কয়েক বৎসর পর্যন্ত কারাবাসে ছিল। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনই এই বিপদ ঘটনার মুখ্য কারণ বটে, কিন্তু পোতাধিপতির নিরুক্ত প্রকৃতির প্রবলতা হইতেই ইহার ত্রুটি হইল। যদি তাঁহার আসক্তলিপ্সার ন্যায় উপচিৎসে, ন্যায়-

রতা, ও বুদ্ধিরক্তি বলবতী থাকিত, এবং আবশ্যপরি-
হারের ইচ্ছা চেষ্ঠা করা যেমন আবশ্যক, আপন অধীন
পাতঙ্গ ব্যক্তিদিগের মঙ্গল চেষ্ঠা করাও সেইরূপ কর্তব্য
শিখা। ক্ষদয়ক্ষম হইত, বিশেষতঃ যদি তাঁহার এরূপ
বাধ থাকিত যে, এ প্রকার চঃনাহসিক কার্য করিলে
তাপনার প্রাণ নাশ হইয়া স্ত্রী পরিবারেরও অশেষ ক্লেশ
উপস্থিত হইতে পারে, তবে তিনি এ প্রকার বিকল্প
ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না।

এক জন পোতবাহ কুশ সাহেবকে কহিয়াছিল, আমি
এক বার এক জাহাজের কর্মে নিযুক্ত হইয়া আমেরিকায়
গিয়াছিলাম; তাহার পোতাধক্ষ অতি উত্তম লোক।
তিনি দেশ-বিশেষের জল বায়ুর গুণ অবগত ছিলেন,
এবং ঋটিকা পূর্ব লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারিতেন।
এক দিন তিনি বাস্ত হইয়া উপরকার মাস্তুল নামাইলেন,
পালের দণ্ড নত করিলেন, কামান সকল বন্ধন করিলেন,
এবং পোতঙ্গ প্রত্যেক ব্যক্তিকে ছয় প্রহরের উপযুক্ত
খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে কহিলেন। এই
সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই ঋটিকা
উপস্থিত হইল। জাহাজের লোকেরা সকলেই এপ্রকার
সতর্ক ও প্রস্তুত ছিল, যে যখন যে কার্য সাধন করা
আবশ্যক, তৎক্ষণাৎ তাহা নির্বাহ করিতে লাগিল।
ইহাতে সে জাহাজ অনায়াসে বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া
নির্বিঘ্নে চলিল। তাহার সমীপবর্তী আর আর সমুদায়
জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং অনেকখানা ভগ্ন

১১৮ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

ও জল-মগ্নও হইল । ধর্ম-প্রতির ও বুদ্ধিরতির প্রাণীকরণে যে কি পর্যন্ত হিতকারক, তাহা এই উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে । বৎসারা বুদ্ধিরতি ও ধর্ম-প্রতির উপদেশানুসারে নৌকা-পরিচালন-বিষয়ক ভৌতিক নিয়ম প্রতিপালন করিল, তাহারা প্রবল বায়ু-স্থলে পতিত হইয়াও রক্ষা পাইল, এবং বৎসারা তদ্বিষয়ে অবহেলা করিলেক, তাহারা অন্ত্যস্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া অনেকে মৃত্যুগ্রাসে প্রবেশ করিল ।

আমাদিগের বুদ্ধিরতি, পরিমার্জিত হইয়া পুনর্বার জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইবে, ভৌতিক ও শাশ্বতীয় নিয়ম প্রতিপালন করা তত সুগম হইয়া আসিবে । এখন অনেক গণিত-কটিকার নিয়ম বিকল্পণ দ্বারা যত্ববান হইরাছেন । তাঁহারা তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইবেন, লোকে কটিকা-বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন তত সমর্থ হইতে থাকিবে । অতঃপর হওয়া গিয়াছে, নবজীনও-নিবাসী লোকে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বে লক্ষণ দেখিয়া এমন বুদ্ধিতে পারে যে, তাহা শুনিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হইতে হয় । কাপ্তেন জুজু সাহেব সীরা বরমানাগর সমভিব্যাহারে জলপথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নৌকাও এই দেশে একটি সামান্য লোক ছিল । এক দিবস সায়ংকালে সেই ব্যক্তি আকাশ-মণ্ডলে কিছুদূর মেঘ দেখিয়াও কছিল, কল্যাণ-বৃষ্টি হইবে । বাস্তবিকও, পর দিবস প্রাতঃকালে যোক্তর জলবর্ষণ হইয়া তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইল ।

• ঋতিকা-বিষয়ক নিয়ম সুন্দর রূপে নিরূপিত হইলে পারে, কি প্রকারে ঋতিকা-উৎপত্তি হয় ও তদ্বারা কি উপায় হইতে পারে, তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যাইবে। কিন্তু যে সকল ভৌতিক নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিলে, এক্ষণে ঋতিকা-সম্বন্ধে অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে। কত শত নৌকা পুড়ান ও জীর্ণ এবং অনভিজ্ঞ নাবিক-দিগের দ্বারা চালিত হওয়াতে, ভয় ও জল-মগ্ন হয়। অর্জুনসুহা-রক্তির প্রবলতা ও বুদ্ধিরক্তির হীনতাই এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিবার মূল কারণ।

সংসারে একেবারে কত শত কার্য-কারণপ্রণালী চলিতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? যে কারণের যে কার্য তাহা অবশ্যই ঘটে; কিন্তু অন্য কারণ উপস্থিত হইয়া সে কার্যের পরিধি করিতে বা ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে। লোকে সমুদায় কার্যের সমুদায় কারণ নিরূপণ বিষয়ে অসমর্থতা বশতঃ শুভাদৃষ্ট, দুর্ভাদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, দৈব-বিড়ম্বনা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ লইয়া মতামতোল্লিখিত করিয়া থাকে। যদি কোন নৌকা বিহিত বিধানে চালিত না হওয়াতে, জলমগ্ন হয়, আর নৌকাস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ সম্ভরণ দ্বারা রক্ষা পায় এবং অবশিষ্ট সকলে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে তবে লোকে এই-রূপে বোধ করে যে, তাহারা উত্তীর্ণ হইল, পরমেশ্বর বিশিষ্টরূপ প্রদত্ত হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন,

১২০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

এবং যাহারা জল-মগ্ন হইয়া নষ্ট হইল, পরমেশ্বর তাহাদিগকে বিড়খনা করিয়া নষ্ট করিলেন। এরূপ বিবেচনা নিতান্ত আত্মশূলক। পরমেশ্বর যে স্বয়ং সমরবিশেষে কাহারও প্রতি প্রসন্ন ও কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া কোন শুভাশুভ ফল উৎপাদন করেন, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। সকল কার্যই নির্দিষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। নৌকা-পরিচালন-বিষয়ক ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, নৌকা জলমগ্ন হয়, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক অনিপুণ নাবিকের নৌকার আয়োজন করিলে, সমুদ্রে পতিত হইতে হয়, অগ্নীশ্বর জ্বলের সহিত মানব-দেহের যেরূপ সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন তদনুসারে সম্ভরণ করিতে না পাশিলে, নদী বা সমুদ্র-সলিল প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়, এবং তদ্বিষয়ে সক্ষম হইলে, উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমস্ত ব্যাপার পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সমুদ্র ঘটনার পূর্বে কাহারও শুভাশুভ নিরূপিত থাকে না, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহও এই সমস্ত বিপৎ-পাতের কারণ নহে।

আমরা কার্য কারণ বিবেচনা করিয়া যে কয়েক প্রকৃত হই, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অকস্মাৎ তাহার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া সেই কার্য সাধনের বাতিলকর ঘটিলে, সেই ঘটনাকে হুর্দৈব কহিয়া থাকি। যদি কোন

বণিক্ নৌকা করিয়া দূর দেশে পণ্য দ্রব্য প্রেরণ করেন, আর পণ্য মধ্যে প্রবল ঋটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা জল মগ্ন হয়, তবে লোক ইহাকে কুগ্রহ, দুর্ঘট্ট ও পরমেশ্বরের বিড়ম্বনার ফল বলিয়া উল্লেখ করে। কিন্তু বাস্তবিক স্ফী পূর্ব দুর্ঘট্টের ফলও নহে এবং পরমেশ্বরের বিড়ম্বনারও কার্য্য নহে। সুগ্রহ কুগ্রহ এ দুই শব্দের অর্থ নিতান্ত অলীক। * সমুদ্রার ব্যাপারই জগদীশ্বরের সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটয়া থাকে। বণিক্ আপন পণ্য দ্রব্যের জন্য বিক্রয়াদি সংক্রান্ত কার্য্য কারণ বিবেচনা পূর্বক অর্থ লাভ-প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন থাকে, তাহার অনশ্লিত ঋটিকাদি-বিষয়ক-নিয়মানুগত অল্প ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহার সে আশা বিফল করিয়া ফেলে। কিন্তু বাণিজ্য-সংক্রান্ত নিয়ম ও ঋটিকা-সম্বন্ধীয় নিয়ম উভয়ই পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, এবং উভয়ই স্বতন্ত্র থাকিয়া নির্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে কার্য্য

* বঙ্গল, দুখ, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ সকল প্রভুরাদির দ্বারা জড় পদার্থময়। বুদ্ধিজীবী জীবের ন্যায় তাহাদের সঙ্কল্পবিকল্প, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুগ্রহ মিগ্রহ থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যদি তাহাদের বধার্থই এই সকল গুণ থাকিত, তাহা হইলেও মর্ত্যলোকস্থ মনুষ্যদিগের সম্বন্ধ তাহাদের সম্বন্ধ কি? পরমেশ্বর যে সমুদ্রার প্রাকৃতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুসারেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। এতদ্বারা তুষ্টি রুটিতে লোকের সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, এ কথা সন্নিদ্যাশালী বিজ্ঞ লোকদিগের নিকটে কহিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

১২২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

করিতেছে। আরো সেই সমুদয় নিয়মানুসারে কার্য করিতে না পারাতেই, পিঙ্গ হইয়া থাকি।

যেমন অলঙ্কিত কাবণান্তর দ্বারা লঙ্কিত কার্যের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কখন সুবিধাও হইয়া থাকে। যদি কোন বণিক দূর দেশে পণ্ড্রবহু প্রেরণ করে, আর সেই সময়ে সে দেশে তাহার মূল্য একেবারে চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়, তবে সেই বণিকের আশাভীত অর্থ লাভ হয়। লোকে এপ্রকার ঘটনাকে সুগ্রহ, শুভাদৃষ্ট, দৈবাহুগত ঈশ্বরানুগ্রহ প্রভৃতির ফল বলিয়া থাকে, কিন্তু এ ঘটনা গুরুত্ব বণিকের শুভাদৃষ্ট নিরূপিত ছিল না। এ ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহবশতঃও ইহা ঘটে নাই। তিনি যে সকল সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রায় পালন করিতেছেন, তদনুসারেই সকলপ্রকার লঙ্ঘিত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে কারণের যে কার্য তাহা তদনুযায়ী ঘটে। তবে নানাসারে নানাপ্রকার কারণ মিশ্রিত হইয়া এক এক কার্য উপস্থাপন করে, ইহাতেই সকল সময়ে সকল কারণের সমান কার্য প্রভাব হয় না। যদি দুই ব্যক্তি সমান পরিমাণে গুরু-পাক জন্য ডাক্তার করে, আর তাহাতেই এক ব্যক্তির ঈদমানের জন্মে, এবং অল্প ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতা ও পুষ্টি বর্জন হয়, তবে যে সেইজন্মের ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাস ধারণ করে, এমত নহে। মানব-সংসারের সহিত তাহার যে সাদৃশ্যিক সংস্কৃতি নিরূপিত আছে, কিছুতেই

তাহার অনুষ্ঠান হয় না। ব্যক্তি বিশেষের পরিপাক-শক্তি তারতম্যানুযায়ী তাহা প্রত্যেকের ভিন্নতা হইয়া থাকে।

জ্ঞান কারণ অতিক্রম বা কোম নিম্নে বর্ণিত করাও যায় না। আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর সত্ত্ব গুণ ভূতলে বদ্ধ রহিয়াছে। সেই কারণে নিম্নের অত্যাগত বস্তু যে, বায়ম-দেহও উহা উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু যখন বায়ম-বান-বস্ত্র সহকারে উদ্ধগামী হইতে পারেন বলিয় লোকে জ্ঞান করিতে পারে, তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া, বায়ম-বস্ত্র আকর্ষণ গুণ অতিক্রম করাদ্বারা বায়ম-বানের উচ্চ গমন ও আকর্ষণ-শক্তিরই কার্য। যেমন নোনা ও তৈল স্রবণাদি নিম্নে করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে, বায়ম-বস্ত্র সেইরূপে বাতের সহ্য দিয়া উদ্ধগামী হয়। কিন্তু বায়মকেও যেমন আকর্ষণ করে, বায়ম-বানকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু বায়ম-বানে যে বায়ম থাকে, তাহা একগুণ নয়, যে সমুদ্রের বায়ম-বান আপনার অল্পতন-প্রমাণ বায়ম-রাশি অপেক্ষায় লঘুতর হইয়া উদ্ধগামী হয়। অতএব, এ স্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রিয়ার কিছুমাত্র বাতিক্রম পড়েনা। স্ট্রটেলের অন্তঃ-প্রাণী প্রাসগৌনভাবে একবার জ্বর-রোগ প্রবল হইয়া অত্যন্ত মরক উপস্থিত হয়। তথাকার ধনী, বিনয়ন, তনু, অভ্যস্ত প্রায় সকল পরিবারেই ঐ রোগ প্রবিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তথাকার কারা-

১২৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

গায়ের এক ব্যক্তিও তদ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। ইহাতে লোকে মনে করিতে পারে, কারাগারের অধ্যক্ষেরা শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করিবার কোন সন্ধান পাইরাছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বায়ুর সহিত অহিতকারী দুই বাষ্প মিশ্রিত থাকিলে জ্বর রোগের আবির্ভাব হয়, এবং বাহ্যদের শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ, তাহারা তদ্বারা আশু আক্রান্ত হয়। এই নিয়ম অবগত থাকিতে, কারাগারের অধ্যক্ষেরা তথায় উভয়রূপ বায়ু-সঞ্চারের ও গৃহ-পাণ্ডারের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কারাকর ব্যক্তিদিগকে প্রত্যহ ১০ হৈতকারী বায়ু প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই তথায় মরক উপস্থিত হইতে পারে নাই। অতএব, শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করা বৈধ থাকুক, তাহা প্রতিপালিত হওয়াতেই, কারাকর ব্যক্তিরা মারীভর হইতে নিস্তার পাইরাছেন।

পরমেশ্বর যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-মঙ্গল পালন করিতেছেন, তাহা অতিক্রম করা বরং তাহা অতিক্রম করিলে লুপ্ত-লাভ হয়, এপ্রকার জ্ঞান যত নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য। তিনি যে বিষয়ে যে নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই, এবং যে কার্যের যে ফল বিধান করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিবারও সম্ভাবনা নাই।

নবম অধ্যায় ।

প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-দুঃখক কি না

তাহার বিচার ।

কেহ কেহ এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে যখন সৰ্ব সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করা যায়, তখন সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মই কল্যাণদায়ক বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষের সুখ দুঃখের বিষয় আলোচনা করা যায় তখন সেই সমুদায় কেবল ক্রোশের কারণ রূপে প্রতীয়মান হয় । বিচার কালেও জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা অতি সূচক বোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য কালে তাহা অত্যন্ত অশুভকর বোধ হয় । বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পূর্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত করা অতি সূক্ষ্ম । যাহা সৰ্ব সাধারণের শুভদায়ক, তাহা অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিরও শুভদায়ক তাহার সন্দেহ নাই । যে নিয়মকে মানব-জাতির সুখদায়ক বলা যায়, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরও সুখদায়ক বলিতে হইবে, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য কখন মনুষ্য-জাতির অন্তর্ভুক্ত বই নাই-ভূত নছে । যেমন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন রক্তের সমষ্টিতে বন বা উপবন বলা যায়, সেইরূপ, সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের সমষ্টিতে মনুষ্য-জাতি বলে । যেমন রক্তির জল বন বা উপবনের পক্ষে উপকারজনক বলিলে, ঐ জল

১২৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল।

তব্ধ প্রত্যেক বৃক্ষের পক্ষে উপকার-জনক বলা হয়, সেইরূপ, যে নিয়ম মানব-জাতির শুভ-দায়ক, তাহা প্রত্যেক মানবেরও শুভ-দায়ক বলিতে হয়। বিশ্ব-ব্যাপারের যেরূপ প্রণালীতে নৈসর্গিক বস্তুর প্রভাব বা প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গতচরণ বশতঃ লোকের অনিষ্ট ঘটনা হয় তাহা কিরূপে ও কি কারণে সৃষ্ট হইল ইহা আমাদের জামিবার বিষয় নয়। বিশ্ব যন্ত্রের সাধারণ ক্রিয়া সমষ্টি চির দিন অরাদে চলিতে পারে, সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের এই একটা প্রধান উদ্দেশ্য তাহার সন্দেহ নাই। সেই সমস্ত নিয়ম মনুষ্যমাত্রেই হিতকারী বই অহিতকারী নয়। তাহার একটা রহিত হইলেই সকলেরই অন্তঃ সঞ্চার হয়। গম্পস্থলে অতি সগম করিয়া এ বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

এক স্থপতি কোন গৃহস্থের গৃহ সংস্কার করিতেছিল, হঠাৎ গদ-স্থলন হওয়াতে, ছাদের উপর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া সর্বদে আহত ও ভগ্ন-পাদ হইল। ইহাতে সে সাতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইয়া বিধাতার প্রাণ দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিল, “হে বিধাতঃ! কে তোমার সৃষ্টির প্রাণংসা করে? তুমি অতি নির্দয়। তুমি আমাকে এমন অজ্ঞান ও অশক্ত করিয়াছ, যে আমি এই বিষম বিপদে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে কণেও কিছুই জানিতে পারিলাম না, এবং এই দুর্ঘটনা ঘটবার সময়ে ইহা আর নিবারণ করিতেও সমর্থ হইলাম না।” বিধাতা তাহার

কথার কর্ণ পাত করিয়া কহিলেন, “বৎস! তুমি আমার কোন্ নিরমের দোষোপেক্ষ করিতেছ বল, তাহার প্রতীকার করি।” হুপতি উত্তর করিল, “হে ব্রহ্মন্! যে নিরম থাকাতে পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয়, এবং লোকে যাহাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে, সেই নিরম দ্বারা আমার এই বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। আমি ছাদের প্রান্তে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিতেছিলাম ইচ্ছা তাহার এক ধান শিখিল ইচ্ছাকের উপর পদার্পণ করাতে একেবারে ভূতলে পতিত হইয়া মৃত-প্রায় হইয়াছি।” ইহা শ্রবণ করিয়া বিধাতা বলিলেন, আমি তোমাদের মঙ্গল সঙ্কল্প করিয়া এই নিরম সংস্থাপন করিয়াছি, ইহাতে তুমি যদি সন্তুষ্ট না হইলে, তবে যে বর তোমার অভিষ্ট হয় প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব।” তাহাতে হুপতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া রিবেদন করিল, “হে ককণাময় লোকনাথ! আমার সর্ব্বদেহে যে দাক্ষণ বেদনা হইয়াছে, তাহার শাস্তি কর, এবং বাহাতে আমাকে তোমার মাধ্যাকর্ষণ-বিবরক নিরমের অধীন থাকিতে না হয় তাহার উপায় করিয়া দাও।” ইহাতে ভগবান্ “তথাস্তু” বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

হুপতি পরম পুলকিত হইয়া বিধাতা পুরুষের ব্যাংবার ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তদন্ত করণে তাহার অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার গাজ-বেদনা দূরীকৃত

১২৮ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

হইল, এবং সর্ব শরীর পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ছাদের উপর অবস্থিত হইল। ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চতুর্দিক অবলোকন করিতে লাগিল, এবং আপনাকে কৃত-কার্য মানিয়া সাতিশর হর্ষিত হইল। পরে ছাদের উপরে পদ বিক্ষেপের চেষ্টা করিয়া দেখে যে, পূর্ববৎ আর চলিতে পারে না। সে আর পূর্বোক্ত মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ থাকি আর ন থাকি তুল্য হইল। শরীরের ভারবদ্ধ-বশতঃ পৃথিবীতে অক্লেপে পদ বিক্ষেপ করা যায়। মাধ্যাকর্ষণের ভারের কারণ, অতএব মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে সহজে পদ চালনা করা সম্ভাবিত হয় না। সুপতি কর্ত্তিকে করিয়া ছাদের উপর চণ্ডীক দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! তাহা ছাদে পতিত না হইয়া ঝুনোতেই থাকিল; কারণ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে কোন দ্রব্য পতিত হয় না। সুপতি এই সমস্ত অসম্ভাবিত ব্যাপার দৃষ্টে অত্যন্ত ভয়তুর হইয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার শরীর মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পদ-ধরুতলে আকৃষ্ট না হওয়াতে, বেগুন যেমন আকাশে স্থির হইয়া থাকে, সে তেমনি শূন্যে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। আর ঘাতিনা সহিতে না পারিয়া শরীর তৃতলে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা পাঠিল, তথাপি তাহা অধঃ-পতিত হইল না।

ইহাতে স্থপতি অত্যন্ত ভীত ও যাতনা-গ্রস্ত হইয়া,
 “হা বিধাতা, হা বিধাতা!” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার
 করিতে লাগিল। পরম, কৃপালু প্রজাপতি তাহা অবগ
 কন কহিলেন, “বৎস! আমার তোমার কি বিপত্তি
 ঘটিয়াছে যে, তুমি পুনর্বার ক্রন্দন করিতেছ? তোমার
 ভয়ভ্রোষের বিষয় আর কি আছে? তুমি যে ভৌতিক
 নিয়মের অধীন থাকিতে ছাদ হইতে পতিত হইয়াছিলে,
 তাহা তোমার পক্ষে স্থগিত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার
 গাত্র-বেদনার শান্তি হইয়াছে, আর হস্ত পদাদি ভগ্ন
 হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি নির্দিষ্ট পুনর্বার
 বিলাপ করিতেছ?”

ইহা শুনিয়া স্থপতি কহিল, “হে ব্রহ্মন্! অপরাধ
 মার্জনা কর। কেবল অজ্ঞানাজ্ঞর ও স্পর্ধায়ুক্ত হইয়া এমন
 বিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমাকে পূর্ববৎ
 বেদনা-গ্রস্ত করিয়া রাখ সেও ভাল, তথাপি পুনর্বার
 ঋণ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন করিয়া দাও”।

বিধাতা “তথাস্তু” বলিয়া তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ
 করিলেন। স্থপতি তৎক্ষণাৎ পূর্ববৎ বেদনা-গ্রস্ত
 হইয়া শয্যা-শায়ী হইল। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের
 প্রতিকূল স্বরূপ রোগ ভোগ করিয়া পুনর্বার প্রকৃতিস্থ
 হইল এবং পূর্ববৎ ছাদের উপর আরোহণ করিয়া
 গা-সংস্কার আরম্ভ করিল। মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়ম
 লঙ্ঘনকার-জনক জানিয়া সক্রুদ্ধ চিত্তে বিধাতার
 ঋণ্য ধন্যবাদ করিল, এবং তদ্বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন

১৩০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

পুঙ্খক ঐ নিয়মের বখাৰ্থ তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া ও তৎ-
প্রতিপালনে যত্নবান থাকিয়া নিৰ্ব্বিয়ে কাল যাপন
করিতে লাগিল। এ বিষয় যত আলোচনা করিল,
ততই পরম বিধাতা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার
কৰুণার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ
করিল। তদ্বারা জাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল
পরিচালিত ও বর্ধিত হওয়াতে, তাহার বোধ হইল,
আমি এক অভিনব সুখরাজ্যে আগমন করিয়াছি।

বিধাতা স্থপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যেমন
অন্তর্হিত হইবেন অমনি এক কথকের আত্মনাদ শ্রবণ
করিলেন। কথক উঠেঃ স্বরে কহিতেছে “হে বিধাতঃ!
তুমি আমাকে কি অপরাধে এমন দুর্ভাগ্য করিয়াছ?
আমি যাতনায় অস্থির হইয়া বহু ক্রেশ্ণকাল যাপন
করিতেছি। আমার এক এক দিবস এক এক বৎসর
জান হইতেছে।” বিধাতা তাহার আত্মনাদ শ্রবণ
করিয়া কহিলেন, “বৎস! তুমি কি দুর্কিপাত্রে পতিত
হইয়াছ? কি নিমিত্তই বা এত পৈদ করিতেছ? আমার
কোন নিয়মই বা তোমার ক্রেশ্ণকর হইয়াছে?” কথক
প্রত্যুত্তর করিল, “হে বিধাতঃ! দেখ, তোমার নিয়ম
মানুবর্তী হইয়া ভূমি-কর্ষণ, বীজ-বপন, জল-সেবা
প্রভৃতি কষ্ট-সাধ্য কর্ম না করিলে, অন্ন পাওয়া বা
লা। আমি তোমার নিয়মানুসারে শস্ত্র-ক্ষেত্রে কল
করিতেছিলাম, এমন সময় বারি-বর্ষণ হইতে লাগিল
সে জল যদি কেবল ভূমিতে বর্ষিত হইত তবে হা।

ছিল না, আবার আমার গায়েও পতিত হইল। তাহাতে আমার বস্ত্র অশুদ্ধ হইল, সন্দেহ নীতল হইল, অশেষের দ্বারা হইয়া ঘোর বিপত্তি উপস্থিত হইল। এক্ষণে দাঁহ পিপাসার অসীম ইচ্ছা মুহূর্ত্তে পার্শ্ব পাশবর্তন করিতেছি। হে পিতা! তুমি সন্তানের প্রতি যত্ন নিদয়।”

প্রজ্ঞাপতি তাহার খেদোহিত অবগত করিয়া কহিলেন, “বৎস! আমি তোমার কল্যাণার্থ ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি; তুমি তাহাব নিভাস্ত বিকলোচরণ করিয়া এই যজ্ঞার্থ ভোগ করিতেছ। আমার নিয়মেদ অন্যপ্রকার করিলেও, তোমাকে তদর্থে হ্রেশ দেওয়া আবশ্যক ছিল না। তুমি নিয়ম-লঙ্ঘনের ক্লেম-ময় ফল অবগত হইয়া আপনার কর্তব্য সাধনে যত্নমান লোকিন। পুণী হইবে এই অতিপ্রায়ে, তোমার অত্যাচারের প্রতিকল স্বরূপ দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছি। এখন তোমার কি প্রার্থনা বল, তাহাই পূর্ণ করি।”

ক্লেমক কহিল, “হে প্রবন্ধ! তোমার নিয়ম দ্বারা কি প্রকারে আমার উপকার দর্শিতে পারে? বখন আমি তোমার সমুদায় নিয়ম অবগত ও তৎ-প্রতিপালনে সম্যক সমর্থ নছি, তখন তদ্বারা কেবল ক্লেম ঘটনারই সম্ভাবনা। এক্ষণে এই ভিক্ষা, তোমার নিয়মরূপ পাশ হইতে আমাকে মুক্ত কর; অন্য বর প্রার্থনা করি না।”

বিধাতা কহিলেন, “আমি তোমার রোগ নিবারণ করিলাম, এবং যে সকল নিয়ম তোমার প্রকার

১৩২ ধর্ম-বিসয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল :

ক্লেশকর হইয়াছে, তাহাও স্থগিত করিয়া রাখিলাম।
অদৃশ্যমি তোমার শরীর ও বস্ত্রাদি জলে আর্দ্র হইবে
না, তোমার গাত্র আর শীতল ও উষ্ণ বোধ হইবে না,
এবং তোমার অঙ্গ সকল আর বেদনা-গ্রস্ত হইবে না।
এখন স্তব্ধ হইলে ?”

ইহাতে কৃষক পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিল, “ হে
করণামর বিধাতা! আমি তোমার প্রসাদে চরিতার্থ
হইলাম, আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইল,
আমি তোমাকে পরম মঙ্গলাকর জানিয়া তোমার
আরাধনার প্রবৃত্ত হইলাম।”

কৃষক এই কথা কহিতে কহিতে নীরোগ, বলিষ্ঠ ও
প্রফুল্লচিত্ত হইল, এবং তন্নিমিত্ত বিধাতা পুরুষের পুনঃ
পুনঃ ধন্যবাদ করিয়া ক্ষেত্রে গিয়া কার্ধ্যারম্ভ করিল।
তখন শরৎকাল, বারংবার পর্যায়ক্রমে বৃষ্টি ও রৌদ্র
হইতে লাগিল; কিন্তু জলেও তাহার গাত্র ও বস্ত্র আর্দ্র
হইল না, এবং রৌদ্রেও তাহার শরীর উত্তপ্ত ও ঘর্মাক্ত
হইল না। তাহার পক্ষে কতকগুলি ভৌতিক ও
শারীরিক নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছিল।

কৃষক ছুটি চিতে ক্ষেত্রের কার্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে
প্রত্যাগমন পূর্বক জল আহরণ করিয়া পাদ প্রক্ষালন
করিল, কিন্তু তাহার শরীর তাহাতে দ্বিগুণ বোধ হইল
না; কারণ বিধাতার বরে তাহার শীতোষ্ণাদি অনুভব
করিবার শক্তি এক বারে রহিত হইয়াছিল। তদনন্তর
নিকটবর্তিনী নদীতে অবতীর্ণ হইয়া অবগাহন করিল,

কিন্তু তাহাতেও পূর্বের মত আর শরীর শিথল হইল না, এবং পরিধেয় বস্ত্র জল-মিশ্রিত না হওয়াতে, তাহার মল্য দূর হইল না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ক্লমক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল, এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি মনঃ-কম্পিত বর প্রার্থনা করিয়া সুব্রিচির কালের নিমিত্ত সূত্রে জলাঞ্জলি দিলাম। অব-গাহমান্তে অত্যন্ত চিন্তাবিহীন হইয়া গৃহে প্রত্যাহারমূলক পূর্বক একটি শিশু সন্তানকে কোড়ে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! পূর্বে যেমন তাহাকে কোড়ে করিয়া স্পর্শ-জনিত সূত্রে লাভ করিত, সেসকল সুখানুভবে সমর্থ হইল না। সেই শিশুকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিল, এবং উৎসুক মনে তাহার অঙ্গসকল মধুর বাক্য জবাব করিল, কিন্তু তাহাকে যে স্পর্শ করিতেছে এমনত বোধই হইল না। সেই ক্লমকের স্পর্শানুভব-বিষয়ক শারীরিক নিয়ম স্থগিত হওয়াতে, সমুদায় গাত্র স্পর্শ-শক্তি-বিহীন হইয়াছিল। সে দেহাভিযুক্ত নেত্রে সেই শিশু সন্তানকে দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত উৎসুক সহকারে তাহাকে গাঢ় রূপে আলিঙ্গন করিল, কিন্তু কিছুতেই পূর্ববৎ স্পর্শ বোধ ও সুখানুভব করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে তাহার কঠিন হৃদয় দ্বারা সিঁপীড়িত হওয়াতে, উক্ত শিশু উচ্চৈঃ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন ক্লমক মনে মনে শোচনা করিতে লাগিল, “আমি না সুব্রিচি কি গর্হিত করছি করিয়াছি। আমার পক্ষে কতিপয় শারীরিক নিয়ম এক-বারে স্থগিত

হইয়াছে।” অনন্তর সে ব্যক্তি অতিশয় রোজ্জ মেবমানি অশেষবিধ অহিতাচার করিতে, কথ ও উদ্দেশ্যীয় হইতে লাগিল, কিন্তু তুচ্ছ ক্রেশানুভব না হওয়াতে, চিকিৎসা করাইতে প্রস্তুত হইল না। ইহাতে ক্রেশানুভব আপনাতঃ মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিল, পূর্বাবধি আমার দেহ-যন্ত্র উল্লঙ্ঘন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ক্রেশানুভব-শক্তি না থাকাতে, পীড়া অনুভব করিতে পারি নাই, সুতরাং রোগ-শক্তির চেষ্টাও করি নাই। ইহাতে স্বেচ্ছা অতিতৃত ও ভয়ে কল্পাবৃত হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিল, “হে বিধাতা! তুমিও আমার পর তাগাহীন মনুষ্য আর কেহ নাই। আমি সমুদায় স্মৃতি-বঞ্চিত হইয়াছি। আমার শরীর উদ্ভ্রাণ হইল, তথ্যগণি আমি রোগানুভব করিতে সমর্থ না হওয়াতে, তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারি না। হে প্রজাপালক! তুমি আমাকে কেন দুঃখী কেন করিলে?”

বিধাতা তাহার রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “বৎস! যে সকল ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম দ্বারা তোমার জ্বর ও ক্রেশোৎপত্তি হইয়াছে, বর্ণিত হইল, তাহা আমি স্থগিত করিয়াছি। তোমার শরীরে আর বেদনা বোধ ও উত্তাপাদি-জন্য ক্রেশানুভব হইবেক না। তবে আর তুমি কি নির্দিষ্ট প্রার্থনা এবং কি নির্দিষ্টই বা এত অসঙ্কট?”

কুবক কছিল, “হে ব্রহ্মণ? বাহা বলিলে যথার্থ বটে কিন্তু তুমি আমার বিরুদ্ধে প্রিয় করিয়া অতিশয় দুর্ভাগ্য, করিয়াছ। তুমি যেমন শাসা-ক্ষেত্রে আগমন করিলে সুশীতল নির্মল পুষ্পের হিমোলে শরীর স্নিগ্ধ হইত, এখন আমার আর সে অপূর্ব সুখ অনুভব, করিবার সামর্থ্য নাই। আমার হস্তানেরা আমার ক্রোড়স্থ হইলে, পূর্ববৎ সুখানুভব হয় না। আমি রোগাক্রান্ত হইয়া যতবৎ হইয়াছি, তথাপি রোগ-জন্ম ক্রেশানুভব না হওয়াতে, তাহার প্রতীকার-চেষ্টায় প্ররুতি হইতেছে না। হে বিধাতা! আমি অতিশয় দুর্ভাগ্য হইয়াছি। আমি শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেছি”।

বিধাতা বলিলেন, “আমি তোমাকে কি প্রকারে পরিভূক্ত করিব? এখন আমি তোমাকে স্পর্শ-সুখাদি-বোধে সমর্থ করিবার নিমিত্ত ইগিত্রিয়ে স্পর্শ-শক্তি প্রদান করিয়াছিলাম, এবং শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে জানিতে পারিবে, এবং জানিয়া প্রতীকার-চেষ্টা করিবে, এই অভিপ্রায়ে শারীরিক ক্রেশ বিধান করিয়াছিলাম, তখনও তুমি সন্তুষ্ট ছিলে না। পৃথিবীকে বধোচিত কলবতী করিবার নিমিত্ত বারি-বর্ষণ হয়; মনুষ্যদিগ্ রোগোৎপত্তি তাহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তুমি স্বস্তির সহিত শরীরের সম্বন্ধ না বুঝিয়া অবিজ্ঞানতঃ রক্ত-জলে আর্জ হইয়াছিলে, তাহাতেই তোমার রোগোৎপত্তি হয়। রক্তের জলে আর্জ হওয়াতে, তোমার শারীরিক নিয়ম যতদূর লঙ্ঘিত হইয়াছিল, তাহার

১৩৩ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

অধিক আর না হয়, এই অভিপ্রায়ে তোমাকে সাবধান করণার্থ জ্বর-জড় ক্রেশ প্রেরণ করিয়াছিলাম ; কারণ ক্রমাগত এরূপ অত্যাচার করিলে তোমার প্রাণ নিশ্চয় হইত । যদি আবার তোমাকে আমার শুভকামনামের অধীন করিয়া রাখি, তবে তুমি পুনর্বার আমার প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে হিংসাকারী বলিয়া নিন্দা করিলেও করিতে পার।” ইহা শুনিয়া ক্রমক্ৰমে অতিশয় ব্যথিত প্রদর্শন পূর্বক কহিল, “হে ককণাময় বিধাতঃ ! এক্ষণে তোমার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার ককণা স্পর্শ রূপে দৃষ্টি করিতেছি, এবং আমি যে নিতান্ত মূঢ় তাহাও অকণ্ট হৃদয়ে অঙ্গীকার করিতেছি । আমাকে পুনর্বার তোমার পরম-মঙ্গলকারী নিয়ম-প্রণালীর অধীন করিয়া দাও । আমি সন্তোষে চিত্তে স্বীকার করিতেছি, উহার বিকলোচ্চারণ করিলে যে প্রতিকূল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও একান্ত হিতকারী । আমার ভগিন্দ্রিয় ও মাংসপেশী সকলকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আমাকে পূর্ববৎ স্পর্শাদি-জনিত দ্বন্দ্ব সম্যক্ রূপে অধিকারী কর । সেই সমুদায়কে যথা নিয়মে নিয়োগ না করিলে যে ক্রেশ উৎপন্ন হয়, তাহা আমি অস্বাদন বদনে স্বীকার করিব ” ।

বিধাতা ক্রমক্ৰমে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন । তাহার জ্বর ও ব্যতনা পুনর্বার উপস্থিত হইল, কিন্তু ঔষধ সেবন দ্বারা অবিলম্বে সে সমুদায়ের শান্তি হইয়া গেল । ক্রমে ক্রমে তাহার শাস্ত্য-লাভ ও বলাধান হইল, এবং

ইন্দ্রিয় সকল পূর্ববৎ সতেজ ও সবল হইল। কৃষক এইরূপ চরিতার্থ হওয়াতে, তদবধি কোন দিবস বিধাতার অগণা ধনাবান ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিল। জল গ্রহণ বা অন্ন ভোজন করিত না, এবং সমস্তানদিগকে জোড়ে করিলে, তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতিরূপে আত্ম না হইয়া নিরন্তর হইত না। তদবধি সে যখন কোন নিয়ম পালন করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপ নির্মল সুখ অনুভব করিত, তখন উৎসাহ পুরঃসর সানন্দ চিত্তে বিধাতা পুরুষকে স্বরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত, এবং যখন কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্রেশ প্রাপ্ত হইত, তখন অবিলম্বে বিধাতৃ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্বক সাবধান হইয়া তদপেক্ষা গুরুতর দুঃখ-ঘটনা নিবারণ করিত।

বিধাতা পুরুষ পূর্বোক্ত কৃষকের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবামাত্র আর এক ব্যক্তির আত্মনাদ শ্রবণ করিলেন। সে “হা বিধাতঃ, হা বিধাতঃ” বলিয়া পীৎকার করিতেছে শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস!—তুমি আত্মার কি কারণে আক্ষেপ করিতেছ?” সে কহিল, “ব্রহ্মন্! আমার পিতা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া নানাপ্রকার অহিতাচার করিয়া, স্বীয় শরীর ভয় করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার দুর্লভফলে আমি শীড়িত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি বাত-শূল হইয়া স্বত্যস্ত ক্রেশ পাইতেছি। আমার

১৩৮ ধর্ম-নিষেধক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

অস্থি সকল বাধিত হইয়া বড়ই যাতনা দিতেছে । তুমি আমার পিতার পাপের নিমিত্ত আমাকে পীড়িত করিয়া জায়-বিকল্প কাঁচা করিয়াছ । হে বিধাতাঃ ! যদি রূপাল ও নায়বান্ হও, তবে আমাকে এই বিষম যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর ।”

বিধাতা তাহার বাক্য অব্যবহা করিয়া বলেন “পিতা-মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণাবলি সংক্রান্ত এই যে শারীরিক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তুমি ইহাওই দোবোলেই করিতেছ । তাহা, জিজ্ঞাস্য । তুমি পিতা হইতে যাত রোগ ভিন্ন অন্য কোন আত্মাধিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ কি না?” রোগী উত্তর করিল, “হঁ। আমি অন্যান্য অনেক সুখদায়ক বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি । আমি অশেষ-সুখ-দায়ক মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ মনোরক্তি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । যখন বাতের বেদনা না ধরে, তখন আমার সর্ব শরীর স্বচ্ছন্দ ও স্ফুর্তি-বৃত্তি বোধ হয় । আমার ইচ্ছা-মাত্রে মাংসপেশী সকল তরুণ্যায়ী কাঁচা করিতে সক্ষম হয় । ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সুখ-রক্তের আকর-স্বরূপ বলিলে বলা যায় । প্রধান প্রধান মনোরক্তি সকল জ্ঞানানুশীলন ও ধর্মালোচনা করিয়া চরিতার্থ হয় । কিন্তু হে ব্রহ্মন ! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে পিতার পাপাচরণের প্রতিকল স্বরূপ বাত-রোগ প্রদান করিলে ?”

বিধাতা বলিলেন, “তুমি নিত্যন্ত অদূরদর্শী, এই

নিমিত্ত এপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছি। তোমার পিতা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করাতে পীড়িত হইয়াছিলেন, তোমার জন্ম গ্রহণ কালে তাঁহার শরীর রোগাক্রান্ত ছিল, অতএব তুমিও রোগার্থ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। যে নিয়মানুসারে তাঁহার বল, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি অধিকার করিয়াছ, সেই নিয়মানুসারেই তাঁহার তুল্য অরুচ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি এ নিয়ম তোমার পক্ষে অনিষ্টকর হয়, বল, তাহা স্থগিত করিয়া রাখি।”

ইহা শ্রবণ করিয়া রোগী কহিল “হে ককণামর বিধাতা পুরুষ! অগ্রে জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি এই নিয়ম স্থগিত কর, তবে আমি বল, বাঁধা, ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি যে সমস্ত সন্ধান অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাও কি নষ্ট হইবে?” বিধাতা বলিলেন, “তাঁহার আর সন্দেহ কি! সে সমুদায়ই নষ্ট হইবে। যে নিয়মানুসারে সে সমুদায় লাভ করিয়াছে, সেই নিয়মানুসারেই ঐশ্বর্য্যক রোগও প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব, সে নিয়ম রহিত হইলে, তাহার শুভাশুভ সমুদায় কার্য্যই নষ্ট হইবে।”

বিধাতা পুরুষের এই বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে রোগী বলিয়া উঠিল, “হে ব্রহ্মন্! কৰ্ম্ম কর, আমি সুরুতজ্ঞ চিতে তোমার এই শাস্ত্রীক নিয়মের অধীন থাকিব স্বীকার করিতেছি, এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে যে প্রতিকর প্রাপ্ত হইতে হয় তাহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! পিতা যে তোমার নিয়ম

লঙ্ঘন করিয়া শান্তি পাইয়াছেন, ইহা জ্ঞানানুগতই হইয়াছে। এক্ষণে তাহা প্রতিপালন করিলে আমার রোগের শান্তি ও ক্রেশের লাঘব হইতে পারে কি না বল।”

বিধাতা বলিলেন “ক্রেশ-নিবারণই আমার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। তুমি যদি তোমার পিতার গায় নিরত অহিতাচার করিতে, তব্ধ এত দিনে তোমার শরীর কেবল ব্যাধি-মন্দির হইত। বাস্তবিক, তোমাকে পিতার পাপময় পথ হইতে নিরত করিবার নিমিত্ত এই পিতৃগত পীড়া প্রদান করিয়াছি। এই ক্রেশ তোমার রক্ষক-স্বরূপ হইয়া তোমাকে সাবধান না করিলে, তুমি পাপাচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া অধিকতর হঃখ পতিত হইতে। এক্ষণে আমার নিয়মানুগত ব্যবহারে অবিরত নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে তোমারও হঃখ হ্রাস হইবে, এবং তোমার সম্ভানেরাও বিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিবে।”

রোগী প্রজ্ঞাপতির এই সকল হিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইল, এবং অতি তত্ত্বিতাবে বিধাতা পুরুষকে বারংবার স্তুতি ও প্রণতি করিয়া তাঁহার নিত্যন্ত আজাবহ হইল। ইহাতে তাহার শারীরিক ক্রেশের ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া স্বাস্থ্য-সুখের বৃদ্ধি হইল, এবং তন্নিমিত্ত সে ব্যক্তি বিধাতার সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা রূপ পুণ্যপাশে চিরজীবন বদ্ধ হইয়া রহিল।

বিধাতা পুরুষ পূর্বোক্ত পীড়িত ব্যক্তিকে উপদেশ

প্রদান করিয়া স্বর্গারোহণ করিতেছেন এমন সময়ে শুনিলেন, এক বালক রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া মুগ্ধমুগ্ধঃ পাশ্বে পরিবর্তন পূর্বক ক্রন্দন করিতেছে। বিধাতা জিজ্ঞাসিলেন “বৎস! কি কারণে রোদন করিতেছ? তোমার কি দুঃখ হইয়াছে?” বালক ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক আর্ত স্বরে কহিল, “আমি পিতার কঠিন পীড়া ও মাতার ভগ্ন প্রকৃতি অধিকার করিয়া জঘাত্যাহণ করিয়াছি। রোগে আচ্ছন্ন ও অতিভূত হইয়া দিন যাপন করিতেছি। আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না, কথা কহিতেও ক্লেশ হইতেছে।” বিধাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি পিতা মাতা হইতে রোগ ও যাতনা ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রাপ্ত হও নাই? শরীর ও মনের এমন কোন শক্তি প্রাপ্ত হও নাই যে, তাহা সঞ্চালন করিয়া মুখ সন্তোষ করিতে পার?” বালক বলিল, “আমার শরীর এমন দুর্বল এবং অন্তঃকরণ এমন নিস্তেজ, বোধ হয়, আমি কেবল ক্লেশ-ভোগের নিমিত্তই জীবিত রহিয়াছি।” বিধাতা কহিলেন “তোমার চিন্তা কি? আমার শারীরিক নিয়ম এখনি তোমার যাতনা শান্তি করিবেক, এবং আমি তোমাকে জোড়ে লইয়া আশ্রয় প্রদান করিব।” এই কথা বলিতে না বলিতে শারীরিক নিয়মের ফল প্রত্যক্ষ হইল। বালকের দেহ মুৎপিক্তরং নির্জীব হইয়া যাতনামুক্ত হইল, এবং তাহার আত্মা তৎক্ষণাৎ বিধাতা পূর্বদেহ নিকট উপস্থিত হইল।

তদনন্তর এক সমুদ্র-বণিক সমুদ্র-তরঙ্গে পতিত হইয়া উল্লেঃস্বরে বিধাতা পুরুষের অশেষমত অপবাদ করিতেছে শুনিয়া, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে আমার এত নিন্দা করিতেছ। আমাকে কি করিতে বল, তাহাই করি।”

বণিক কহিল, “হে ব্রহ্মন! আমি কলিকাতা হইতে কতকগুলি গণ্য-সামগ্রী লইয়া চীন রাজ্যে গমন করিতে করিতে অস্ত্র সিংহপুরে আনিয়া উপনীত হইয়াছি। আমার সমুদ্র-পোতের একপোতবাহ মদিরা-মত হইয়া কি প্রকারে জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছে। দেখ, আমার জাহাজ ঐ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আমার সমুদ্রের গণ্য দ্রব্য দগ্ধ হইতেছে, আমি অগ্নিতরে তীত হইয়া সমুদ্রে বাঁপ দিয়াছি, আমার আর জীবনের আশা নাই। অতএব বলি, তুমি যদি জ্ঞানবান হইবে, তবে শৌণ্ডীর দোষে নির্যাতনের অনিষ্ট ঘটনা কেন হইল।”

বিধাতা বলিলেন, “তুমি আমার সামাজিক নিয়মের দোষোদ্দেশ্য করিতেছ। ভাল, যদি তাহাতে অসন্তুষ্ট হই, তবে জাহাজ ছাড়া স্থগিত করিয়া তোমাকে পূর্ববৎ পোতারূপ করিয়া দিতেছি।”

বণিক দেখিল, জাহাজের অগ্নি নির্বাক হইয়াছে, অজ্ঞান সকল কাষ্ঠ রূপে পরিণত হইয়াছে, আপন ও আপন মাল্লাদিগের শরীর লুপ্ত ও পোত হইয়াছে, এবং সকলেই ছক-চিত্র হইয়া নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট

আছে। বণিক মহাজ্ঞানে সক্রতজ্ঞ হৃদয়ে প্রজ্ঞাপতির স্তব করিল, এবং মালাদিগকে কহিল, “আমরা বিধাতা পুরুষের প্রসাদে বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছি, এক্ষণে চল জাহাজ খুলিয়া চীনাভিমুখে গমন করি।” কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেহ তাহার বাক্য শ্রবণ করিল না, এবং তাহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতেও প্ররত হইল না। ইহাতে সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, “তোমরা কি কারণে আমার বাক্য অবহেলন করিতেছ?” এ কথাতেও কেহ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। সে দেখিল, সকলে পরস্পর কলোপকথন ও ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছে, কিন্তু কেহই তাহার কথার মনোযোগ দেয় না। বণিক তাহাদিগকে তৎসমা করিল, আবার নানাপ্রকার বিনয়-বাক্যও বলিল, কিছুতেই তাহাদিগের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইল না।

তখন সে সত্য চিন্তে চিন্তা করিল, আর কিছু মন বিধাতা আমাকে সামাজিক-নিয়ম-জনিত সমস্ত দ্বন্দ্বে বঞ্চিত করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এতদন্ত তীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজে রজ্জু ধরিয়া একটা পাল তুলিয়া দিল, এবং আপনিই কর্ণধার হইয়া স্বাভিপ্রেত দিকে জাহাজ চালনা করিল। কিন্তু উহার লঙ্গর উত্তোলন করা হয় নাই এই নিমিত্ত, অন্ত্যঙ্গ দূর গমন করিরাই স্থগিত হইল। বণিক লঙ্গর তুলিয়াই চেষ্টা করিল, কিন্তু উরূপ প্রকাণ্ড লোহ-রাশি উত্তোলন করা দশ জন যথুয্যের কৰ্ম্ম, একাকী কি রূপে তাহাতে

১৪৪ ধর্ম-বিবরক নিরুদ্দ-লজনের কল।

সমর্থ হইবে? না পারিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ও ভ্রান্ত হইয়া পুনর্বার মামাদিগকে ডাক্তান করিল, কিন্তু তাহারা কেহই উত্তর দিলেক না। তাহার পক্ষে সামাজিক নিয়ম রহিত হইয়াছিল, অতএব, সে যেমন অন্তের কুব্যবহার-জনিত রোগে হইতে নিস্তীর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্তের আনুতলা লাভেও একে বারে বঞ্চিত হইয়াছিল।

তখন নিতান্ত নিরাশ না হইয়া একখান ক্ষুদ্র ভেলক আরোহণ পূর্বক স্থলে অবতরণ করিল। সিংহ-পুরে তাহার এক মিত্র ছিল, তাহার নিকট উপনীত হইয়া সর্বিশেষ সমস্ত অবগত করিল, এবং উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারার্থে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। কিন্তু কি আক্ষেপের বিবর! বণিকের মিত্র বণিককে সমানর করা ও তাহার বাক্যে মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার প্রতি কটাকপাউও করিল না; নিজ কার্যে ব্যস্ত ছিল, তাহাই সম্পন্ন করিতে লাগিল। বণিক পরিজ্ঞাত ও উদ্বিগ্ন হইয়া এক নিকটস্থ পান্থশালার ভোজনার্থ গমন করিল; কিন্তু তথাকার পরিচারকের। কেহই তাহার বাক্যে মনঃসংযোগ করিল না। পূর্বে পূর্বে যখন সে সিংহপুরে উপস্থিত হইত তখন সেই পান্থশালাতেই আশ্রয়াদি করিত, এবং ঐ সরল ভৃত্যই তাহার পরিচর্যা করিত, কিন্তু এবার কেহ তাহাকে চিনিতেও পারিল না। সে তথায় ভূরি ভূরি বণিক কর্তারী ও ভৃত্য দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও কোন জরপূর্ণ অনুরোধে মধ্যে দ্বিতি করিতেছে এইরূপ বোধ

হইল। তখন বণিক দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইয়া ব্যাকুল-
নিত চিত্তে বিধাতাকে সন্মোখিত। উচ্চৈঃস্বরে কহিতে
লাগিল, “হে বিধাতা! আমি যে দুর্বিপাকে পতিত
হইরাছি, ইহার অপেক্ষা সমুদ্র-গর্ভে মগ্ন ও অগ্নি-দাহে
দগ্ধ হওয়া ভাল ছিল। আমার দুঃখের তরু পূর্ণ হই-
রাছে। এখন, হর আমারে মৃত্যু-প্রাণে নিষ্কিন্তু কর,
নর পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া রাখ।
আমি আর কদাপি তোমার নিয়মের পিচ্ছ করিব
না।” ইহা শুনিয়া বিধাতা কহিলেন, “এখন তুমি
কাতর হইয়া একথা কহিতেছ। কিন্তু পুনর্ব্বার সামাজিক
নিয়মের অধীন হইলে, তোমার ঐ জাহাজখানি দগ্ধ
হইবে। তাহাতে তুমি এবং তোমার মালারা একত্বি
করিয়া স্থলে অবতরণপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে,
কিন্তু তুমি নিধন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। নিধন
হইলেই পুনর্ব্বার আমার প্রতি দোষারোপ করিবে।”

বণিক প্রত্যুত্তর করিল, “হে ব্রহ্মন! তোমার
সামাজিক নিয়ম যে কি প্রকার হিত-কর ও সুখ-দায়ক,
তাহা প্রকৃষ্ট কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না। যে ব্যক্তি
সামাজিক নিয়মের অধীন, সে গতি-সর্ব্বস্ব হইলেও দুঃখে
অতিভূত ও একেবারে নিরাশ হইয়া না। কিন্তু যদি কেহ
সমাজের পৃথিবীর অধিপতি হইয়াও সামাজিক নিয়মের
অধীন না থাকে, তবে ভ্রমণে তাহার জ্ঞান দুর্ভাগ্য
আর কেহ নাই। আমার জাহাজ ও পণ্য সামগ্রী
দগ্ধ হইলে আমি নিধন হইব তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু

১৪৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

আমি শব্দে ইঞ্জিয়, দৃষ্টি, শ্রুতি, নিরুক্ত প্ররতি সঞ্চালন করিয়া পুনর্বার জীবিত ও সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিব। এই সমস্তই সঞ্চালন করাই পুণের বাবণ। নারিত্যাবস্থা হইলে, এ সকল বিষয় কিছু নষ্ট হয় না। বরং ইহাদিগকে চালনা করিবার আবশ্যিকতা রক্ষি হয়। বিশেষতঃ, সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিলে, বন্ধুগণের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নিগ্ধ হইব, এবং সহযোগীদিগের সহায়তার অবলীলাক্রমে সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া সুখে থাকিব। আর অদ্যাবধি যে ব্যক্তি যে কর্মের উপযুক্ত, তাহাকে তাহাতেই নিযুক্ত করিয়া সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিব। এই তোমাৎ অভিপ্রেত জানিলাম, অতএব এ অভিপ্রায় সম্পন্ন হইলেন, পূর্বোক্ত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিকল-রূপ দুঃখ-প্রাপ্তি অবশ্যই নিবারিত হইবে। হে করুণাকর! তুমি আমাকে পুনর্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া দাও; তাহার বিকল্পাচরণ করিলে যে শাস্তি পাইতে হয়, তাহা আমি অকাতরে স্বীকার করিব।”

বিধাতা পুত্রব রণিকের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাহার জাহাজ দগ্ধ হইয়া গেল, এবং সে এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে অবতীর্ণ হইল। পরে বিধাতার বিধান ও যুবোবর স্বভাব শিক্ষা করিল, অল্প অল্প অর্থও সংগ্রহ করিল, এবং আপনাকে পূর্বোপেক্ষা স্থানী দেবিতা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল।

তদনন্তর, এইরূপ স্রাব্ধিকনৈক অত্যাচারী ব্যক্তি

বিধাতা পৃথক্বে স্ব স্ব চুঃখ অবগত করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত প্রাকৃতিক নিয়মের নোযোশ্লেথ করিল। বিধাতা তাহাদিগের প্রত্যেকের আবেদন শ্রবণ না করিয়া তাহাদিগকে এক স্থানে স্থাপন করিলেন, এবং পূর্বোক্ত স্থপতি, কৃষক, রোগী ও বণিক্কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “তোমরা ইহাদিগকে আপন-আপন স্নাত্ত ও প্রাকৃতিক নিয়মের তত্ত্ব জ্ঞাপন কর। তাহা শ্রবণ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে যে নিয়মানুসারে তাহার ক্লেশোৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্থগিত করিয়া দিব।” কিন্তু স্থপতি প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ আর অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। তৎকালাবধি প্রজাপতির প্রজা সকল উৎসাহ ও যত্ন পূর্বক তাঁহার নিয়ম শিক্ষা ও পালন করিতে প্ররত্ত হইল, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার কৰুণা স্বীকার পূর্বক সন্তোষ চিত্তে ভক্তি-ভাবে তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল।

দশম অধ্যায় ।

বিদ্যা ও ধর্মের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার ।

ভক্তি প্রভৃতি যে সমুদায় প্ররক্তি দ্বারা পরমার্থে মতি ও পরমেশ্বরে আস্থা হয়, তাহারা অতি প্রধান রূপে । তাহাদিগের দ্বারা অতি ওকতর ব্যাপার সমুদায় সম্পন্ন হয় । তাহারা সংপথে সঞ্চালিত হইলে, মহোপকার জন্মায়, কিন্তু অসংপথে সঞ্চালিত হইলে, বিবন্ধ অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে । কোন কোন মনুষ্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার প্রসন্ন-লাভ-প্রত্যাশায় পরম-শুভ-দায়ক মাধু কর্মে যত্নবান হয়, কেহ বা যৌরতর অজ্ঞান বশতঃ নরবলি-দান প্রভৃতি তাঁহার পরিতোষ-জনক জ্ঞান করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয় ।

এ সকল প্ররক্তি প্রবল থাকিলে, পরমেশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি জন্মে, এবং যাহা তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া জানা যায়, তাহা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হয় । অতএব, যে সকল প্রাকৃতিক নিরমাতৃস্বারে দৈবগিক, শারীরিক ও অজ্ঞাত কর্তব্য কর্ম নির্বাহ করিতে হয়, তাহা যেমন বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্ব-কার্য-বিষয়ক বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া অবগত হওয়া উচিত,

মৈত্রীপ, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষ্যে আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তত্ত্বি প্রভৃতি ধর্মপ্ররুতির আদেশানুসারে একান্ত অন্ধা প্রকাশ পূর্বক প্রতিপালন করা কর্তব্য । বিচ্ছার সহিত ধর্মের এপ্রকার সংযোগ হইলে, সংসারের অশেষ উপকার সম্ভাবন ।

ধর্ম ও বৈবয়িক কার্যাদি পরস্পর বিস্তারিত ও বিপরীত ভাবা উচিত নহে । সমুদায় সাংসারিক কার্যই পরমেশ্বরের নিয়মান্বিত ; কলতঃ তাঁহার নিয়মান্বিত বলিয়াই, সে সমুদায় আমাদের কর্তব্য হইয়াছে । তাঁহার নিয়মই ধর্ম এবং তাঁহার নিয়ম-বিকল্প ব্যাপারই অধর্ম । অতএব, তাঁহার নিয়মানুযায়ী বৈবয়িক ব্যাপারাদিকে ধর্ম-বহিত্ব জ্ঞান করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে ।

যদি বালকেরা এইপ্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হয় যে, এই বিশ্ব বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম-পুস্তক-স্বরূপ, যে সমুদায় বিধান-ক্রমে আমাদের শারীরিক ও বৈবয়িক কার্যাদি সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা তাঁহারই নিয়ম ; তত্ত্বি ও জ্ঞানপরতা প্রভৃতি ধর্মপ্ররুতি পরিচালন পূর্বক প্রগাঢ় অন্ধা সহকারে তৎসমুদায় প্রতিপালন করা কর্তব্য, তবে তাহারা এই সমুদায় কর্তব্য কেবল আর্থ-সাধক বিবেচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন না, অবশ্য-কর্তব্য ধর্ম-ক্রিয়া জ্ঞান করিয়া অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন । তাহা হইলে, বুদ্ধিহীন, ধর্মপ্ররুতি, বিকৃত প্ররুতি এই ত্রিবিধ মনোরুপেই এই সমুদায় কার্য সাধনে প্রবর্তিত

১৫০ ধর্ম-বিষয়ক নিরর্থক জ্ঞানের কল।

করিবেক, কারণ যে নিরর্থক বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হইবে, তাহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা-স্মরণ জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতিপালন-বিষয়ে ধর্মপ্রবৃত্তির উৎসাহ জন্মিবে, এবং তাহাতে ইচ্ছা লাভ হইবে জানিয়া কোন কোন নিরুপ্ত প্রবৃত্তিও চরিতার্থ হইবে। সকল-প্রকার মনোবৃত্তি যে কার্যের বিধি দেয়, তাহা অবশ্য প্রামাণিক ও হিত-জনক বলিতে হয়, এবং তাহা সাধন করিবার সামর্থ্যও বুদ্ধি হয়।

জন-সমাজে ধর্মপ্রবৃত্তি সামান্য প্রবল নহে। সকল জাতিই এক এক প্রকার ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলে, এক এক প্রকার পদ্ধতিক্রমে ঈশ্বরের বা মনঃ কল্পিত দেবতা-নিশ্চেষ্টের উপাসনা করে, এবং তদর্থে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। বাহ্যিক ধর্ম-যাজক, তাঁহাদের কন্যতার সীমা কি? অপর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহাদের আজ্ঞানুর্তী। অতএব, বিদ্যার সহিত ধর্মের যোগ থাকিলে, অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অবধারিত হয়, ধর্মপ্রবৃত্তি দ্বারা সেই সমস্ত প্রতিপালন বিষয়ে অন্তঃকরণ নিয়োজিত হইলে, সংসারের যে কি পর্যন্ত যত্ন-সম্ভার, তাহা বলা যায় না। যত দিন দুঃখ-নিবারিকা সুখ-সাম্রিক্য বিদ্যা জন-সমাজে উপযুক্ত পদ ধারণা করিবেন, অর্থাৎ যত দিন তিনি পরমেশ্বর পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল বহন করিয়া ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্বতোভাবে উদ্দেশ্য প্রদান না করিবেন, তত দিন, সমুদায় ভৌতিক, দৈনিক ও মানসিক

মঙ্গল সাধন বিষয়ে তাঁহার যে অপরিমিত ক্ষমতা আছে, তাহা সম্যক প্রকাশ পাইবে না। যদি সর্ব-জাতীয় ধর্ম-মাজকেরা লোকের ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরমেশ্বর-কৃত-প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিদ্যানুশীলন বিষয়ে নিয়োগ করেন, তবে তদ্বারা সংসারের যে কি পর্য্যন্ত উপকার দর্শে, তাহা বচনাভীত। তাঁহার। যদি ঐ সমস্ত নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ স্বরূপ, উহাদিগকে প্রতিপালন করাই তাঁহার উপাসনা, এবং তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থ সমুদায় যথার্থ ধর্মশাস্ত্র-স্বরূপ বলিয়া উপদেশ দেন, যাহাতে লোকে অজ্ঞা পূর্ব্বক ঐ সকল নিয়ম যথাবিধানে শিক্ষা ও তদনুযায়ী ব্যবহার করে, এবং তাহা না করিলে তাহাদিগকে শাসন করেন, তবে অনতিবিলম্বে লোকের অশেষ প্রকার ভ্রম ও ক্লেশ নিবারিত হইয়া অর্থ সচ্ছন্দতা রক্ষি হয় তাহার সন্দেহ নাই।

পরমেশ্বর-কৃত নানাপ্রকার নিয়মের উপদেশ দিতে হইলে, তত্ববিষয়ক নানাপ্রকার বিজ্ঞা ধর্ম-শাস্ত্র-স্বরূপ শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উপদেশ দেওয়া ঐ সমুদায় বিদ্যার উদ্দেশ্য। জগদীশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছেন, তাহারই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ করা শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিজ্ঞার অয়োজন। তিনি যে প্রকারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্প্রদান করিয়াছেন, এবং যে রূপে বস্তুপ্রকার রূপ পরিণত

সংযোগ বিহীন দ্বারা অশেষবিধ সামসারিক উপকার সাধন করা আমাদের আরও করিয়া রাখিরাছেন, তাহার উপদেশ দেওয়া রসায়ন-বিদ্যার উদ্দেশ্য । যে সমুদায় নিয়ম দাঁড়া স্বর্বা, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্কমণ্ডল পরস্পর বন্ধ ও অবস্থিত রহিয়াছে, যদ্বারা জল, বায়ু, জ্যোতির গতিবিধি প্রকৃতি সম্পন্ন হইতেছে, এবং যে সমুদায় গতি-বিধারক নিয়ম দ্বারা শিল্প-কার্য সকল সম্পাদিত হইতেছে, তাহারই বিবরণ করা পদার্থ-বিদ্যার প্রয়োজন । সুপ্রণালী ক্রমে ধাতু, জল ও উদ্ভিজ্জের বিবরণ করা প্রাকৃতিক ইতিহাসের উদ্দেশ্য । মনোরুতি সমুদায় নিরূপণ, তাহাদের কার্যকার্য-বিবেচনা, এবং মনের সুস্থতা-সম্পাদন ও তেজোবর্দ্ধনের নিয়ম নির্দেশ করা মনোরিজ্ঞানের উদ্দেশ্য । কর্তব্যাকর্তব্য, সমধারণ ও তাহার ফলাফল বিবরণ করা ধর্ম-নীতির প্রয়োজন । এই সমুদায় বিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্ম-বিদ্যার মূল । ইহার প্রত্যেক বিদ্যা-অধ্যয়ন করিলে, যে সমস্ত নিয়ম অবগত হওয়া যায়, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আকাশ স্বরূপ বলিয়া প্রতিপালন করা ; নিয়ম-বিচার দ্বারা নিরস্তার গতিয়া অনির্বচনীয় জ্ঞান, শক্তি ও ওজাতিপ্রায় নিরূপণ করা ; এবং এই সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনই আমাদের চিত্ত-শুদ্ধি, জ্ঞানোন্নতি ও ধর্মরূপি এবং তাঁহার অরুণতাবী কল স্বরূপ সুখ, সুস্থতা ও সৌভাগ্যের অধিভার করণ বলিয়া উপদেশ দেওয়া

এক-বিদ্যার উদ্দেশ্য। এইরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্ম-বিদ্যা। ইহার তাৎপর্য অবগত হইলে, অন্যান্য বিদ্যার সহিত ইহাকে পৃথক বিবেচনা করা কোন ক্রমেই সম্ভবত বোধ হয় না। অন্যান্য বিদ্যা যে ধর্ম-শাস্ত্রের এক এক অধ্যায়-স্বরূপ, ব্রহ্ম-বিদ্যা তাহার চরম অধ্যায়। এই সকল বিদ্যাই পরমেশ্বর-প্রণীত যথার্থ ধর্ম-শাস্ত্র। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন পূর্বক তাহা শিক্ষা করা এবং ধর্মপ্রবৃত্তি নিয়োজন পূর্বক তাহাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা উচিত। অতএব শিক্ষা-শুষ্ক ও দীক্ষা-শুষ্ক উভয়েরই তাহা সম্যক রূপে শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

উল্লিখিত বিদ্যা সমুদায় পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপে উপদিষ্ট হইলে, বাল্যাবধিই লোকের তাহাতে শ্রদ্ধা ও তৎপ্রতিপাদিত নিয়ম পরিপালনে যত্ন হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে বর্ণ-বিশেষ ও ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের ধর্মোপদেশ ও ধর্ম-বিষয়ক ব্যবস্থা দিবার অধিকার আছে; কিন্তু উক্তরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত হইলে, সে রীতি রহিত হইয়া সকল বিদ্যালয়ে সকল পণ্ডিত কর্তৃক ধর্ম-জ্ঞান প্রচারিত হইবে, এবং এক্ষণে তদ্বিষয়ে যে সকল জ্ঞান আছে তাহাও ক্রমশঃ দূরীভূত হইবেক। ধর্মোপদেশক পণ্ডিতেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত যথার্থ নিয়ম অবগত না থাকাতে, তাহাদের উপদেশের সহিত লোকের ব্যবহারের একাধিকতা নষ্ট হইবেক। এতদ্ব্যতীত ধর্মোপদেশকেরা এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া

১৫৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

থাকেন যে, জপ, স্তুতি, ধ্যান, ধারণার তাৎপর্য পরমাত্মকে পূজা করিতে পারিলেই মঙ্গল । তাঁহারা এ বিবেচনা করেন না, যে, পরমেশ্বরের জানালোচনা ও তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা যেমন আবশ্যিক, তাঁহার নিয়ম পালন করাও সেইরূপ আবশ্যিক । লোকে তাঁহাদিগের ঐ উপদেশ সংসার-যাত্রা-নির্দাহের বিরোধী জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না । তাহারা পরিবার-প্রতিপালন, অর্থসংগ্রহ, অধ্যাপন, সামাজিক-কাব্য-সাধন ইত্যাদি ব্যাপারে অধিক কাল ক্ষেপণ করে । বাস্তবিকও, ঐ ধর্মোপদেশ অপেক্ষায় তাহাদের ব্যবহারকে শুষ্ক-দারক বলিতে হয়, কারণ উল্লিখিত প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিজ্ঞা মনল শিক্ষা করিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, পরমেশ্বর প্রজা-পালনার্থে যে সমুদায় বৈবরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন না করিলে বিস্তর প্রত্যাহার আছে । জগদীশ্বর আমাদের সুখ ও সৌভাগ্য উদ্দেশে যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন না করিলে তাঁহার প্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হইয়া দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় । ভারতবর্ষীয় ধর্মোপদেশকে রা-সংসারে বন্ধ থাকি পাপের কর্ম এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা পরম-পুণ্যার্থ-সাধন বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন । কিন্তু এ উপদেশ আমাদের অজ্ঞ-বিকল্প । আমাদের সমুদায় ধর্মোত্তীর্ণ হইয়া গার্হস্থ্যশ্রমের উপযোগী, অতএব, লোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না ।

আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্বরূপ ও কার্য্যাকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমরা জনসমাজের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেই স্ফুট হইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। এ স্থলেও ধর্মোপদেশকদিগের উপদেশ অপেক্ষায় লোকের ব্যবহার প্রশংসনীয় বলিতে হয়। অতএব, এক্ষণকার ধর্মোপদেশকদিগের উপদেশের সহিত লৌকিক ব্যবহারের যে এইপ্রকার বিরোধ আছে তাহা ভঞ্জন করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। এই বিষয় বিরোধ লোকের জ্ঞানোন্নতি ও জীবনজির যেমন প্রতিবন্ধক, এমন আর দ্বিতীয় নাই। পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞা সমুদায়কে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাতে যথোচিত শ্রদ্ধা করা ও লোকদিগকে তাহা ধর্ম্মোপদেশ-স্বরূপ শিক্ষা দেওয়া এ বিরোধ-ভঞ্নের একমাত্র উপায়। সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিলে অবগত হওয়া যায়, যে, যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত, তাহার অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ ও সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয়। অতএব, যখন লোকে নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, যথার্থ কর্ম্ম-সাধন সাংসারিক সুখেরই কারণ, কোন ক্রমেই কষ্টের কারণ নহে, তখন আপনা হইতেই তাহাদিগের কর্তব্যানুষ্ঠানে প্ররুতি ও অনুরক্তি হইবে। তাহা হইলে ধর্ম্মের সহিত লৌকিক ব্যবহারের আর অমৈত্র্য থাকিবে না। এক্ষণে এই সকল বিজ্ঞা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় রূপে পরি-

১৫৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-সঙ্কলনের ফল ।

গণিত আছে, কিন্তু ধর্মপ্রস্তুতিরও বিষয় হওয়া উচিত ।
তাহা কেবল শিকণীর নহে, জ্ঞানীয়ও বটে ।

অতএব, যে সকল প্রচলিত ধর্মের সহিত জগতের
নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐক্য নাই তাহা সংশোধন করা কর্তব্য ।
যে সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম নিঃসংশয়ে নিরূপিত
হইয়াছে, তদ্বিকল্পে মত কখনই যথার্থ মত নহে ।
নিরূপিত নিয়মের সহিত যে ধর্মের বিরোধ দেখা
যায়, তাহাতে অবশ্যই ভ্রম আছে তাহার সন্দেহ
নাই । পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখ-সাধনার্থে তাহার প্রকৃতি
ও বাহ্য বস্তুর শৃঙ্খলা পরস্পর উপযোগী করিয়া
দিয়াছেন । বালকদিগকে এই উভয় বিষয় এ প্রকারে
শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, তাহার। সেই উপদেশকে
সংক্ষেপদেশে জ্ঞান করিয়া একান্ত আস্থা পূর্বক তদনুযায়ী
ব্যবহার করিতে প্ররত থাকে, এবং আপনার শরীর,
মন ও জ্ঞান-সমাজের জীবিত-সাধন করিয়া তাহার
অবশ্য্যাবী পুরস্কার-স্বরূপ সুখ, সুস্থতা ও সৌভাগ্য
লাভ করিতে সমর্থ হয় । প্রচলিত-ধর্ম-সমুদায়ের এই-
প্রকার পরিবর্তন না হইলে, ধর্ম দ্বারা সংসারের বড়
দূর উপকাব হওয়া সম্ভব, তাহা কখনই হইবে না ।

মানা-দেশীয় শাস্ত্রকারেরা যে সকল বিধি নিবেদন
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক অংশ মনঃ-
কল্পিত । কিন্তু জগদীশ্বর যে সমুদায় ভৌতিক, শারী-
রিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য
পালন করিতেছেন, তাহা তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞা

ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল । ১৫৭

স্বরূপ। তাহা লঙ্ঘন করিলে তৎকণাৎ দুঃখ উৎপন্ন হয়। যদি পরম্পরা-প্রাপ্ত বৈধাবৈধ ক্রিয়ার উপদেশ দেওয়া ধর্মোপদেশকদিগের কার্য্য হয়, তবে যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত বলিয়া নিশ্চয় প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার উপদেশ দেওয়া ধর্মোপদেশের অঙ্গ বলিয়া অবশ্য স্বীকার করা কর্তব্য। দুই এক উদাহরণ দিয়া এ বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

পরমেশ্বরের আশাদিগকে যে প্রকার শারীরিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে পারি। কিন্তু তদ্বিবরে কতকগুলি নিয়ম নিরূপিত আছে, তাহা প্রতিপালন না করিলে, সে সুখে অধিকার হয় না। সুস্থ-কার্য্য পিতা পাতা হইতে প্রমথগ্রহণ; বাস-স্থান শুদ্ধ, পরিষ্কৃত ও গন্ধবর্জিত হওয়া এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চারণ্যতা; প্রত্যহ পরিমিত হিতকারী ত্রব্য ভোজন ও দুই বা ততোধিক নিখিল বায়ু সেবন করা; সাত আট ঘণ্টা কাল কঠোর শ্রমবৃত্ত থাকিয়া শরীর ও মন সঞ্চালন করা; দীর্ঘ আশ্রয় প্রদানে বিরাম কাল যাপন করা; শুষ্করণে অতিশয় উৎকণ্ঠা ও তৃপ্তাবস্থা উদয় হইতে নাওয়া, ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সকল প্রতিপালন করা মনের পক্ষেই আবশ্যিক। এই সমুদায় পরম-কল্যাণকর সমুদায় প্রতিপালিত না হইয়াই, কলিকাতার ও অন্যান্য নৈ ছুরি ছুরি নোকের উৎকট রোগ ও অকালে

১৫৮ ধর্ম-বিশয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

প্রাণ-বিরোগ হইতেছে । এই রোগাদির কারণ অবধারিত ও নিরাকরণ করা অপেক্ষার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি প্রকৃত কার্য আর কি আছে ? কেহ পীড়িত হইলে ধর্মোপদেশকেরা যে শান্তি অন্ত্যায়নাদি কবিতার পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহা প্রমিতই আছে । তদুপায় কিরূপ ফলের উৎপত্তি হয় তাহা এ স্থলে বর্ণনা নহে কিন্তু যদি রোগ-শাস্তির উপায় উপদেশ করা ধর্মোপদেশকদিগের কর্তব্য কর্ম হয়, তবে বাহ্যতে রোগোৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন তাহাদের অধিকতর কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই । যদি তাহার পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত, পরম আদ্যের, পাস্তুর বিধায়ক নিয়ম সমুদায় আপনারা শিক্ষা করিয়া শিরীষজ্ঞান দিগকে উপদেশ দেন, এবং তাহা বহু প্রজ্ঞা পূর্বক প্রতিপালন করিতে আদেশ করেন, তদে এক্ষণে ভূমণ্ডলে রোগের যে রূপ প্রচুর্য্যব আছে তাহার অনেক নিবারণ হইতে পারে । লোকে অত্র এসকল বিবরণের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে এ কথা বখাৰ্ণ বটে, কিন্তু তাহা ধর্মোপদেশকদিগের নিব ধর্মোপদেশ স্বরূপ শিক্ষা করিলে, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমর্থিক বহু ও প্রগাঢ় জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা । তাহারে যে সকল শাস্ত্রোক্ত বখাৰ্ণ নীতি উপদেশ করেন, লোকে তাহা শুনিয়াও তদনুযায়ী আচরণ করিতে সমর্থ বহুবান্ধ হয় না । কিন্তু যদি তাহা বিশেষ জানিতে পারে যে, অমুক কর্ম জগৎ

নিয়ম-শৃঙ্খলার বিকল্প, তাহা বিবরণের সহিত তাহার প্রকা নাহি, তাহার অবুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ সমুচিত শাস্ত প্রাপ্ত হইতে হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিতে অবশ্যই অধিক যত্নবান হইবে । তাহারাই ইঞ্জির-সংঘর ও রিপু-দমন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন । লোকে এই বচন মাত্র শুনিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে একান্ত যত্ন করে না । কিন্তু যদি তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া যায় যে অতিভোজনে রোগ জন্মে, অতিশয় স্ত্রী-সহযোগে শরীর ও মন নিস্তেজ ও অসুস্থ হয়; অপরিমিত পরিভ্রমে শরীর অপটু ও অন্তঃকরণ বিকল হয়; অতিশয় কোধ ও লোভে হতবুদ্ধি, হতমান এবং কখন কখন হত সর্বস্ব হইতে হয়, তবে তাহারাই ঐ সকল প্রত্যাকলমিত প্রতিকল প্রাপ্তির ভয়ে নাবধান হইতে অধিক যত্ন করে, তাহার সন্দেহ নাই ।

অতএব, ধর্মোপদেশকদিগের পক্ষে প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিজ্ঞা সকল শিক্ষা করা এবং শিক্ষা করিয়া তাহা শিষ্য যজ্ঞমান প্রভৃতিকে উপদেশ দেওয়া সর্বতোভাবে বিধেয় । এইরূপে বিজ্ঞার সহিত ধর্মের সংযোগ হইলে মহোপকার সম্ভাবমা ।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করা কর্তব্য, এখনে এ দেশে এই সমস্ত পরম প্রার্থনীর ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া হ্রীতি । সংস্কৃত ভাষার পুরোক্ত বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণালয়সিদ্ধ গ্রন্থ না থাকাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের গাঢ় বিশিষ্টরূপ শিক্ষা করিবার সুবিধা নাই, এবং

১৬০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

অত্য়াপি তাহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত না হওয়ায় এতদেশীয় জন-সাধারণেরও তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ কবির উপায় নাই। সংস্কৃত ভিন্ন অত্য়াপি ভাষায় যাহা কিছু পঠিত হয়, ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতের। এবং তাঁহাদিগের মতামুগত ব্যক্তিরা তাহা কেবল অর্থকরী বিজ্ঞা া ঐশ্বরিক জ্ঞান বলিয়া ছেয় জ্ঞান করেন। তাঁহাদের এরূপ বোধ বিদ্যা-প্রচারের এক সামান্য প্রতিবন্ধক নহে। ইহা তাঁহাদের প্রগাঢ় কুসংস্কার ও ঘোরতর অসমভিজতার কার্য। যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে পরম্পর পরমেশ্বরের অপার মহিমা অবগত হওয়া যায়, তাঁহার সাফাৎ শাসন স্বরূপ নৈসর্গিক শিক্ষা করা যায়, এবং তদনুসারে আপনাদের কর্তব্য-কর্তব্য অবধারণ করা যায়, তাহা যদি অজ্ঞানের ছেয় বিদ্যা হয়, তবে আর কোন্ বিদ্যাকে জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিপাদক বলা যাইতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সমুদায় বিদ্যা ও সমুদায় জ্ঞানই পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরের কার্য-প্রতিপাদক যে জ্ঞান হারা এ ত্রিদেহী মিত্র না হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান-পদের বাচ্য নহে। তাহা মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত। নতুবা ধর্ম-জ্ঞানই হউক, শিষ্ট-জ্ঞানই হউক, কৃষি-বিষয়ক জ্ঞানই হউক, গার্হস্থ্যাজ্ঞান ও রাজ্য-কার্য বিষয়ক জ্ঞানই হউক, সমুদায় যথার্থ জ্ঞানই পরমেশ্বর-প্রতিপাদক। কারণ তদ্বারা তাঁহারই স্বরূপ ও তাঁহারই অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। এই ছই ভিন্ন আর কোন বিষয় আত্মদে

জিজ্ঞাস্ত নহে। ঐ দুই ভিন্ন বাহ্য কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা কি হিংসা, কি মোসলমান, কি বৌদ্ধ যে কোন ধর্মাক্রান্ত যে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করুক, অবশ্যই ভ্রান্তি-মূলক তাহার সন্দেহ নাই। অনাদি পরম্পরা ক্রমে অসত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহা কদাপি সত্য হইতে পারে না। আর ধর্ম কিংবা বিষয় ঘটিত কোন বখার্ব তত্ত্ব যে সময়ে নিরূপিত হউক না কেন, তাহা পরমেশ্বর-প্রেরিত ও তাঁহারই প্রতিপাদক, তাহার সংশয় নাই। তদনুসারে কার্য করিলে, শুভ ভিন্ন কদাপি অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। অতএব, জগদীশ্বর যে বিষয়ে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান ও অবলম্বন করা আমাদের কার্য। তত্ত্বের আর কিছুই আমাদের জিজ্ঞাস্ত নহে—আর কিছুই আমাদের কর্তব্য নহে। শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে, তিনি যে সকল শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সত্য রূপে প্রতিপালন করিতে হইবে। আর পরিবার ও অন্যান্য লোকের প্রতি করূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা জানিতে হইলে তাঁহারই তদ্বিষয়ক নিয়ম শিক্ষা করিতে হইবে। ক্রত বেগে গমনাগমনের উপায় করিতে হইলে, তিনি গতি-বিধার বাস্তব উপাদান, ক্রান্ত বাস্তব পৌত ও বাস্তব স্বপ্ন নির্মাণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে যে সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে হইবে। কাহাঙ্গারো

২১২ ধর্ম বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

শ্রীমৎপাদন করিতে হইলে, তিনি ভূমিতে ও পশ্চের
বীজে যে মনো গুণ প্রদান করিয়াছেন উভয়ের
পরস্পার যেরূপ সহজ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন এবং
তদ্বিষয়ে যে ঋতু যে প্রকার সাপেক্ষতা রাখিয়াছেন,
তাহা সশিষ্টে অমুসন্ধান করিয়া কৃষি-কার্য সম্পাদন
করিতে হইবে। পরিধের বস্ত্র সূন্দর রূপে রক্ষিত
করিতে হইলে, বিশ্ব-বিদ্যাতা বর্ণোৎপাদক ত্রয়ো যে
সমুদায় গুণ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহার সহিত
কাপাস ও পাশ-লোমের যে প্রকার সহজ মিশ্রণ
করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশিষ্ট রূপে শিক্ষা করিয়া
তদনুযায়ী কার্য করিতে হইবে। এই সমস্ত নিয়ম
প্রতিপালন না করিলে, মনোভীক-সাধন-বিষয়ে নিরাশ
হইতে হয়; আর তাহা পালন করিলে, অবশ্যই
কৃত-কার্য হওয়া যায়; কারণ এ সমুদায় নিয়ম সত্য-
শক্তিমান সর্ব-মিত্তা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠাপিত।
অতএব এ সংসারে আমাদের যে কিছু কার্য আছে,
সে সমুদায় সম্পাদনার্থে তাঁহারই আভিপ্রায় শিক্ষা
করা উচিত এবং তৎপ্রতিপাদক ধর্মনীতি, পদার্থ-
বিদ্যা, শারীরবিদ্যান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা তাঁহারই
প্রণীত ধর্মশাস্ত্র অরূপ জ্ঞান করিয়া যত্ন ও লজ্জা
সহকারে অব্যতন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

এই সকল গুরুতর বিদ্যার সহিত তুলনা করিয়া
দেখিলে, এতদেগীর চতুর্পাঠিতে যে সকল শাস্ত্র অধীত
হইয়া থাকে, তাহা অতি সামান্য বোধ হয়। এতদেগীর

অনেক চতুর্পাশীতেই যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্য, ত্রায় ও স্মৃতিশাস্ত্র মাত্র পাঠিত হইয়া থাকে। সাহিত্য-পাঠে আমোদ আছে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন দে জানার্জন ও ধর্মোন্নতি তাহার কিছুই হয় না। স্মৃতিশাস্ত্রের স্থানে স্থানে কিছু কিছু সূত্রীতি প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সমুদায় ভাঙ্গা জ্ঞান-পথের বটকম্বরূপ কতকগুলি এপ্রকার কাপ্পনিক নিয়মে পরিপূর্ণ, যে তাহা অধ্যয়ন করিলে কুসংস্কার-বিমোচন না হইয়া বৃত্তন বৃত্তন ভ্রমাকুর চিত্ত ক্ষেত্রে বদ্ধ-মূল হয়। ত্রায়-শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত উপকারক বটে; তৎপাঠে বুদ্ধির প্রাখর্য হয় এবং বিচার-বিষয়ে ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু পদার্থ বিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবিদ্যান, ধর্মনীতি প্রভৃতি যে সকল বিজ্ঞা অধ্যয়ন করিলে, পরাংপর পরমেধরের আশ্চর্য্য জ্ঞান, অচিন্ত্য শক্তি ও অপার মঙ্গলাতিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, এবং তিনি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায় মার্জিত ও উন্নত হইয়া অন্তঃকরণ জ্ঞান জ্যোতিতে সুপ্রকাশিত ও ধর্ম-ভূষণে বিভূষিত হয়, সেই সমুদায়ই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। তাহার এক এক বিদ্যা পরমার্থ-বিদ্যার এক এক অধ্যায় স্বরূপ জ্ঞান করা এবং বাহ্যতে ভ্রমণে তৎসমুদায় সর্বতোভাবে প্রচারিত হয়, তাহার উপায় করা কর্তব্য। এক্ষণে এই সকল

১৬৪ ধর্ম-বিষয়ক নিষেধ-লজ্জনের ফল ।

বিদ্যা। ইরোপীয় ভাষা হইতে অনুবাদিত করিয়া এ দেশে প্রচলিত করা আকর্ষক; তাহা না হইলে, আমাদের সম্পূর্ণ জীৱন্তি ও অর্থোন্নতি হওন। কঠোর ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বাহারা বাঙ্গালী ভাষায় ভবিষ্যৎকী অপ্রাণী-মিত প্রভৃ সকল প্রস্তুত করিবেন, তাহারা এ দেশের পণ্য হিতৈষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন ;

একাদশ অধ্যায় ।



উপসংহার ।

পরমেশ্বর যে মনুষ্যকে সুখ-ভোগের অপিকারী করিয়া তত্পরযোগিনী উৎকৃষ্ট প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, এবং তদর্থে তাঁহাকে নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করিয়া সেই সমুদায় প্রতিপালনে সমর্থ করিয়াছেন, ইহা সমাক্ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি যে সকল ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই সমস্ত পবিপালন করা ব্যতিরেকে আমাদের দুঃখ-নাগর উত্তরণ পূর্বক সুখ রূপ সূর্য্যমী দ্বীপ সমাগমনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহার নিয়ম-পালনই ধর্ম এবং তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘনই অধর্ম; অতএব, তাঁহার অতিপ্রায়নুযায়ী ব্যবহারই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ। তাঁহার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র ও প্রতিপাল্য, অতএব কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালনে অবহেলা করা উচিত নহে। যাহারা পরমেশ্বরের শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণাদি মাধ্যমে সমুদায় কাল কেপণের মানসে সংসারাজ্ঞম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের যোরতর জ্ঞান্ধি স্বীকার করিতে হইবে। এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এ সংসারের কর্তা, এবং সংসারের পালনার্থে যে সমস্ত

১৬৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। যাহাতে ক্রমে ক্রমে সংসারের উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত, অতএব তাঁহার অতিপ্রাণানুযায়ী কার্য করিঃ পৃথিবীর ক্লিরুদ্ধি সম্পাদন কুরা মনুষ্যের সর্বতোভাবে কর্তব্য।

যদিও বিশ্ব-নিয়ন্তার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র, কিন্তু তিনি মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ক নিয়ম সকলকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, এবং সেই সমুদায়েরই উপরে আমাদের সুখ সন্তোষ অধিক নির্ভর করে। আমাদের বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্ররতি তেজস্বিনী হইয়া নিকৃষ্ট প্ররতিদিগকে যত আয়ত্ত করিতে থাকিবে সংসারের দুঃখপ্রবাহ ততই মন্দীভূত হইয়া সুখ-প্রবাহ প্রবল হইবে।

বুদ্ধিরতি, ধর্মপ্ররতি ও নিকৃষ্ট প্ররতির^০ বিবরণ করা গিয়াছে। বাঁহারা সে সমস্ত পাঠ করিয়াছেন, এইকণ অবধিই তাঁহাদের সমুদায় মনোহতির প্রয়োজন রক্ষা এবং বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্ররতির^০ প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া কার্য করিতে প্ররত হওয়া উচিত। ইহা যথার্থ বটে যে এক্ষণে জনসমাজে যেসকল বিকৃত রীতি নীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে এই প্রমোদিত যথার্থ তত্ত্বাভুগত সমুদায় ব্যবহার সম্পাদন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহাতে এক্ষণে অবধারণ করা কর্তব্য নয়, যে কোন কালেই ভ্রমভুলের সুপ্রথা সকল রহিত হইয়া যুক্তি-নিষ্ঠ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত হইবে না।

জান প্রচার হইয়া লোকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, ব্যবহারও শুদ্ধ হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

জনসমাজস্থ প্রভুত্বশালী লোকদিগের যেপ্রকার স্বভাব থাকে, তদনুরূপ রীতি, নীতি, ধর্ম প্রভৃতি প্রচলিত হয়। যে কালে নরমেধ, সহমরণ ও বলিদান আরম্ভ ও প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে ঐ সমস্ত কুনীতি সংস্থাপকদিগের জিহাংসা-প্ররুতি প্রবল ও উপচিকীর্ষা-প্ররুতি দুর্বল ছিল তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল জাতি যুদ্ধ-নির্কীর্ষার্থে অকাতরে অধিক অর্থ ব্যয় করে, অগতঃ লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বর্জন্যার্থে অল্প ব্যয় করিতেও কাতর হয়; এবং অর্থোপার্জনে প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে, অথচ জ্ঞান ও ধর্মোন্নতি সাধন্যার্থে নিতান্ত অনুরাগশূন্য থাকে; তাহাদের জিহাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মদর ও অর্জুন-স্পৃহা রুতি যে উপচিকীর্ষা ও জায়পরতা প্ররুতি অপেক্ষায় প্রবল, তাহার সন্দেহ নাই। এমনকায় অনেক-জাতীর লোকেরই ঐ প্রকার স্বভাব; অতএব তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্ত হইবার পূর্বে মনের ভাব পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যিক। প্রথমে কর্তব্য কর্ত্ত উপদেশ করিয়া বুদ্ধিরূপিত সমুদায়কে সুশিক্ষিত কর্যাঁ পরে তদ্বিষয়ে ধর্মপ্ররুতি নিয়োজন করা, অবশেষে তদনুযায়িনী রীতি নীতি সংস্থাপন করিয়া সর্বভোতাবে বিধেয়।

জগদীশ্বর বিশ্ব-পালন্যার্থে যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম

১৬২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-সংস্থানের ফল ।

সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা বালকদিগকে সম্যক্রূপে উপদেশ দেওয়া উচিত। ইহাই দোষাকর দেশাচার সমুদায় পরিবর্তন পূর্বক যুক্তিসিদ্ধ বিশুদ্ধ ব্যবহার সংস্থাপনের প্রধান উপায়। বালকদিগের অন্তঃকরণে এপ্রকার কুসংস্কার জন্মে না, এবং যে সকল কুসংস্কার জন্মে, তাহা এপ্রকার প্রগাঢ় হইয়া উঠে না, যে পরিষ্কার করা অসাধ্য। অতএব, তাহারা যদি জ্ঞানমণ্ডলি বোধোচিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়, তবে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যে মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী এবং সেই সকল প্রতিপালন করাই যে যথাধর্ম ও তত্ত্বিকম্ব সমস্ত দেশাচার ও কুলচার যে মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত ও অশেষপ্রকার অনিষ্ট কারক, ইহা তাহাদের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেই প্রকণকার কুপ্রথা সমুদায় উচ্ছেদ করিয়া যুক্তিসিদ্ধ সুলীতি সকল প্রচলিত করিতে যত্ন হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়া অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত হ্রাস হইবে, ততই সত্য স্বরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশের প্রতিবন্ধক সকল খণ্ডিত হইয়া সমাচারসংস্থাপনের সুবিধা হইতে থাকিবে। এই প্রক্টে যে সমস্ত ভদ্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি শুভদায়ক বলিয়া তখন বোধ হইবে, বোধ হইলেই তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেও প্ররতি হইবে। তদনুযায়ী ব্যবহার হইয়া বিজ্ঞা, ধর্ম, শ্রুতি ও সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রধান প্রধান মনোরতি সকল তেজস্বিনী হইয়া

উত্তরোত্তর জীবদ্ধি সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা হ্রাস হইতে থাকিবে। অতএব, যে সকল নিয়ম পরমেশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ শুভাদায়ক, তাহা অবশ্যই প্রচলিত হইয়া পরিণামে সত্যেরই জন্ম হইবে। কোন অতিনয় তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, মজ্জ লোকের তাহা সহসা অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত হয় না; কিন্তু তাহা কালক্রমে বিচক্ষণ লোকদিগের গ্রাহ ও আদরগীর হইয়া সর্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত হয় তাহার সন্দেহ নাই।

বালকদিগকে যেরূপ বিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ গ্রন্থের আত্মোপাস্ত সমুদায় পাঠ করিলে, তাহা অনাক্রান্তে বোধ হইতে পারে। যখন জগদীশ্বর আত্মাদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও এ প্রকার অপরিবর্তনীয় স্বভাব করিয়া রাখিয়াছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার অত্যাধি হইতে পারে না, এবং এই উভয়ের পরস্পর একপ্রকার আশ্রয় সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, যে তদনুযায়ী ব্যবহার করিলেই সুখোৎপত্তি হয়, তখন এই সর্বত্র বিস্তৃত শিক্ষা করা পরম হিতকারী, অতিশয় আবশ্যক ও নিতান্ত কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সমুদায় দিব্যের যত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, ততই যথার্থ জ্ঞান, এবং যেরূপ শিক্ষা দ্বারা এই সর্বত্র বিস্তৃত শিক্ষা করা যায়, তাহাই আত্মদের জ্ঞান, ধর্ম ও সুখোৎপত্তি বিষয়ে যথার্থ উপকারী। এতদ্ব্যতীত,

১৭০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-সভাবনের কল ।

লোকের মধ্যে বাঁহাদের বিজ্ঞানভাস ও কর্মহানরদিগের পাঠশালার সমাপ্ত হয়, তাঁহারা যাহা কিছু শিখা করেন, তাহা বিজ্ঞা-বলিরা কর্তব্য নহে। বাঁহারা ধর্ম-বিজ্ঞান ও সামান্যপ্রকার ভূমিপরিক্ষণ ও তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ অল্প শিখা করিয়া আপনাদিগকে বিজ্ঞ ও কৃত-কর্মী জ্ঞান করেন, তাঁহারা স্বার্থ-কৃতবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট হস্তাক্ষর হন। চতুর্পাক্ষিতে যে সকল শাস্ত্র এদিত হইয়া থাকে, শূন্যে তাহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। বাঁহারা প্রথমে প্রথম ইংরেজী বিজ্ঞানসে বিজ্ঞানভাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ইংরেজী ভাষার সামান্যপ্রকার রচনা করিতে পারিলেই আপনাদিগকে বিশিষ্টরূপে বিজ্ঞানবান্ বোধ করেন। যদিও উপদেশ প্রদান ও অন্তান্ত বিষয়ক অতিপ্রায় প্রকাশার্থে রচনা শিখা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য, কিন্তু আমাদের জ্ঞান, ধর্ম, ধর্ম সাধনার্থে যে সকল বিষয় অভ্যাস করা উচিত, তদ্ব্যতীত গণিত করা যায় না। বাস্তবিক, রচনা-শিখা একান্ত জ্ঞান-শিখা নহে, জ্ঞান-প্রচারের উপায় শিখা নহে। কলতঃ, ভৌতিক, পারীক্ষিক ও মানসিক নিয়ম শিখার্থে যে সকল বিজ্ঞা অভ্যাস করা কর্তব্য, এ দেশের প্রবাস প্রবাস বিজ্ঞানসেও তাহার অধিকায়ন অদিত হই না। অপর সাধারণ সকলেরই যেরূপ শিখা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যিক, তাহা ভারতবর্ষের কোন স্থানে অভ্যাসি আরম্ভ হয় নাই।

পরিশিষ্ট ।



সুরাপান ।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ৪৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত
হইয়াছে যে, অনেকে সুরা পান করা গার্হিত বলিয়া
স্বীকার করেন না। অতএব, পরিশিষ্টে এ বিষয়ের
নিচায় করা যাইবেক। তদনুসারে, এক্ষণে সুরাপানের
দোষ-গুণ-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পাঠকবর্গ
সবিশেষ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিয়া যথাবিহিত
বিবেচনা করিবেন।

প্রথমতঃ-সুরাপান-পরায়ণ হইলে যে, সুকিরতি
বিকল ও কাম ক্রোধাদি রিপু সকল প্রবল হয়, ইহা
অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। বাহ্যিক অহ-
রহ যদিরা পান করিয়া মত্ত হয়, তাহার ক্রমে ক্রমে
হৃৎকান ও অকর্ষণ হইয়া যায়। বাহ্যিককে অল্প
সময়ে শিক্ত ও শান্ত দেখা যায়, তাহার ও যদিরা মত্ত
হইলে অত্যন্ত অশ্লীল কচন ব্যবহার করে, এবং পরস্পর
বিবাদ ও কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহার দ্বি-
ভাগে সজ্ঞা ভব্য হইয়া জনসমাজে শিক্তিচরণ দ্বারা কণ্ঠে
সমাদর লাভ করেন, তাহাদের মধ্যেও কত কত ব্যক্তিকে

রাত্রিকালে যদ মত্ত হইয়া কিছুৎব্যং ব্যবহার করিতে
 দৃষ্টি করা যায়। এতদেশীয় কত কত সুশীল শাস্ত্র-
 স্বভাব ভদ্রসন্তান সুরারসে বিদগ্ধ বিন পান দ্বারা পশুর
 স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অব্যবহিত-চিত্ত হইয়াছেন।
 বাহ্যিক কহেন, মত্তপান করিলে যেমন নিকট প্রযুক্তি
 উত্তেজিত হয়, সেইরূপ ধর্ম প্রযুক্তিও বর্ধিত হইয়া থাকে,
 তাঁহাদের এ কথা নিতান্ত বুদ্ধি-বিকল। যদি মদিরা
 পান করিলে, ধর্ম প্রযুক্তি সকল প্রবল হইত, তাহা
 হইলে ভূমণ্ডল অতাপ্য কালে অক্লেশে ধর্মরূপ সুধা-
 রসে অভিষিক্ত হইতে পারিত। প্রভুত, তদ্বারা কাম
 জিহ্বাংসাদি নিকট প্রযুক্তি উত্তেজিত হইয়া পৃথিবীতে
 পাপ তাপ প্রবল করিতেছে। সুশীল ব্যক্তির সুরাপান
 দ্বারা দুঃশীল হইয়া উঠে, ইহা সচরাচর সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া
 থাকে, কিন্তু কে কোথায় দেখিয়াছে, দুঃশীল ব্যক্তির
 মত্ত পান করিয়া সুশীল হইয়াছে? ইরোপীয় ইতর
 লোকেরা যে এতদেশীয় ইতর লোকদিগের অপেক্ষায়
 দুর্দান্ত ও দুর্কিনীত, প্রতিমাসেই যে ইরোপ হইতে
 নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর দুর্কর্মের সমাচার প্রাপ্ত হওয়া
 যায়, এবং সর্বত্রই যে কাশ্মিরপুর আতিশয্য সন্নি-
 লাম্পট্যদোষের বাহুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, মত্তপান
 ও অত্যাচার মানকসেবন তাহার এক প্রধান কারণ রূপে
 প্রতীয়মান হইতেছে।

•বহুদর্শী বিখ্যাত সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন
 পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, দুর্নীতি জিহ্বা সেনারা মত্ত

দ্রুত করি, মদমত্ততাই প্রায় সমুদায়ের কারণ * ।
 মেরিক্ এলিসন্ সাহেব গ্রান্সগো নগরের বিবরে এই-
 প্রকার লিখিয়াছেন যে, তথ্যর প্রতিবৎসর গড়ে
 ২৫০০০ ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া অত্যাচার করিতে কারাকজ
 ও মণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে † । ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সেনা-
 পতি গত ২৩ এ নিক্সারিতে সৈন্যদিগের পান দোষ
 বিবরে এক অসুস্থাপার প্রচার করিয়া লেখেন, তাহা-
 দের ব্যবতীয় অত্যাচারের কৃতান্ত সেমাপতির কর্ণগোচর
 হয়, তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ মদমত্ত ব্যক্তিদিগের
 কৃত ‡ । কর্ণেল্ সাইক্স এ বিষয়ের যে অখণ্ডীর
 প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার বারংবার
 দৃঢ়বাদ করিতে হয় । তিনি অপরিমিতপারী, পরিমিত-
 পারী, অমদ্যপারী এই ত্রিবিধ সৈন্যদিগের অত্যাচারের
 বিবরণ সংগ্রহ করিয়া স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন
 যে, তাহার লোকের উপর উপদ্রব করিতে বিচারালয়ে
 অভিযুক্ত হইয়া যত মণ্ড পায়, তন্মধ্যে অপরিমিতপারীর
 সর্বাংশ অধিক, পরিমিতপারীর তাহার তিন
 ভাগের এক ভাগ, অমদ্যপারীর আট ভাগের এক
 ভাগ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে । § ইহা প্রসিদ্ধই আছে,

* The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 104

† The Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 71

‡ The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 135.

§ The Calcutta Christian Advocate of the 22nd No-
 vember, 1851.

দক্ষাগণ যখন কোন গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিতে যায়, তখন আপনাদের কোন কোন নিরুচ্চ প্ররতি উত্তেজিত করিয়া ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত করিয়া থাকে। গণনা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে, যখন এক জনও অমৃতপানী সৈন্ত শাস্তি পায় না, সে স্থলে গড়ে ২৭ জন মদিরাসক্ত সৈন্ত দস্য ভোগ করিয়া থাকে*। সুরাপান রূপ মহাপাপের বিষম কলোৎপত্তি বিষয়ে ইহার অপেক্ষার অধিক প্রমাণ আবশ্যিক হইতে পারে? এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার পাঠ করিতে করিতে কাহার না অশ্রুপাত হয়?

অতএব, মদিরা-পানে প্ররত থাকিলে যে আনকানেক অনিষ্টকারী নিরুচ্চ প্ররতি উত্তেজিত ও বর্জিত হইয়া বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্ররতি সমুদায়কে পরাভব করিতে থাকে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুরাপান সংসারের পাপ-প্রবাহ প্রবল ও দুঃখ-পারাবার স্ফীত করিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধিরতিই সর্বাপেক্ষা প্রধান* রুতি। তাহার সংসার-মাগরে কর্ণধার স্বরূপ এবং তাহাদের অমৃতময় উপদেশ পরাম্পর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ। অতএব, যে কর্ম দ্বারা তাহাদিগকে দুর্বল ও নিরুচ্চ প্ররতি সমুদায়কে প্রবল করা হয়, তাহা কদাপি ধর্ম-প্রবর্তক ও পাপ-নিবর্তক পদার্থের আভ্যন্তরিত নহে। অতএব তাহা কেন ক্রমেই বর্জ্য নহে।

* The Bombay Temperance Repository, N0, 3. p.103.

দ্বিতীয়তঃ।—অনেকে কহেন, সুরাপান করিলে শরীর সুস্থ ও সুন্দর থাকে, অতএব তাহা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সুরাপানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের এই অমর্থক অভিপ্রায় নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক ও অত্যন্ত অশ্রদ্ধের বোধ হইবে। যদিরা পান করিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত-প্রবাহ প্রবল হয়, নাড়ী বলবতী হয়, এবং শারীরিক শক্তি সমুদায় উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু ইহা শারীরিক-স্বাস্থ্য-সাধন পক্ষে হিতকারী হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত অহিতকারী হইয়া উঠে। যদিও কোন কোন প্রকার মদ্য ব্যবহার দ্বারা শরীর কষ্ট পূৰ্ত্ত থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সুরাপান বিষম বিধে জৰ্জরীভূত হইয়া শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই হেতু, প্রথমে যে পরিমাণে যদিরা পান করিলে, শরীর সতেজ ও ক্ষুৰ্তিযুক্ত বোধ হয়, পরে তদপেক্ষায় অধিক পান না করিলে আর সে-রূপ বোধ হয় না। এই রূপে, ক্রমে ক্রমে পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়, অবশেষে মদিরার বশীভূত হইয়া নিতান্ত অকৰ্ম্মণ্য ও নানা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। তখন পরিপাক-শক্তি ও অন্যান্য শারীরিক শক্তি এত ক্ষীণ হয় যে, সুরাপান না করিলে আর ভোজনেন কচি হয় না, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয় না, এবং অন্যান্য আবশ্যক কৰ্ম ও আশ্রমাদি কিছুই করা যায় না। যে সমস্ত শারীরিক শক্তি দ্বারা শারীরিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইয়া শরীর সজীব ও সতেজ

থাকে, তাহার হ্রাস হইলে যে নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, ইহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলেও সন্দেহ বোধ হয়। ডাক্তার পেরেরা এক জন প্রধান চিকিৎসক ও অতি প্রাণিক প্রেমকার। তিনি লিখিয়াছেন, সুরাপান ব্যতিরেকে যে শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকিতে পারে, এবং সচরাচর মত্ত ব্যবহার করিয়া যে অনেকের অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তদ্ব্যতীত অশ্বরী, পানপোখ, উদরী, যকৃৎ, এবং মস্তিষ্কের ও পাকস্থলীর পীড়া উৎপন্ন ও প্রবল হইয়া থাকে*। শাবীরবিধানবিজ্ঞ বিহারদ অতিপ্রধান চিকিৎসক কুই সাহেবও এইরূপ অতিপ্রাণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঔষধ স্বরূপ ভিন্ন অস্ত কোন স্থলে সুরাপান করা বিধেয় নহে†। আর ডাক্তার কার্পেণ্টার এ বিষয়ে এক অত্যন্ত পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রগাঢ় যুক্তি, প্রচুর প্রমাণ ও অপূর্ণ্যপূর্ণ উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক সুরাপান রূপ মহাপাতকের প্রতিবেদ পক্ষে যেপ্রকার মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, মত্তপ্রিয় মহাশয়দিগকে নিকন্ত হইতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। তিনি ভুরি ভুরি বিখ্যাত

* Treatise on Food and Diet by Jonathan Pereira.
London, 1843, pp. 425-427.

† Physiology of Digestion by Andrew Combe, 1845,
pp. 142 and 143.

চিকিৎসকের অভিপ্রায় সকলর পূর্বক প্রতিপন্ন করিয়া-
ছেন যে, যদিরাশক্ত হইলে অপস্মার, পক্ষাঘাত
অগ্নিমান্দ্য, বাত, যক্ষ্ম, মূত্ররোগ, চর্ম্মের রোগ,
মূখের ব্রণ ও ক্ষত এবং হস্ত পাদাদির কণ্ঠ প্রভৃতি
অনেক প্রকার শীড়া উৎপন্ন হয়, এবং কারণান্তর দ্বারা
উৎপন্নমান অনেকানেক রোগের পূর্বাভাসের সুরাপান
করিলে, তাহা অবিলম্বে প্রকৃপিত হইয়া চিকিৎসা
হইয়া উঠে । *

অনেকে কোন কোন সুরাপারীকে সুস্বাস্য হইতে
দেখিয়া বিবেচনা করেন, যত পান দ্বারা বল ও বীৰ্য্য
বৃদ্ধি হয় । কিন্তু তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তি-
মূলক । কোন কোন যদিরা পান করিলে শরীরে মেদ-
সঞ্চয় হইতে পারে বটে, কিন্তু মেদ কদাপি বলোৎপাদক
নহে ; অতীত, সমধিক মেদ সঞ্চয় হইলে শরীরের শক্তি
ও কার্য্যশীলতা হ্রাস হইয়া নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টির
হইতে থাকে । এ কারণ, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা সমধিক
মেদ সঞ্চয়কে এক স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া নির্দেশ করেন ।
সুরাপারীদিগের শরীর অধিক রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত
কারণেই রোগাক্রান্ত হয় । বিশেষতঃ, তাহত ও
পীড়িত হইলে অমদ্যপারী ব্যক্তির যেরূপ আশু
প্রত্যেক প্রাপ্ত হয়, যদিরাশক্ত ব্যক্তির সে রূপ কখনই

হয় না। তাহাদের রোগ অবিলম্বে কঠিন ও হুঙ্কিকিণ্ড হইয়া উঠে।* কলতঃ, নখন উৎকট উৎকট মদিরা পান করিতে কত কত ব্যক্তির জীবিত দেহ কাষ্ঠাদি দ্বারা বস্ত্র সংযোগ ব্যতিরেকে আগনা হইতে দগ্ধ হইয়া একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে†, তখন সুবা যে পুরাপুরী ব্যক্তিদিগের শরীরের প্রতি বিষবৎ গুণ প্রকাশ করে, ইহাতে জানে কি ?

মদ্যপান উন্মাদ-রোগের এক প্রধান কারণ। কয়েক বৎসর হইল, ইংলণ্ডে উন্মাদ-রোগ ব্যক্তিদিগের উন্মাদ রোগের কারণমুসন্ধান করণার্থ, কতিপয় আত্মনিবৃত্ত হইয়া ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ও'রলস দেশীয় ৯৮ টা কিণ্ড-বিরাসের তদ্ব্যমুসন্ধান করিয়া ১২০০৭ জন উন্মাদ-রোগ ব্যক্তির বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া লেখেন, ঐ ১২০০৭ জনের মধ্যে ১৭৯৯ জন পুরাপান করিয়া কিণ্ড হয়, অবশিষ্ট সকলে ইন্ডিয়-দোষ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, পিতা মাতার উন্মাদ-রোগ প্রভৃতি অন্যান্য কারণে উন্মত্ত হয়। কিন্তু এই গোণাক কয়েক কারণেও পুরাপানের সাহচর্য

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, Chap. I. Sect. III. pp. 74. and 75.

† জুনিয়া ডেকম্বটেন নামে এক ব্যক্তি এইপ্রকার ১৭টা ভরফর ব্যাপারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

Maunder's Scientific and Literary Treasury. Article •Spontaneous.

ছিল তাহার সম্বন্ধ নাই। গ্রামগো-নগরস্থ কিশু-
নিধাসের মাত বৎসরের বিবরণ পশ্চাৎ উদ্ধৃত করা
যাইতেছে তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সুত্রাপান যে
কি সর্বনাশের হেতু তাহা অনায়াসেই প্রতীত হইবে।

শ্রুতাক	কিশু মো- কেব সম্বৎ	যত লোক পিণ্ডা বা- তার উদ্ভাদ যোগ প্রাপ্ত হয়।	যত মো- কের কিশু হইবার কা- রণ বিক্রপি- ত হয় নাই।	অপরিমিত মদিরা পান কর্ত্তে যত লোক কিশু হইয়াছিল।
১৮৪০	১৪৯	৭	৩৪	২০
১৮৪১	১৫৭	২০	৪৪	৩৪
১৮৪২	১৯৯	৫৪	২০	৪৫
১৮৪৩	৩২৭	১১৬	৩৮	৩২
১৮৪৪	৩৯০	৭৭	৪১	৫৩
১৮৪৫	৩৬৪	৪৭	৩৮	৯০
১৮৪৬	৪১৪	৪৯	৬২	১০৫
সমুদায়	২০০০	৩৩৬	২৭৭	৩৭৫

স্কটলণ্ডের অস্ত্রপাতী এবডিন্‌ও তৃতী এবং
 জার্মণ্ডের রাজধানী ডবলিন্ প্রভৃতি মানা হোনের
 কিশু-নিবাসের যে সমস্ত বিবরণ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত
 হইয়াছে, তাহাতেও সুরাপান অনেকানেক ব্যক্তির
 উন্মাদ-রোগের কারণ বলিয়া লিখিত আছে। ডাক্তার
 ম্যাকমিশ ডবলিন-নগরস্থ এক চিকিৎসালয়ের বিষয়ে
 লিখিয়াছেন, এক্ষণে তথায় ২৮৬ জন কিশু অবস্থিতি
 করিতেছে, তাহার অর্ধেক লোক মদिरা পান করিয়া
 কিশু হইয়াছে * ।

সুরাপান রূপ মহাপাপের বিষমর ফল কেবল
 পানকর্তার প্রতিকল প্রাপ্তি মাত্রে পর্যাপ্ত হয় না,
 তদ্বারা তাঁহার সম্বানদিগেরও অশেষপ্রকার অনিষ্ট
 ঘটনা থাকে। পিতা মাতার গুণাগুণ যে সম্বানে
 বর্তে তাহা এই প্রেমের প্রথম ভাগে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত
 হইয়াছে। মদ্যপায়ীর সম্বান দিগের মানসিক দোর্বলতা,
 বীর্ষ-হানি, পানাসক্তি, উন্মাদ-রোগ ও জাভ্যদোষ
 উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রাচীন ও নব্য অনেকানেক প্রমিষ্ট
 পণ্ডিত ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া মদिरাপান নিষেধ করিয়া
 গিয়াছেন। প্লুটর্কনামক সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত
 কহিয়াছেন, “এক মদোন্মত্ত অন্য মদোন্মত্তকে
 উৎপাদন করে।” এবং ভুবন-বিখ্যাত এরিস্টটল

* Use and Abuse of Alcoholic Liquors; by W. B. Carpenter, 1850, pp. 20-43.

লিখিয়াছেন, “সুরাসক্ত জীৱগণ আত্মসদৃশ সন্তান সকল
প্রসব করে।” ডাক্তর ব্রোন্, হবিসন, হো প্রভৃতি
বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা এ বিষয়ের ভূরি ভূবি প্রমাণ
প্রদর্শন করিয়াছেন। হো সাহেব লেখেন ৩০০ জড়ের
জনকজননীদিগের চরিত্রের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে,
তন্মধ্যে ১৪৫ অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক প্রসিদ্ধ মদিরাসক্ত
ছিল *। এক বার কোন পরিবারে পান-দোষ প্রবিক্ট
হইলে, পুরুষাত্মক্রে তাহার প্রতিকল ভোগ করিতে
হয়। ডাক্তর ডাকইন কছেন, যে সমস্ত রোগ পান-
দোষ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা তিন পৃথক পৃথক চলিয়া
আসিতে পারে এবং যদি সুরাপানীর গুল্মপোজাদি
মজ্ঞপানে নিরত না হয়, তবে যে পর্যন্ত তাহার
বংশলোপ না হয়, সে পর্যন্ত ঐ সমস্ত রোগ তাহার
পরিবারকে অধিকার করিয়া থাকে †। অতএব,
যাহারা * স্বীয় সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী, মদিরাদানে
প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে।

যখন সুরাপানে আসক্ত হইলে অশেষপ্রকার উৎকট
উৎকট রোগ উৎপন্ন হয়, তখন তদ্বারা আত্মকলেরও
সম্ভাবনা। মনুষ্যের পরমাত্মার উপর বিমা করা যাহা-
দের ব্যবসার ‡, তাঁহারা অপরিমিত-মদ্যপানীদিগের

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, p. 44.

† Saturday Magazine, vol. 2. No. 43.

‡ তাঁহারা যাহার জীবনের উপর বিমা করেন, তাহার নিকট

উপর বিমা করিতে স্বীকার করেন না। যদি কাহারও মরণান্তে জানিতে পারেন, অমুক মৃত্যুপানে অনুরক্ত ছিল, তবে তাহার বিমা অগ্রাহ্য করেন। ইংলণ্ড দেশে ৪০ বৎসর বয়স্ক ১০০০ ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ১০ জন করিয়া বৎসর বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু বাহ্যানে উপর পূর্বোক্ত প্রকার বিমা করা হয়, তন্মধ্যে সহজে ১১ জন করিয়া প্রতিবর্ষে কাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্রূপ টেম্পেরেস প্রাবিডেন্ট ইনিসিটিউসন্ নামক সমাজভুক্ত ব্যক্তির স্বরাপান একে বাবেই পরিচাল্য করে, এই নিমিত্ত দীর্ঘায়ু হয়। ইংলণ্ড-দেশস্থ যে সমস্ত লোকের বয়ঃক্রম ১৫ বর্ষের স্থান এবং ৭০ বর্ষের অধিক নহে, তাহাদের মধ্যে বৎসর বৎসর গড়ে সহজে ২০ জন করিয়া মৃত্যু-পানে প্রবেশ করে। কিন্তু পূর্বোক্ত-সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বর্ষে বর্ষে সহজে ৬ জন করিয়া মৃত হইয়া থাকে, তাহাদের এরূপ দীর্ঘ-পরমায়ু-প্রাপ্তির অন্ত্যস্ত কারণও থাকিতে পারে, কিন্তু মদ্যপান-পরিচাল্য যে এক প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই *।

বখন শীতল প্রদেশেও মদ্যপান শারীরিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি বিষয়ে অত্যন্ত অহিতকারী, তখন ইহঁতে ঘাসে ঘাসে কিছু কিছু মুক্তা গ্রহণ করিয়া একপ অঙ্গীকার করেন যে তোমার দুজুর পব তোমার উত্তরাধিকারী-দিগকে এত মুক্তা প্রদান করিব। সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইলে তাহাদের লাভ হয়, মৃত্যুবা ক্ষতি হয়।

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. R. Carpenter 1850 pp, 85-87.

আমাদের দেশের জায় উষ্ণ দেশে তদ্বারা অধিক অনি-
কৌৎপত্তিরই সম্ভাবনা। ডাক্তর র, জ্যাকসন্ সাহেব
লিখিয়াছেন উষ্ণ-প্রদেশ-স্থিত যে সমস্ত ব্যক্তি তাদৃশ
মদ্য মাংস ব্যবহার না করিয়া শস্তাদি উদ্ভিদ বস্ত্র ভক্ষণ
করিয়া থাকে, তাহারাই সুস্থ, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী ।
ডাক্তর জনসন্ স্বপ্রণীত উষ্ণ-প্রদেশ-বিবর্ধক পুস্তকে
লিখিয়াছেন, মন-মত্ততা রূপে মদ্যপান যেমন সকল
পাপের প্রদর্শক, সেইরূপ, তদ্বারা সকল রোগ এবং
ও দুর্শ্চিকিৎস হইয়া উঠে ।

সুবিখ্যাত সেনাপতি সর্ চার্লস নেপিয়ার সাহেব
কলিকাতা-নগরীস্থ ৯৬ শ্রেণী-ভুক্ত সৈন্যদিগকে এইরূপ
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, “ তোমরা যে দেশে
আগমন করিয়াছ, এখানে মদ্যপান করিলে অবিলম্বে
মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। যদি সুরাপান-পদ্ধতি না
হইয়া স্থির ভাবে থাক, উত্তম থাকিবে ; সুরাপান করি-
লেই নষ্ট হইবে। হয়, অকর্মণ্য হইয়া থাকিবে, নয়,
কাল-প্রাপ্তে প্রবিষ্ট হইবে। আমি এতদেশস্থ দুই দল
ইয়ুরোপীয় সৈন্তের ব্যবহার দৃষ্টি করিয়াছি ; এক দল
মদ্যপানে প্রবৃত্ত ছিল অতঃ দল তাহাতে নিবৃত্ত
ছিল। তদ্বধ্যে যাহারা মদ্যপানে নিবৃত্ত, তাহারা
অত্যন্ত সৈন্ত। তাহারা কোন দেশের কোন সৈন্ত

* Calcutta Review Vol XXXI. p. 54.

† The Influence of Tropical climates on European
constitutions, by James Johnson, 1813. p. 450.

অপেক্ষা অপকৃত নহে । আর বাহারা তাহাতে রত, তাহারা কণ ও ভগ্ন-শরীর হইরা নষ্ট প্রায় হইরাছে* ।”

কর্নেল ফাইক্স সাহেব ভারতবর্ষে বহু কাল অবস্থিতি পূর্বক অত্রস্থ সৈন্যদিগের আহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে মনোযোগ পূর্বক পর্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, অদেশ অপেক্ষায় ভারতবর্ষে যে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অধিক রোগ জন্মে ও অল্প কাল হয়, তাহাতে সৈন্য ভোজনাদির দোষই ইহার প্রধান কারণ । তিনি বাঙ্গালা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এই তিন প্রদেশস্থ ভারত-বর্ষীয় ও ইউরোপীয় সৈন্যদিগের বেকুপ মৃত্যু-মাত্রা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পক্ষাৎ উদ্ধৃত করা বাইতেছে ।

২০ বৎসরে প্রতিবর্ষে গড়ে প্রতিশতে যত জনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সংগ্রহ ।

	বাঙ্গালা	বোম্বাই	মাদ্রাজ
ভারতবর্ষীয় সৈন্য	$\frac{৭২}{১০০}$	$\frac{২৯১}{১০০০}$	$\frac{৯৫}{১০০০}$
ইউরোপীয় সৈন্য	$\frac{৩৮}{১০০০}$	$\frac{৭৮}{১০০০}$	$\frac{৮৪৬}{১০০০}$

* Bombay Temperance Repository, No. 3, 102.

† $\frac{৭২}{১০০}$ এ অঙ্কের অর্থ ২০০ জনের ৭২ ;

$\frac{২৯১}{১০০০}$ এ অঙ্কের অর্থ ১০০০ জনের ২৯১ ভাগ ইত্যাদি ।

‡ Calcutta Review, No. XXVII, 1864.

এই সংগ্রহ দর্শনে প্রতীত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় মৈত্ৰ্য্যদেগের ইয়ুরোপীয় মৈত্ৰ্য্যদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তির মৃত্যু-ঘটনা হইয়া আসিয়াছে। কর্ণেল সাইক্স সাহেব কহেন, ইয়ুরোপীয়দিগের মদ্য মাংস ব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ প্রতীয়মান হইতেছে* ।

পূর্বোক্ত সংগ্রহে দৃষ্ট হইতেছে, অত্যন্ত-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় মৈত্ৰ্য্যদিগের অপেক্ষায় মাদ্রাজ-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় মৈত্ৰ্য্যদিগের মধ্যে অধিক মৃত্যু-ঘটনা হয়, অথচ তত্রস্থ ইয়ুরোপীয় মৈত্ৰ্য্যদিগের মধ্যে অত্যন্ত-প্রদেশস্থ ইয়ুরোপীয় মৈত্ৰ্য্যদিগের অপেক্ষায় তাম্প মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইহার কারণ কি ? পূর্বোক্ত সাইক্স সাহেব এ বিষয়ের যেরূপ সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সকলেই সজ্ঞত বোধ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। পোম্বাই-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় মৈত্ৰ্য্যদিগের আট ভাগের ছয় ভাগ হিন্দু বিশেষতঃ সমুদায়ের অল্পেক অপেক্ষাও অধিক লোক হিন্দুস্থানী। ইহার মদ্য মাংস ব্যবহার করে না, গোমুখাদি শস্য ভোজন করিয়া থাকে। বাদ্বালা-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় মৈত্ৰ্য্যদিগের অধিকাংশ বে সুসাপান ও আম্রিভক্ষণ

* Now, animal food, with the assistance of such an auxiliary (drinking), and combined with mental vacuity, go far to account for the excess of mortality, amongst Europeans.—The Bombay Temperance Repository, No. 2, p, 64.

বদলে না, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, এই উত্তর-প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্তের মধ্যে বৎসর বৎসর অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কিন্তু মাদ্রাজ-প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্তের বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাকার অস্বাস্থ্য সৈন্যদিগের সাত ভাগের প্রায় ছয় ভাগ মোসলমান এবং এক ভাগ মাত্র হিন্দু, আর পদা-তিকদিগেরও প্রায় অর্ধেক অথবা ২১ ভাগের এক ভাগ মোসলমান। বিশেষতঃ, এই সমস্ত হিন্দু সৈন্তের মধ্যেও অনেক ইতর লোক আছে, তাহারা উক্ত লোকদিগের জ্ঞান স্বাস্থ্যবিচার না করিয়া মৃত্যু মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব, মাদ্রাজ-প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অধিকাংশে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের জ্ঞান মনো পান ও আমিশ ভক্ষণ করে এবং এই নিমিত্তই তাহাদের মধ্যে অধিক মৃত্যু ঘটে না হইয়া থাকে। আর তত্রস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যক্তি মৃত্যু ঘটে, তাহারও একরূপ হেতু নির্দেশ করা হইয়াছে। বাঙ্গাল-প্রদেশীয় ইউরোপীয় সৈন্তেরা যে রমনামক মদিরা পান করিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত উগ্র ও সমধিক অনিষ্টকাৰী, কিন্তু মাদ্রাজ-প্রদেশীয় ইউরোপীয় সৈন্তেরা শোট ও এরাক নামে যে মদ্য ব্যবহার করে, তাহা তদনুরূপ অপকারী নহে। এই নিমিত্ত মাদ্রাজ অপেক্ষা বাঙ্গাল-প্রদেশস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তি বৎসর বৎসর কালক্রমে পতিত হয়। আর বোধাই-

প্রদেশীয় ইয়ুরোপীয় সৈন্তেরা যে মদिरা পান করে, তাহারম অপেক্ষা ভাল, কিন্তু এরাক অপেক্ষায় অনিষ্টকারী; তদনুসারে বোম্বাই প্রদেশে বাদল অপেক্ষায় অল্প ও মাদ্রাজ অপেক্ষায় অধিক সৈন্ত বর্ষে বর্ষে মৃত্যু মুখে প্রবেশ করে। তজ্জিহ, মাদ্রাজ-প্রদেশস্থ ৮৪ খ্রৈশী-ভুক্ত পদাতিক সৈন্তদল সুরাপান বিষয়ে অত্যন্ত সকল সৈন্ত অপেক্ষায় সাবধান, এ কারণ তথাকার এক্সল্ট সৈন্তদিগের অপেক্ষায় সুস্থ, দীর্ঘ-জীবী ও শান্ত-স্বভাব। এই সুন্দর মীমাংসা কাহার না মনোগত হইবে এবং কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিয়া লইবেন * ?

শীত প্রধান জর্মনি দেশের সৈন্তদিগের বিষয়েও এইপ্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুরাপান শারীরিক-স্বাস্থ্য-সাধন-পক্ষে হিতকারী কি অহিতকারী ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, তথাকার রাজ-পুস্তকেরা কতিপয় সৈন্তদলকে সুরাপান করিতে নিবেদন করিয়া কতক দিন পরে দেখিলেন, অত্যন্ত সৈন্তদিগের অপেক্ষায় তাহাদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর বিস্তার হ্রাস হইয়াছে। সুরাত্যাগীদিগের মধ্যে গড়ে ষত ব্যক্তির প্রাণ-ত্যাগ হয়, সুরা-পানীদিগের মধ্যে তাহার দ্বিগুণ লোক কাল-আসে প্রবেশ করিতে লাগিল।

* Calcutta Review, No. XXXI. pp. 48-53.

† The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 135.

তৃতীয়তঃ। কেহ কেহ কহেন, অপরিমিত মদिर। পান শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অল্প পরিমাণে পান করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। কিন্তু তাঁহাদের এ অভিপ্রায়ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, যিহ পান করিলে তাহার ফল অবশ্যই ফলে; তবে শীঘ্র আর বিশেষে এই মাত্র বিশেষ। মদ্যপান আরম্ভ করিলে যে শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া মদिरার বশীভূত হইতে হয়, পূর্বে ইহা লিখিত হইয়াছে, এবং পরিমিত-মদ্যপানীরাও যে অপেক্ষাকৃত দুর্বৃত্ত ও পাপাসক্ত হয়, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনধিক মদ্যপান করিলেও পাকস্থলী, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হয়। কিন্তু যে সকল শারীরিক শক্তি অকরহ সমধিক উত্তেজিত হইতে থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীর্ণ ও রোগ-গ্রস্ত হইয়া আইসে। তখন পাকস্থলী প্রভৃতি বিকৃত না হইলে আর স্বল্প পরিপাক করিতে পারে না, এবং যকৃৎ, মূত্রাশয় ও অন্ত্রাদি অঙ্গ অধিক যত্ন স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে, তৎসমুদায় ক্রমেক্রমে বিশৃঙ্খল ও সর্ব্ব শরীর ক্লান্ত হইয়া পরমাত্ম হ্রাস করিয়া ফেলে। অতএব, অনধিক মদ্যপান অভ্যাস করিলে যদিও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকল উপস্থিত না হয়, কিন্তু কাল বিলম্বে একে বারে সমুদায় শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়। যৌবন-

বালের পাপের কল রক্তকালে ভোগ করিতে হয় ।
কর্ণেল্ সাইক্‌স সাহেব পরিমিত সুরাপানেরও প্রতি-
পক্ষে যেপ্রকার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা
সম্যক্ অবদরণীয় । তিনি পরিমিতপায়ী, অপরিমিত-
পায়ী, অদ্যাপায়ী এই ত্রিবিধ সৈন্যের মৃত্যু-রক্তাক্ত
সংগ্রহ করিয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে তাহাদের
মধ্যে প্রতিবৎসর গড়ে যত অদ্যাপায়ী ব্যক্তির মৃত্যু-
ঘটনা হয়, তাহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমিতপায়ী ও চতুর্গুণ
অপরিমিতপায়ী ব্যক্তি বৎসর বৎসর কাল-গ্রামে পতিত
হইয়া থাকে * । আর চিকিৎসাকরণ বিবেচনা করিয়া
দেখিয়াছেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি সুরাপানে বিরত
তাহারা আহত ও পীড়িত হইলে যেমন শীঘ্র আরোগ্য
লাভ করিতে পারে, অদ্যাপায়ী ব্যক্তির মেরুপ কখনই
পারে নী । ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণকারী কক সাহেব এবং
তাঁহার সম্ভাব্যতারিগণ বৎসালে নব-জীনও দ্বীপে
উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তহু লোকেরা অত্যন্ত
স্বস্থ ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল । তাহাদের কোন অঙ্গ দৈবাৎ
আহত হইলে, বিনা ঔষধ-প্রয়োগেই তাহার প্রতীকার
হইত । “তৎকাল পর্য্যন্তও সুরারূপ বিষম বিষ পানে,
তাহাদের আয়োগ উপস্থিত হয় নাই ।” ফলতঃ এ
বিষয়ের দুই এক প্রমাণ কি, সহস্র সহস্র ইউরোপীয়

* The Calcutta Christian Advocate of the 22d No-
vember 1851.

চিকিৎসক সুরাপানের প্রতিষেধপক্ষে যে পরম প্রবন্ধের
প্রতিপ্রায় বাক্য করিয়াছেন, তাহা এই প্রস্তাবের শেষ
ভাগে স্বতন্ত্র প্রকাশ করা যাইবে ।

চতুর্থতঃ । কেহ কেহ কহেন, সুরাপান করিলে
শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হইয়া অধিক পরিভ্রম
করিতে সমর্থ হওয়া যায় ; অতএব, প্রতিদিন কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ সুরাপান কর্তব্য । শারীরবিধানবেত্তা ও রসা-
রন-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া-
ছেন, যে যে পদার্থ দ্বারা শরীরে বলাধান হয়, সুরার
সার * ভাগে তাহার কিছুই নাই । তবে কোন কোন
সুরার সহিত অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু
তাঁহা সুরারূপ সাংঘাতিক গরলের সহিত ভক্ষণ
করিবার প্রয়োজন কি ? গোধূম মসুরিকাদি প্রসিক্ত
পুষ্টিকর দ্রব্যে তাহা যথেষ্ট আছে, তৎসমুদায় ভোজন
করিলেই, বলিষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ হওয়া যায় । যদিও অল্প
পরিমাণে মদ্য পান করিলে শরীরস্থ রক্ত-প্রবাহ
প্রবল হইয়া বলসাধ্য কার্য করিতে সমর্থ হওয়া যায়,
কিন্তু রক্তে সে তেজ অবিলম্বে হ্রাস হইয়া পূর্বাপেক্ষা

* সকলপ্রকার সুরাতে সুরাসার নামে এক সামগ্রী
আছে তাহাতেই সুরাপানীদিগকে মত্ত করে । রস, ত্রাণ
জিম প্রভৃতি যে সকল বদ্যে তাহা অধিক আছে, তাহাই
অধিক অনিষ্টকারী, আর সেবি, বিয়র প্রভৃতি যে সমস্ত
মদ্যে তাহা অল্প আছে, তাহা তত অনিষ্টকারী নহে কিন্তু,
সকলপ্রকার মদ্যই অহিতকারী তাহার সন্দেহ নাই ।

দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয় । একারণ, মদ্য-
পায়ীরা অমৃত্যুপায়ীদিগের দ্বারা ক্রমাগত অধিক কাল
ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে স্মর্থ্য নহে । তাহারা মদ্য-
পানে নিরন্তর, তাহারা গড়ে যত পরিশ্রম করিতে পারে,
মুরাপায়ীরা তত কখনই পারে না । ডাক্তার কার্পেণ্টর,
ভুবন-বিখ্যাত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ ও ডাক্তার ফার্বেন্স
প্রভৃতি কতিপয় সম্বিত্বাশালী বহু-পরিশ্রমী ব্যক্তির
প্রমত্ত উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, তাহারা মদ্যপান
করিতেন না, অথচ আপনাদের মুরাপায়ী সহযোগী-
দিগের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন ।
কান্সটান্টিনোপল্-নামক প্রসিদ্ধ নগরের প্রমোপজীবী
লোকেরা মদ্যপান করে না, অথচ তাহাদের বল ও
পরিশ্রম দেখিয়া লোকে বিস্ময়াগত হয় । তথাকার
ভারবাহকেরা ইংলওদেশীয় মদ্যপায়ী ভারবাহকদিগের
অপেক্ষায় গুরুতর ভার বহন করিতে পারে । এক্ষণে
আমেরিকা-প্রদেশীয় অনেকানেক বণিক্‌পোতের অধ্য-
ক্ষেরা মাল্যাদিগের মদিরাপান নিবারণ করাতে,
তাহারা ইংলণ্ডীয় মদিরাসক্ত মাল্যাদিগের অপেক্ষায়
উত্তমরূপে আপন আপন কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিয়া থাকে ।
লীড্‌স-নামক স্থানের ২৪ জন বহু-পরিশ্রমী প্রমোপ-
জীবী লোক একত্র হইয়া ডাক্তার কার্পেণ্টরকে এইরূপ
পত্র লিখিয়াছিল যে “আমরা পূর্বে পরিমিত রূপ
মদিরা পান করিতাম, পরে তাহা হইতে একেবারে
নিরন্তর হইয়াছি । ইহাতে, আমরা পূর্বাপেক্ষা সচ্ছন্দে

এ প্রকল্প মনে আপন আপন কর্ম করিতে পারি, এবং বোধ করি, আমাদের প্রভুতাও আমাদের কর্ম দেখিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও, বৈষয়িক অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে।” কার্পেণ্টর সাহেব অম-সামর্থ্য-বিষয়ে সুরাপানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে যে স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে অমৃত্যু-পায়ী ব্যক্তিরা যে মৃত্যুপায়ীদিগের অপেক্ষায় অধিক কাল ব্যাপিয়া অধিক পরিভ্রম করিতে পারে ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব, সুরাপান, অম-সামর্থ্য ও বলোৎপত্তির প্রতিকূল বিনা কদাপি অনুকূল নহে। পুষ্তিকর এবং ভক্ষণ করিলে যে বল উৎপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ বল, তাহাই স্থায়ী। তদ্বারাই ক্রমাগত অধিক কণ ব্যাপিয়া পরিভ্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায় * ।

শরীরের সহিত মনের যেসকল অতি নৈকট্য সম্বন্ধ, তাহাতে যে বিষয় শারীরিক পরিভ্রমের পক্ষে অপকারী, তাহা মানসিক পরিভ্রমের পক্ষেও অপকারী হইবে মনে হইতে পারে। যদিও মানসিক ব্যবহার করিবার কিছু কাল পরেই যে অত্যন্ত অবসাদ উপস্থিত হয়, ইহা অনেকেরই বৈদিত আছে। যদিও পান করিবার কাল কোন কোন মনোবৃত্তি অতিমাত্র উত্তেজিত, হইয়া কবিদিগের রসনা হইতে হই

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 103-124.

এক অত্যন্ত রস-গর্ভ সুরাপান কবিতা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অহরহ যন্ত্র ব্যবহার করিলে মনের ভেজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। বিশেষতঃ, মানব-জাতির প্রধান গুণ যে বিচারশক্তি, যন্ত্র পান দ্বারা তাহার হ্রাস ব্যতিরেকে কখনই বৃদ্ধি হয় না। আর সুরাপানও না করিয়া যে প্রগাঢ় মানসিক পরিভ্রম করা যায়, বিজ্ঞা-বিষয়ে শিক্ষাত প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। অসামান্য-বীৰ্য্য সঙ্গীত ভুবন-বিখ্যাত নিউটন সাহেব তাত্ত্বিক-তত্ত্ব অত্র কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। বিজ্ঞা-বিষয়ে বিপুল-যশস্বী বস্টের, কটেনেল, ডিমস্ট্রিন, হেলর ও হব্‌স মাদক-পণ্ডিতেরা যন্ত্রপানে রত ছিলেন না। বিবিধ-বিজ্ঞা-বিশারদ ডাক্তর জাঙ্কস জীবনের শেষ ভাগে চা-অপেক্ষায় উৎকর্ষ কোন বস্তু ত্যাগ করিতেন না। মনোবিজ্ঞান-বিশারদ লাক্ সাহেব যে প্রকার প্রগাঢ় মানসিক পরিভ্রমে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি সচরাচর বারি ব্যতিরেকে অত্র কোন পের দ্রব্য পান করিতেন না, এবং অরং এইরূপ বিবেচনা করিতেন, আমি যদি সুরাপানে বিরত থাকিতেই দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইরাছি। ডাক্তর কার্পেটর অপ্রীত সুরাপান-বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, “পূর্বে আমি মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে যন্ত্রপান করিতাম, পরে ইহা অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তদবধি আমি যত মানসিক পরিভ্রম করিয়া আসিতেছি, জন্মাবধি এত

আর কখনই পারি নাই। বিশেষতঃ এখন পরিভ্রম করিতে পূর্বের ন্তর বেশ বোধ হয় না, এবং পূর্বের মধ্যে মধ্যে যে প্রকার অসঙ্গত উপস্থিত হইত তাহারও বিস্তর লাঘব হইয়াছে * ।”

অতএব সুরাপান শারীরিক ও মানসিক পরিভ্রমের অস্বপ্ন হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ প্রতিফল ।

পঞ্চমতঃ। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, সুরাপান দ্বারা শরীরের শীত নিবারণ ও উত্তাপ সাধন হয়। অতএব শীতকালে ও শীতল দেশে সুরাপান করা কর্তব্য । কিন্তু রসায়ন ও শারীরবিদ্যার বিদ্যা বিশারদ গণিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, হৃত, ঠৈলাদি যে সমস্ত বস্তুতে কার্বন ও হাইড্রজেন নামক পদার্থ আছে, তৎসমূহের দ্বারা শরীরের উত্তাপ-সাধন হইয়া থাকে। যদিরাতেও তাহা বধেই আছে, অতরাং তৎসমূহ দেহের উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কখন অত্যন্ত দ্রব্য আহ্বার করিলে সেই কার্য সিদ্ধ হয়, তখন সুরাপান করিয়া আবহুঃকাল এবং জ্ঞান ও ধর্ম নষ্ট করিবার ও রোগজনকি? বিশেষতঃ রসায়নবিজ্ঞান ব্যুৎপন্ন-কেশরী প্রসিদ্ধ গণিত প্রেই ও নীকোটি সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যতক্ষণ শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের সহিত যদিরা মিশ্রিত

*Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 124-132.

থাকে, - ততক্ষণ শরীরই অত্যন্ত দারুণ দারুণ নষ্ট হয় না, এবং ততক্ষণ গাফিলত হয় না। অতএব, যৎকালে অত্যন্ত দারুণ দারুণ দেখে, মধ্যে প্রবর্তিত থাকে, তখন সুরাপান উচ্চতা-সাধন বিষয়ে, কোন ক্রমেই উপকারী নহে, প্রত্যক্ষ সত্যতায় বোধ অপকারী * ।

শীতকালে হিন্দুধর্মে এতদেব অপেক্ষার অধিক শীত হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ৰত্য লোকদিগকে শীত নিবারণার্থ সুরাপান করিতে হয় না। শীত-প্রধান ইংলণ্ড দেশে বাইবেল খ্রিষ্টান নামক খ্রিষ্টান-সম্প্রদায়ী লোকেরা সুরাপান না করিয়া বহু শরীরে কাল যাপন করিতেছে ভূমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত হিমাবৃত জনপদ সর্বাপেক্ষা শীতল, তথাকার লোকের মদ্য পান না করিয়া অক্লেশ শীত নিবারণ করে। কেনেড়া ও গ্রীসলও অত্যন্ত শীত প্রধান দেশ, কিন্তু তত্ৰত্য লোকদিগকে শীত নিবারণার্থ সুরাপান অবলম্বন করিতে হয় না, অর্থাৎ তাহাদের শীত-সহিষ্ণুতা শক্তি অন্ন করিলে বিস্মরণ করিতে হয়। কাণ্টন পেরি ১৩৭ প্রদেশে গিঘা দেখিয়াছিলেন, যত শীত হইলে জল জমিতে আরম্ভ হয়, তদপেক্ষার ৭২ ভাগাংশ হ্রাসণ অথবা শীতের সময়ে এক ইনাক্স জাতীর এক

* Use and Abuse of Alcoholic liquors by W. B. Carpenter, 1850, p. 142.

† তৎকালকার শরীরে মদ্যের প্রভাব বহু ইহা জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতেরা বহু ও আর আর পদার্থের উচ্চতা পরিমাণার্থে

দ্বী বন্ধুদের বহু উল্লেখ করিয়া খোর শিশুকে
 তদানীন্তন করাইবে। ডাক্তার কিম ও সহ, জ,
 রিচার্ডসন, জাহের, প্রমুখ প্রদেপে, এবং ডাক্তার হকর
 সাহেব, সহ, জ, রু সাহেবের সহযোগিতায় প্রমুখ
 প্রদেপে গমন পূর্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এ
 সকল শীত-প্রধান জলপানে সহ্যমান করিলে, শীত-
 নাক্ষত্র-শক্তির দ্বারা ব্যতিশেষে কদাপি রুগি হয় না।
 ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ জন লোক এই খান ভেদে জাহাজ
 আরোহণ করিয়া হুসু বেনামক প্রসিদ্ধ শীত-প্রধান

জলপান নামে এক বহু প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। নান দেশে
 নানাপ্রকার জলপান প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইংলণ্ড
 দেশে যে প্রকার জলপান সচরাচর চলিত, তাহার
 আকৃতি এইরূপ। এই জলপান কেবল একটি
 মাটির মল বীজ। তাহার অধোভাগে কুণ্ডলিত,
 সেই কুণ্ডে পানী থাকে। বহু বহু প্রায় বহু,
 ওহর এ পানী বিস্তৃত হইয়া তত উঠে উঠে কখন
 কখন দুই উঠিত হয় তাহা নিশ্চিত জানিবার নিদিত
 নলের পার্শ্বে একাবি ২১২ পর্যন্ত অঙ্ক সমুদায়
 সূচকিমে অঙ্কিত থাকে। জল বহু উত্তপ্ত হইলে
 উঠে উঠে, তত উত্তপ্ত হইলে এ নলের পানী
 ২১২ অঙ্ক পর্যন্ত উঠিত হয়, এবং বহু শীতল হইলে
 কদাপি উঠিত হয়, তত শীত এ পানী ৩২ অঙ্ক
 পর্যন্ত উঠিয়া থাকে। জীবিতবান্ বহুবোয় রক্ত
 বহু উঠে, তত উঠে হইলে এ পানী ১৮ পর্যন্ত উঠিত
 হয়। এই সকল বিষয় জীবিত বহুতে হইলে এইরূপ
 বলিতে হয়, যে জীবিত বহুবোয় রক্তের জাপান
 ১৮ ইত্যাদি।



স্থানে শীত ঋতু কেপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । তাহার। সকলেই উৎকট উৎকট মন্য ব্যবহার করিত, ইহাতে, বসন্ত ঋতু আগমন না হইতে হইতেই ৫৮ জন ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল । সেই স্থানে ২২ জন দাসী আর এক খান জাহাজ আরোহণ করিয়াছিল, তাহার। সেরূপ সুরাপান করিত না, এ কারণ তাহাদের মধ্যে কেবল দুই জন মাত্রের প্রাণ-নাশ হয় * ৷ অতএব, শীতল প্রদেশে শীত-নিবারণার্থে সুরাপান করা কর্তব্য । এই অগ্রদ্বয়ের অভিমার কোন মতেই প্রামাণিক নয় । কি শীত কি উষ্ণ কোন দেশের কোন লোকের মস্তপান অভ্যাস করা বিধেয় নহে ।

মন্তব্যঃ । মদিস্রাপান মনুষ্যের অর্থনাশ ও দারিদ্র্য-দশ-প্রাপ্তির এক প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে । মন্ত-পার্সীদিগের মধ্যে ধনশালী ব্যক্তিরা উত্তমোত্তম বহু-মূল্য মদিরা ক্রয় করিয়া দিন দিন নিধন হইতে থাকেন, এবং অপরাপর লোকে সুরা রূপ প্রথর বিষ ক্রয়ার্থে উপার্জিত অর্থ নষ্ট করিয়া আপনার ও আপন পরিবারের অত্যন্ত ধন-কষ্ট ও দাকগ দুর্দশা উপাদান করে । এক জন প্রত্নকর্তা গণনা করিয়া লিখিয়াছেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আরল ও নিবাসীদিগের মদিরা ক্রয়ার্থে বর্ষে বর্ষে ৬৫০০০০০০০ পঁয়ষট্টি কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ।

*Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 147-150.

তথাকার সমুদায় রাজস্ব অপেক্ষায়, অর্থাৎ মৈত্র, রণ-
তর, শান্তিরক্ষা, বিচার-সাধন, রাজকীয় ধর্মের রক্ষা-
প্রদান, প্রজাদিগের বিজ্ঞা-শিক্ষা প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপার
সম্পাদনার্থে যত ধন ব্যয় হয় তদপেক্ষায় অধিক অর্থ
মদিরা রূপে প্রথমে গরল গলাধঃকরণ করণার্থে নষ্ট হইয়া
থাকে * । ভারতবর্ষেও মদ্যাদি মাদক দ্রব্য আহরণার্থে
বেশি পুল অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কাহার অধিনিত
আছে ? এতদেশীয় লোকেরা সহজেই নির্জন, তাহাতে
অধিক নানাপ্রকার অনর্থক বিবরে অর্থ ব্যয় করিয়া
দিন দিন আপনাদের দৈন্য-দশা বৃদ্ধি করিতেছেন ।
সেই প্রভূত ধন-রাশি লোকের সুখ সম্বন্ধতঃ বৃদ্ধি, জ্ঞান
ও ধর্ম প্রচার, এবং স্বদেশের শুভোন্নতি সম্পাদনার্থে
ব্যয় হইলে, পৃথিবীর কতই জীৱন্তি হয় ? প্রত্যুত, বে
অপেক্ষ-অমিতকর বিবরে তাহা নষ্ট হইয়া থাকে,
নীরোগ শরীরে রোগাত্মক, সদ্ব্যবহারে বৈধব্য দশা,
অপৌগণ্ড বালকের পিতৃ-মাতৃ-বিরোগা, অশীল ব্যক্তির
দুঃখীনতা-প্রাপ্তি, অর্থনাশ ও বনশ্রাপ এই সমুদায়
তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল ।

সপ্তমতঃ । জন, দুই প্রভৃতি পানীয় বস্তুর ভায়
সুরাপান অত্যাশ করা যে কোন রূপেই ভ্রমকর নহে,
তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইল । তবে যেমন অত্যন্ত
বিষ কখন কখন ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,

সেইরূপ স্থল-বিশেষে ও রোগ-বিশেষে সুরা রূপ মহা-
বিষও ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু কোন বিচক্ষণ
চিকিৎসকের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে তাহা ব্যবহার করণ
কোন মতেই উচিত নাই।

অতএব, সুরাপান অশেষ-দোষাকর বিধি বিগর্হিত
য * । পাপ, তাপ, রোগ, দারিদ্র্য ও অকাল-মৃত্যু
ইহার প্রত্যক প্রতিকল। এই মহাপাপের অনুষ্ঠান
করা পাপ, তৎসংক্রান্ত ব্যবসায় অবলম্বন করা পাপ,
ও তাহাতে উৎসাহ দেওয়াও পাপ। এই প্রমল পাপ
এদেশে প্রবেশ পূর্বক অহরহ অশেষ অনিষ্টের উৎ-
পত্তি করিতেছে। এক্ষণে যে সকল কারণে এ দেশের
অসংখ্য দুঃখ-প্রবাহ ক্রমাগত বদ্বংস রহিয়াছে, মাদক-
সেবন তাহার এক প্রধান কারণ। এদেশস্থ পূর্বতন
ব্যক্তি সকল মাদক-ব্যবহারে বিরত থাকিরা স্নান শরীরে
দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতেন, কিন্তু অত্রতা অধুনাতন
মনুষ্যেরা চরস, গাঁজা, মজ, অহিকেন প্রভৃতি বহু-
প্রকার মাদক ব্যবহার করত শরীর ও মনোবৃত্তি সমস্ত
মিস্ত্রজ করিয়া কল্প ও অকর্ষণ্য হইরা দিন দিন অবদানের
দাক্ষণ্য হ্রস্বতা উৎপাদন করিতেছেন। মহিষার্ঘ্য
রাজপুত্রেরা, এই দুর্নীতি দমন করা দূরে থাকুক, অর্ধ-

* এ প্রস্তাবে কেবল সুরাপানের বিধি লিখিত হইল
কিন্তু পাঠকবর্গ জানিবেন, চরস, গাঁজা, অহিকেন প্রভৃতি
সমুদায় মাদক ঔষধই অনিষ্টকারী।

লোভের বশীভূত হইয়া তদ্বিষয়ে অবিরত উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদিগের মন্তব্যের আবগারি-
 ত্ব আশাদিগের সর্বনাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে।
 নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে মদিরালয়ের সংখ্যা ক্রমা-
 গত বৃদ্ধি হইয়া জরির কর সংগ্রহ দ্বারা রাজকোষ পতি-
 পুত্র হইতে থাকে, ইহাই তাঁহাদের মনোগত অভি-
 প্রায়। এ নিমিত্ত তৎসংক্রান্ত কর্তৃত্বাধীনা তাঁহাদিগের
 জিরগাহ হইবার আভিলাষে অ-অ-অদিকারের মতো
 মদিরাপানে প্ররতি ও মদিরালয় সংস্থাপনে উৎসাহ
 প্রদান করিয়া থাকে। তাবতবর্ষ পাপানলে দহ হউক,
 দারিদ্র্য রূপ দাক্ষ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া উদ্ভিন্ন
 বাড়ক, অকর্মণ্য ও বিচলিত চিত্ত হইয়া পোড়া-বুল
 শিখ, লু হউক, কিছুতেই তাঁহারা ক্ষতি হইতে কখন
 না। প্রজারদের মত সোভাগ্যে জলাঞ্জলি দিয়াও
 কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই আপনাদিগকে
 সন্তোষ প্রদান করেন। এ বিষয়ে অ-অ-অদিকারের
 সাধারণ-তত্ত্ব-বিদ্যাসী মহাশয় ব্যক্তিদিগের বারংবার
 সানুপ্রায় করা কর্তব্য। তদ্বৎ বিভ্রা-ব্যবসায়ী, বণ-
 ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, ও অন্যান্য স্বদেশবিহীন
 মহাশয় এই সর্ব-পাপ-করতক, সর্ব-স্ব-সংহারক
 মহাপাপকে বিষয় পরিভ্রাণ করিতে উপদেশ দিয়া-
 ছেক এবং রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত
 প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কৃত-কার্য হইরাছেন। তথাকার
 ছুরি ছুরি ব্যক্তি স্বরাপানকে অতি নিবিড় মুক্তিবিহীন

কর্ম জামিয়া তাহাতে নিবৃত্ত হইরাছেন, সহস্র সহস্র
সুপ্রাচ্যবাসী বণিক স্বীয় ব্যবসার জনসমাজের অর্থ-
প্রয়োজক ও মুখ-প্রবর্তক বুরিয়া স্বকীয় ক্ষতি স্বীকার
করিয়াও অক্ষুণ্ণ ও অসকুচিত চিত্তে পরিত্যাগ করিয়া-
ছেন, এবং বাহারা যেহেঁ পূর্বক পরিত্যাগ করিতে
অগ্রসর হয় নাই, ধর্ম-পরিমাণ রাজপুরুষেরা এখন রাজ-
শাসন দ্বারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছেন* । পূর্বে
তথাকার যে সমস্ত যছোৎসব উপলক্ষে মণ পরিমাণে মদিকা
ব্যয় হইত, এখানে বিলুপ্ত মন্ত-ব্যয় না হইয়া তাহা
সচাকরাণে ও বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে । কি শুভ
দৃষ্টান্ত ! কেমন মহৎ কর্ম ! তথাকার প্রধান প্রধান নগ-
রের, শত শত এদেশের ও সহস্র সহস্র প্রাণের
একমুষ্টিও যে মদিকার ব্যবসারে অধিকারী নহে ইহা
অপেক্ষায় স্মৃতির বিবরণ আর কি আছে † ।

তারতবর্ষীয় রাজপুত্রবর্দিগের অনেককেই নিবৃত্ত
প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, ও নিমিত্ত তাহাদের একশ
ভভানুষ্ঠানে অনুরাগ জন্মে নাই । তাহারা অর্ধেকই

* সেইম-নামিক রাজ্যখণ্ডে এইরূপ রাজনিবৃত্ত প্রবৃত্তি
হইলে পর, তহা ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অমেকেই স্ব স্ব
ব্যবসার পরিত্যাগ করিলেক । আর বাহারা অবিলম্বে
তাহাতে নিবৃত্ত না হইল, পাঁচতরফ সহস্র তাহাদিগের মদিকা
সমুদায় গ্রহণ করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, কতক বা
সাগর নদীতে বিলজ্বল দিলেন ।

† Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 77.

সর্ব-সেবনীর পরম-পূজারী পদার্থ জ্ঞান করিয়াছেন।
কিন্তু যখন আমেরিকা-দেশের অন্তঃপাতি সাধারণ-
তত্ত্বের রাজপুত্রবেরা একান্ত পরম-কল্যাণকর ধর্ম-পথ
প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন তাহাদের দৃষ্টান্তানুযায়ী
তাইলাইনে পরম-অবলম্বন না করিয়া, অতি অধমের মধ্যে
ফল্য হইতে হয়।

রাজপুত্রবেরা আবগারি-সংক্রান্ত পাপ-পণ পরিত্যক্ত
করিয়া দিয়াছেন এবং আদর্শ-তাহা অবলম্বন করিয়া
আত্মনাদের উদ্ধেশ-কথা সাধন করিতেছি। বিশেষতঃ
এ বিষয়ে কাহারো দেশের প্রজাগণের আর পরিসীমা
নাই। এই মহাপাতক-নিবারণার্থ জীবিতব্যবের দক্ষিণ
ধণ্ডে জুরি-জুরি সভা সংস্থাপিত এবং অনেকাশেক
পুস্তক ও পত্রিকা একত্রিত হইতেছে। কোয়াকি,
নীলগিরি, কোয়েটর, মান্দর, পুনা, মেনগাম, করাচি,
করক প্রভৃতি নগরসমূহে এই প্রকার সভা সংস্থাপিত
হইয়াছে। ইজিপ্তেরেও একটা সমাচার প্রাপ্ত হওয়া
গিয়াছিল, যে সিংহন দীপ্তেও একটা একাদশ সর্দার
এবং পশ্চিম প্রদেশেও এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে।
আমরা এমন অধম ও অসুখস্বাস্থী যে এই সর্বস্ব-
সংহারক সর্ব-পাপ-প্রবর্তক মহাপাপ বিমোচনার্থে
সদনুগ্রহ বিক্ষুব্ধ চেটে করি নাই। এতদেবীর

৬ পূর্বে কতিপয় ইংরেজ লোক যারা একদিন দুর্ভাগ্যবশত
আতিথ্য-নিবারণার্থে এক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন,
সে সভা কালক্রমে কালেক্ট হইতে পারিত হইয়াছে। কিন্তু

দ্রুতবিদ্ধ মদ্য-প্রিয় যুবক-সম্প্রদায়কে ধিকার দিতে
হয়। তাঁহারা এই জঘন্য গরল গলাধঃকরণ পূর্বক
পাপ-পঙ্কে লুণ্ঠিত হইয়া অমনবের কলকে কলকিত
হইতেছেন, এবং উদ্ধারা স্বদেশের পাপ-প্রবাহ পবন
বরিয়া তুংখ-পারাবার ক্ষীত করিতেছেন।* যে সমস্ত
মত্যা জাতির দৃষ্টান্তানুগত হইয়া তাঁহারা এই মহাপাপে
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রধান প্রধান
জ্ঞান-সম্পন্ন ধর্ম-পরিারণ নিচক্ষণ ব্যক্তিরা সুরাপান
রূপ পাপ-পিশাচকে স্ব স্ব দেশ হতে বহিষ্কৃত
করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। আমেরিকার বিবরণ
পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। সুইডেন রাজ্যের বর্তমান
রাজা ও তাঁহার পিতা এবং তদ্রূপ অন্তঃস্থ ব্যক্তিরা
সুরাপানের প্রতিপক্ষে বিশিষ্ট রূপ বিদ্যেব এইমত
করিয়াছেন, এবং ইউরোপের অন্তঃপাতী অপরাপর
অনেক স্থানে, বিশেষতঃ স্কটল্যান্ডের আর প্রত্যেক
প্রাচ্যে, তদর্থে সমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে।
একদা এই সমুদায় সমাদ্রণীয় শুভ দৃষ্টান্তের অনুগামী
হওয়া কি এতক্ষণীয় সজ্ঞাশালী মহাপুরুষদের
সত্য উচিত নহে? তাঁহারা চির কালই কি পাপের

ইহা অবশ্য সীকার করিতে হইবে, খ্রীষ্টান মিশনারিরা ও
ভারতবর্ষীয় মতারা কোম্পানির চার্টার পরিবর্তন
উপলক্ষে ইংলণ্ডে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন,
তদ্বাধ্য কোম্পানির সৌদর্য্যরসকে উৎসাহ-প্রদান-নিরাত
করণার্থে প্রার্থনা করিয়া সন্নিবেদন-সিদ্ধ কথ্য করিয়াছেন।

রূপে সুধনিত বীতির মানানুদান হইয়া মদোর স্রোতে
 স্বদেশ প্রারিত করিতে থাকিবেন? তাঁহাদের মধ্যে
 অনেকে হে এই প্রবল পাপের বশীভূত হইয়া লাম্পটা-
 দোহে নিস্তর হইরাছেন, ইহা কাহার অবদিত আছে?
 এই বিব-পূত্র বিদ্যাদ কল কলিত হইবার নিমিত্ত কি
 তাঁহাদের বিজ্ঞানক প্রগাঢ় যত্ন সহকারে রোপিত
 হইয়াছিল? পরম শূন্যতার জনক জন্মদীয়া কি এই
 নিমিত্তে ঘোড়াভিষিক্ত চিত্তে সর্ব প্রযত্নে বিপুল অর্থ-
 ব্যয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানগে নিযুক্ত
 করিয়া নিরাহিষেক, যে তাঁহারা তথা হইতে এক
 মহাপ্রত্যক জ্ঞানলাভ করিয়া আপনাকে ও আপন বংশকে
 অধঃস্থে নিষ্কিন্ত করিবেন এবং গভানুগতিক
 অশ্লীলিত ব্যক্তিরিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়া স্বকীয়
 দুর্ভাগ্য রমে তাঁহাদিগকে বিপথগামী করিবেন?
 তাঁহারা বিজ্ঞানলোক লাভ করিয়া সদসদ্বিবেচনার
 সমর্থ হইরাছেন।, পানদোহে দোষী হইয়া আত্ম-শেষ
 ও ধর্ম-নাশ করা তাঁহাদের পক্ষে লজ্জাকর ও বৃথা কর।
 এখনও যদি তাঁহাদের চৈতন্য হইয়া পরম কাকগিক
 পরবেশের শুভকর অজ্ঞা-পরিপালনে যত্ন ও সজ্জা হয়,
 তথাপি মঙ্গল। তথাপি তিনি কমা করিয়া রক্ষা করেন।

সুরাপান বিষয়ে চিকিৎসকদিগের

ব্যবস্থা।

পূর্বে লিখিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র ইউরোপীয় চিকিৎসক সুরাপানের প্রতিবেদপক্ষে যে পরম অক্লেশ কতিপ্রায় বাক্ত করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবে। তদনুসারে এই স্থলে তাঁহাদের অতিপ্রায় একটিত হইতেছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ড হিত দুইনহাজ্রাপেক্ষা অধিক ইউরোপীয় চিকিৎসক পশ্চাৎ লিখিত ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন *।

“He (Dr. W. B. Carpenter) has the satisfaction of finding himself supported by the recorded opinion of a large body of his Professional brethren; upwards of two thousand of whom in all grades and degrees—from the court physicians and leading metropolitan surgeons who are conversant with the wants of the upper ranks of society, to the humble country practitioner, who is familiar with the requirements of the artizan in his workshop and the labourer in the field,—have signed the following certificate.”—Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, Preface, p. XVIII.

২৩৬ সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ।

সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ।

“We the undersigned, are of opinion

“1. That a very large proportion of human misery, including poverty, disease, and crime, is induced by the use of Alcoholic or fermented liquors and beverages.

“2. That the most perfect health is compatible with total Abstinence from all such intoxicating beverages, whether in the form of ardent spirits or as wine, beer, ale, porter, cider, &c. &c.

“3. That persons accustomed to such drink may with perfect safety, discontinue them entirely, either at once, or gradually after a short time.

“4. That total and universal Abstinence from Alcoholic beverages of all sorts would greatly contribute to the health, the prosperity, the morality, and the happiness of the human race.”

* পুনোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্যার্থঃ বাঙালী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে ।

১—“ মদ্যপান অভ্যাস করিতে, মনুষ্যের রোগ, দারিদ্র্য, দুঃখ প্রভৃতি বিস্তার আনিষ্ট উৎপন্ন হয় ।

২—“ কোনপ্রকার মদ্য পান না করিয়া শরীর সম্পূর্ণরূপ সুস্থ রাখা যায় তাহার সন্দেহ নাই ।

৩—“ যাহাদের মদ্যপান অভ্যাস আছে, তাহারা একেবারে অথবা ক্রমে ক্রমে, উহা পরিত্যাগ করিলে কোন বিষয় ঘটে না ।

৪—“ যাবতীয় মনুষ্য সর্বপ্রকার সুরাপানে বিরত

দুদ্রাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা । ২০৭

ভারতবর্ষস্থ ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকেরাও অনেকে এই ব্যবস্থার সহ্যতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম পশ্চাৎ প্রকটিত হইতেছে।

J. Glen, Physician General, Bombay.

R. Wight, Inspector General of Hospitals.

J. Kinnis, Deputy Inspector General, H. M.'s Hospitals, Bombay.

W. R. Barrington, L. L. D, Surgeon, 9th Regiment, N. I.

P. W. Hockin, Surgeon, 23rd Regiment, N. I.

G. Merrill, Surgeon.

T. Harrison, Staff Surgeon.

C. Morehead, M. D., Principal of the Grant Medical College.

J. C. G. Price, M. D., Surgeon, H. M.'s 8th King's Regiment.

A. Montgomery, Surgeon, 1st Battalion Artillery.

Alex. Thom, Surgeon, H. M.'s 89th Regt.

J. P. Malcolmson, Surgeon, Civil Staff Surgeon, Shikarpore.

D. Davis, Residency Surgeon.

H. Pitman, Assistant Surgeon, 10th Regt. N. I.

U. G. Wiehe ; Assistant Surgeon.

D. P. Barry, Assistant Surgeon, H. M.'s 22nd Regiment.

ইহলে, মানবগণের স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য, ধর্ম ও অর্থের সমধিক উন্নতি হইবে। ”

২০৮ সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ।

H. Giraud, M. D, Professor of Chemistry and Materia Medica. in the Grant Medical College Bombay.

J. C. Batho, 6th Regiment, N. I.

T. F. Young, Assistant Surgeon, N. G. Hospital, Hyderabad.

T. M. Grath, Assistant Surgeon, H.m.'s 22nd Regiment.

J. Bean, Assistant Surgeon.

A. Ramsay, M. D.

A. Larkworthy, Surgeon.

The following signatures to the proceeding were added in Bombay, January 1852.

E. W. Edwards, superintending Surgeon, P. D.

W. Chambell, M. D. Superintendent Lunatic Asylum.

John Grant Nicolson, M. D. Assistant Surgeon, 2nd Scinde Horse.

John M. Lennan, Physician General, Bombay.

Robert Haines, Acting Professor of Chemistry, Grant Medical College.

A. H. Leith, M. D. Garrison Surgeon.

Henry J. Carter, Assistant Civil Surgeon.

Rich. D. Peele, Oculist.

John Peet, Professor of Anatomy, Grant Medical College.

M. Stovell, Surgeon European General Hospital.

P. Gray, Surgeon, 2nd Battalion Artillery.

J. Yuill, M. D.

স্বরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা । ২৩৯

The following signatures to the preceding statement of opinions were obtained at Madras.

R. Sladen, Physician General, Madras.

D. Currie, surgeon General, Madras.

G. Pearce, M. D. surgeon, and Secretary Medical Board, Madras.

D. Boyd, Inspector General of Hospitals, Madras.

R. Cole, surgeon, S. E. District of Madras.

J. Richmond, Surgeon, N. W. District of Madras.

G. Harding, Surgeon, Madras General Hospital, Superintendent Medical School, and professor of the Theory and Practice of Medicine.

W. G. Davidson, Surgeon, Black Town. District Madras.

W. B. Thomson, Superintendent Eye Infirmary, Madras.

J. Sanderson, port and Marine Surgeon, Madras.

T. L. Bell, Assistant Surgeon, Madras.

T. Stack, M. D. Assistant Surgeon H. M. 8th Regiment, Madras.

F. W. Innes, M. D. Assistant Surg. H. M.'s Regt. Madras.

D. S. Young, F. R. C. S., Superintending Surgeon, Pres. Division, Madras.

J. Hichens, Assistant Surgeon, Chunar, 17th Regiment N. I., Madras.

W. Tweddell, Garrison Surgeon, Chunar.

২১০ সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ।

A. Duncan, M. D., 5th Battalion Artillery.

W. Watson, Superintending Surgeon, Benares Division.

J. M. Brande, M. D. Surgeon, 21st Regiment A.I.

D. Brotton, M. D. Civil Surgeon, Benares

M. F. Anderson, Assistant Surgeon, Madura.

J. Doig, Staff Surgeon, Belgaum.

J. Morrice, M. D. Surgeon, 2nd Bengal European Regiment, Loodiana.

F. Anderson, M. D. Assistant Surgeon, Horse Artillery, Loodiana

A. Colquhoun. Surgeon, 3rd Cavalry.

G. E. Brown, M. D. Surgeon Artillery.

—The Bombay Temperance Repository, N. J. and Use and Abuse of Alcoholic Liquors by W. B. Carpenter, Preface.

“বোম্বে টেম্পেরেন্স রিপজিটরি” নামক পুস্তকের প্রথম সংখ্যায় এইরূপ আর এক ব্যবস্থা প্রকটিত হই-
রাছে, তাহাও এই স্থলে প্রকাশ করা হইতেছে ।

সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ।

“An opinion handed down from rude and ignorant times and imbibed by Englishmen from their youth, has become very general, that the habitual use of some portion of Alcoholic drink, as of wine, beer or spirit, is beneficial to health, and even necessary for those subjected to habitual labour.

“Anatomy, physiology, and the experience of

all ages and countries, when properly examined, must satisfy every mind well informed in Medical science, that the above opinion is altogether erroneous. Man, in ordinary health, like other animals, requires not any such stimulants, and cannot be benefitted by the habitual employment of any quantity of them, large or small ; nor will their use during his life-time increase the aggregate amount of his labour. In whatever quantity they are employed, they will rather tend to diminish it.

“When he is in a state of temporary debility from illness or other causes, a temporary use of them, as of other stimulant medicines, may be desirable ; but as soon as he is raised to his natural standard of health, a continuance of their use can do no good to him, even in the most moderate quantities, while larger quantities, (yet such as by many persons are thought moderate,) do sooner or later prove injurious to the human constitution, without any exception.

“ It is my opinion that the above statement is substantially correct *”

* পূর্বোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্যার্থ বাঙ্গালা ভাষায় অল্প বাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

যৎকালে লোক অসভ্য ও অশিক্ষিত ছিল, তৎকালাবধি এই পরামর্শাগত মত চলিয়া আসিয়াছে, যে মদ্যপান অভ্যাস করা শরীরের পক্ষে উপকারী, বিশেষতঃ যাহাদিগকে, ~~যাহাদিগকে~~ পরিজ্ঞম করিতে হয় তাহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যিক।

২১২ সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা।

Batty, Edward, M. R. C. S. Lecturer on Midwifery at the Medical Royal Institution, Liverpool.

Baylis, C. O., Surgeon to the South Dispensary Liverpool.

এই যত একগুণে সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে, এবং ইংরেজেরা তরুণবয়সেই ইহা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

“ চিকিৎসাশাস্ত্রে ঝাঁঝদের উত্তমরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা শারীরস্থান, শারীরবিধান, ও সকল কালে সকল দেশে এ বিষয়ের বেরূপ কলা কল প্রত্যক্ষ হইয়াছে এই সমুদায় রীতিমত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে পূর্বোক্ত যত নিতান্ত জ্ঞানিমূলক বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যেরও সহজ শরীরে এরূপ কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার অবশ্যক করে না, এবং অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, তাহা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিলে তাঁহার কিছুমাত্র উপকারও দর্শিবে না। আর তিনি মদ্যপানে বিরত থাকিলে জীবনাবধি মোটে যত কৰ্ম করিতে পারিবেন, তাহাতে রত থাকিলে, তদপেক্ষা অধিক পারিবেন না এবং অল্পই হইবে।

“ রোগ অথবা অন্য কোন কারণে শরীর দুর্বল হইলে, অন্যান্য ঔষধ সেবনের ন্যায় কিছু দিন মদ্যপান ও বিহিত হইলে হইতে পারে। কিন্তু শরীর প্রকৃতিস্থ হইলে পর যদি অত্যল্প মাত্রায়ও পান করা যায়, তথাপি কিছু মাত্র উপকার দর্শে না। আর অধিক মাত্রায় পান করিলে, সকলেরই শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। অনেকে বাহ্য অল্প মাত্রা জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিক অল্প নহে। উত্তমাত্রায় পান করিলে শীঘ্র বা বিলম্বে শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।”

সুস্বাস্থ্যবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ২১৫

Beaumont: Thomas, M. R. C. S., Bradford.

Berry Samuel M. R. C. S. Surgeon, to the Town Infirmary, Birmingham.

Birbeck, George, M. D.

Blundell, James, M. D.

Brodie, Sir Benjamin C., Bart. F. R. S.; Serjeant—Surgeon to the Queen, Surgeon to St. George's Hospital, &c.

Brookes, Benjamin, M. R. C. S. Surgeon to the Brit. Lying-in Hospital.

Burrows, John, Esqr, Liverpool.

Chambers, W. F., M. D., F. R. S., Physician to the Queen, and the Queen Dowager, and to St. George's Hospital.

Charasse, Thomas, M. R. C. S. St. George's Hospital, Birmingham.

Chowne, W. D., M. D. Lecturer on Midwifery and Physician to Charing Cross Hospital,

Churton, Joseph, M. R. C. S. Liverpool.

Clark, Sir James, Bart. M. D., F. R. S., physician to the Queen and the Queen's Household, &c.

Clutterbuck, J. B., Esqr.

Conquest, J. T., M. D., Physician to the city of London Lying-in Hospital.

Cooper, Bransby, M. R. C. S., F. R. S. Lecturer on Anatomy and Surgeon to Guy's Hospital.

Cooper, George L. M. R. C. S.

Dalrymple, J., M. R. C. S. Lecturer on surgery Sydenham College.

১১৪ সুরাপানবিধিঃ চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ।

Davies, Thomas, M. D., Lecturer on Medicine, and Physician to the London Hospital.

Davies, John Birt. M. D. Liverpool.

Davies, David D., M. D., Physician to the Duchess of Kent, and Professor of obstetric Medicine in University College.

Davis, J. Esqr.

Evre, Sir James. M. D.

Ferguson, Robert, M.D., Physician to the Westminster Lying-in Hospital.

Fowke, Frederick, M. R. C. S.

Frampton, Algernon, M. D. Physician to the London Hospital.

Gill, William, M. R. C. S. Surgeon, to the Northern Hospital, Liverpool.

Goldfry, J. J., M. R. C. S. Liverpool

Gram, Klein, M. D., Professor of Therapeutics at the North London School of Medicine.

Grauville, A. B., M. D., F. R. S., Physician Accoucheur to the Westminster General Dispensary.

Green, Thomas, M. R. C. S., Surgeon to Town Infirmary, Birmingham.

Charles Butler, Esq., Liverpool.

Hall, Marshall M. D., F. R. S. L. and E. Lecturer on Medicine at Sydenham College, and consulting Physician to the Westminster General Dispensary.

• Hay, Alexander, Surgeon to the south Dispensary, Liverpool.

Hope, I., M. D., F. R. S., Lecturer on Medicine

at Aldersgate Street School, and Assistant Physician to St. George's Hospital.

Howship, John, M. R. C. S. Surgeon to Charing Cross Hospital.

Hughes, John, M. D., Liverpool.

Jeffreys, Julius, Esqr. M. R. C. S.

Julius, G. C., M. D.

Julius, G. C. Jun. M. D.

Key, C. Aston, M. R. C. S. Lecturer on surgery and Surgeon to Guy's Hospital.

Knight, Arnold James, M. D., Sheffield.

Ledsman, J. J., M. R. C. S., Surgeon to the Eye Infirmary, Birmingham.

Lee, Robert, M. D., F. R. S., Lecturer on Midwifery at Kinnerton Street Medical School, and Physician to the British Lying-in Hospital.

Lewis, William, Esqr., Manchester.

Long, David M., Surgeon to the South Dispensary Liverpool.

Lynn, W. B., Esq., Surgeon to the Westminster Hospital.

MacIlwain, George, M. R. C. S. Surgeon to the Finsbury Dispensary.

Mackenzie, J. D., M. D., Physician to the Liverpool Infirmary, Lock Hospital.

Macrorie, D., M. D., Physician to the Hospital, Liverpool.

Manifold, J., M. R. C. S., Liverpool.

Matterson, William, M. R. C. S., York

২১৬ সুরাপানবিধি চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা।

Matterson, William, Jun., M. R. C. S. York.

Mayo, Herbert, M. R. C. S., F. R. S., Surgeon to the Middlesex Hospital.

Nelson, John Barritt, A. B., M. B. F. C. P. S. &c. Birmingham.

Marsman, Samuel, M. D., Physician Accoucheur, to the Westminster General Dispensary.

Middlemore, Richard, M. R. C. S. Surgeon to the Eye Infirmary Birmingham.

Morgan, John, M. R. C. S. Lecturer on Surgery &c. and Surgeon to Guy's Hospital.

Morley, George, M. R. C. S., Lecturer to the Leeds School of Medicine.

Nightingale, Robert, S., M. R. C. S., Surgeon to the Eastern Dispensary, Liverpool.

Parkin, John, M. R. C. S.

Partridge, Richard, M. R. C. S., F. R. S., Professor of Anatomy at King's College, and Surgeon to Charing Cross Hospital.

Pinching, R. L., M. R. C. S., D.

Quain, Richard, M. R. C. S., Professor of Anatomy at the London University, and Surgeon to the North London Hospital.

Reid, James, M. D.

Roots, H. S., M. D., Physician to St. Thomas's Hospital.

Roupell, G. L. M. D., Lecturer on Materia Medica, and Physician to St. Bartholomew's Hospital.

Scott, John, M. D.

সুত্রাপানবিষয়ে চিকিৎসকনির্ভর ব্যবস্থা । ২১৭

Stanley, Edward, Esq, M. R. C. S., F. R. S., professor of Anatomy, and Surgeon to St. Bartholomew's Hospital.

Teale, T. P., M. R. C. S., F. R. C. S., F. S. S., Surgeon to the Leeds General Infirmary.

Teale, Joseph, M. R. C. S. Leeds.

Thompson, Anthony Dodd, M. D., F. L. S. Lecturer on Materia Medica and Physician to the London University.

Thompson, Henry, U., M. D.

Toulmin, Frederick, Surgeon, Clapton,

Travers, Benjamin, M. R. C. S., F. R. S., Surgeon Extraord. to the Queen, and Surgeon and Lecturer on Surgery to St. Thomas's Hospital.

Ure Andrew, M. D., Lecturer on Chemistry at the North London School of Medicine.

Vaux George, M. D., Birmingham.

Walker, W., M. D.

The following testimony to the truth of the preceding declaration was in 1845, given in Bombay:—

“It is my opinion that the above statement is substantially correct.”

H. Franklin, Deputy Inspector General of Her Majesty's Hospitals.

J. Robertson, Surgeon.

M. J. Kays, M. D.

Thomas Robson, Surgeon 2 Batt. Artillery.

John M. Lemnan, Civil Surgeon.

A. Graham, Surgeon, European General Hospital.

M. Stovell, Surgeon.

C. Morchond, M. D., Surgeon, Native General Hospital.

A. H. Leith, Surgeon.

The following testimony was given to the truth of the above declaration by medical gentlemen at Maulmain :—

“ It is my opinion that the above statement is substantially correct.”

James C. Coleman, M. D., Staff Surgeon, T. P.

D. Richardson, Civil Surgeon.

T. S. Mathews, Surgeon 52nd N. I.

Henry Carnegie, Assistant Surgeon in Medical Charge, Artillery.

Robert Hicks, Assistant Surgeon, 17th Regt.

J. Tait, Assistant Surgeon, Local Corps.

C. N. English, M. D., Assistant Surgeon, 84th Regiment.

Mathew Kane M. B., Assistant Surgeon.

James Reid, Assistant Surgeon, Madras Army.

Similar testimonials have been subscribed by thousands of the first medical authorities of Europe and America.

সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজী অর্থ

অধিবেদন...	Polygamy.
কিণ্ডমিবাস ...	Lunatic Asylum.
জাড্য ...	Idiotism.
পদার্থবিদ্যা ...	Natural Philosophy.
পরিমিতি ...	Faculty of size, or power of taking cognizance of size, length, breadth, height &c.
পাশালা ...	Hotel.
মনোবিজ্ঞান ...	Mental Philosophy.
রূপদার্থ ...	Elements.
লোকসাত্তাবিধান ...	Political Economy.
বংশবিধান ...	Hereditary distinction of rank.
বাণিজ্যবিরক স্বতন্ত্রতা	Freedom of trade.
ষাটরুথ ...	Steam-carriage.
মিশ্র ...	Machine.
সাধারণতন্ত্র ...	Republic.
সামাজিক নিয়ম ...	Social laws.
মস্তকবিদ্য ...	Phrenology.

